গ্রীস্‌দেশের ইতিহাস ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

কর্ত্তৃক ।

সংগৃহীত ।

কলিকাতা ।

৬৬ নং বিডিন্‌ষ্ট্রীট

বিডনযন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

১২৮০

বিজ্ঞাপন ।
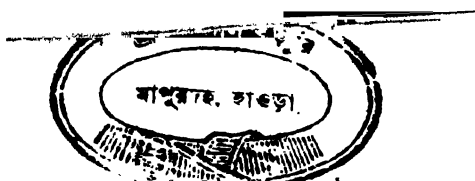
প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে গ্রীস্‌দেশের ইতিহাস অতি উৎকৃষ্ট, এবং ইহাতে সন্ধি বিগ্রহাদি ঘটনা সকল পুষ্কল রূপ বর্ণিত আছে, এজন্য আমি এই ইতিহাস খানি কাইট্‌লির ইতিহাস গ্রন্থের আদর্শ লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত করিলাম। এই ইতিহাসের প্রথম হইতে টয় অধিকার পর্য্যন্ত নিতান্ত অস্ফুট ও পাঠাযোগ্য, এজন্য সে অংশ একেবারে পরিত্যক্ত হইল। ট্রয় অধিকার হইতে সাইরসের সহিত গ্রীক্‌দিগের পারস্য যুদ্ধ যাত্রা পর্য্যন্ত অতিশয় জটিল; এজন্য সেই অংশ যথাসাধ্য বিশদ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। দশ সহস্র গ্রীক্‌সৈন্যের স্বদেশ প্রতিগমন হইতে মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বিশেষ পাঠোপযোগী ও ফলোপধায়ক বলিয়া তাহা কিছু বিস্তার করিয়া লেখা হইয়াছে। সমস্ত

ইতিহাস মধ্যে স্থানে স্থা... ...ভাসমান্ত্রি, যে সমস্ত গল্প আছে, তাহার ত... ...ময়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কিন্তু ... করা তাহা যথার্থ বলিয়া মানিত জানিয়া, এবং ঐ সমস্ত গল্প মধ্যে মধ্যে থাকিলে সুকুমারবুদ্ধি ছাত্রদিগের পাঠবিষয়ে অধিক আমোদ ও যত্ন হই-বেক, বিবেচনা করিয়া গল্পগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। আধুনিক প্রধানতম ইতিহাস লেখক গ্রোট প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের মতানুসারে এই রূপ করাই কর্ত্তব্য বোধ হয়। এখন পাঠকবর্গের মুখে আমার পুস্তকের ভাল মন্দের বিচার, যদি তাঁহারা ভাল বলিয়া আদর করেন তবেই শ্রম সফল বোধ করি, নচেৎ অনাদরের সহিত পুস্তকের অধোগতি।

ইংরেজী ভাষায় কুইন্‌মদার এই শব্দের অর্থ যিনি রাজা হয়েন তাঁহার জননী; সংস্কৃত অনু-সারে তাঁহাকে বৃদ্ধা রাজমাতা লিখিতে হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া উহার ঠিক স্পষ্ট রূপ অর্থ বুঝায় না বলিয়া কুইনমদারই রাখা হইয়াছে। টাউ-

. . . ৎস্ত আমাদিগের দেশে

যেমন বংশরজ্জু পকরণে টোং নির্ম্মিত হয়, সে দেশে তাহা না হইয়া এতদ্দেশের মন্দিরাদি নির্ম্মাণের মত পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। গ্রীক নাম সকলের উচ্চারণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করা হইল, তাহা যদি ব্যক্তি বিশেষের অসঙ্গত বোধ হয়, তাহা মার্জ্জনা করিবেন, কারণ ঐ সকল নামোচ্চারণ বিষয়ে যাঁহার যেরূপ ভাল লাগে, তিনি সেই রূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন॥

শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত।
রামকৃষ্ণপুর।
সন ১২৮০ সাল ৯ই অগ্রহায়ণ।

গ্রীসদেশের ইতিহাস।

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা একদা আশিয়ার উপকূলবর্ত্তী ট্রয়নগরের রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সংগ্রাম দশ বৎসর কাল চলিলে পর, উল্লিখিত নগরী "গ্রীক," সেনার হস্তগত হইয়া একেবারে বিধ্বংসিত হয়। এই ঘটনাই গ্রীসদেশীয় পুরাবৃত্তের অবধিস্থান। তাহার পূর্ব্বতন কোন বৃত্তান্ত যথার্থ ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্য নহে। এই নিমিত্ত তত্তাবৎ বিবরণ এ স্থলে উপেক্ষিত হইল।

প্রথম অধ্যায়।

হার্কিযুলিস—সন্ততির প্রত্যাগমন।

ট্রয় অধিকারের (খৃঃ পূঃ ১১৮৪) পর গ্রীকযোদ্ধারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আদৌ গ্রীসে যে প্রধান ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা বীর "হার্কিয়ুলিস্"-সন্ততির প্রত্যাগমন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে পুরাণ-প্রসিদ্ধ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন হিরাক্লিস্ নামে একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি

যাবৎকাল ধরণীতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অশেষ-বিধ অত্যাশ্চর্য্য লীলাপ্রদর্শন পূর্ব্বক পরিশেষে দেবতা-দিগের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া স্বর্গযাত্রা করেন।

প্রবাদ আছে, বীর হার্কিয়ুলিস্[১] স্বর্গযাত্রা করিলে তাঁহার পরম শত্রু ইয়ুরিস্থিস্ তদীয় সন্তানগণের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অবশেষে তাঁহার দৌরাত্ম্যে হিরাক্লিডিস্-সন্তানবর্গ পিলপনিসস্ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আটিকার শরণাগত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিল। ইয়ুরিস্থিস্ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সসৈন্যে আটিকা-যাত্রা করিলেন। এবং যুদ্ধে পরাভূত হইয়া শকটারোহণে পলায়ন করিতেছেন, পথে হার্কিয়ুলিসের পুত্র হিলস্ তাঁহার প্রাণ বধ করি-লেন।

এক্ষণে হিরাক্লিডিসেরা নিরাপদে সমস্ত পিল-পনিসস্ অধিকার করিয়াও, তথায় ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, অধিক দিন অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় নাই। উল্লিখিত মহামারীর কারণ জিজ্ঞাসার্থ ডেল্‌ফির আপলোদেবের নিকট আবেদন করা হইলে তাঁহার আদেশ হইল যে, অশীতি বৎসর অতীত না হইলে পিলপনিসসে কদাচ প্রত্যাগমন করিও না। এই দৈবশাসনের উল্লঙ্ঘনাপরাধে পূর্ব্বোক্ত অনর্থ

১ এই বীর পুরুষের নাম হার্কিয়ুলিস্ বা হিরাক্লিডিস্ উভয়থা লিখিত হয়। প্রথমটী লাটিন্ ভাষাতে, দ্বিতীয়টী গ্রীক ভাষাতে প্রচলিত আছে।

ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তখন তাঁহারা পিলপনিসস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আটিকায় পলায়ন করিল।

কিছুকাল পরে হিলসের প্রতি পুনর্ব্বার দেবতার এই আদেশ হইল, উত্তরোত্তর তিন পুরুষ আটিকায় অবস্থিতি করিয়া তৎপরে প্রণালী পথে [২] গ্রীসে ফিরিয়া আসিবে। হিলস্, তৃতীয় বৎসরে করিন্থ-যোজক অতিক্রম করিয়া পিলপনিসসে যাত্রা করিতে হইবে এই তাৎপর্য্য স্থির করিয়া দুই বৎসর তথায় অবস্থিতি করিলেন। তৃতীয় বৎসরে সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পিলপনিসস্ যাত্রা করিয়া তথায় পরাস্ত ও নিহত হইলেন। অতঃপর তাঁহার একবংশীয় আর আর ব্যক্তি যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমুদায়ই তুল্যরূপ নিস্ফল হইয়াছিল। অবশেষে হিলসের তিন পৌত্র টিমিনস্, আরিষ্টডিমস্ এবং ক্রিস্‌ফন্টিস্ ইহাঁরা দেবতার মত জানিবার জন্য ডেল্‌ফিতে হত্যা দিলে তাহাতেও পূর্ব্ববৎ আজ্ঞা হইল। সেই আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়াও পরিশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহারা বারংবার এইরূপ অস্পষ্ট দৈববাণীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিফলপ্রয়াস হইলে অবশেষে এই স্পষ্ট দৈববাণী হইল যে আটিকায় তিন পুরুষ ধরিয়া অবস্থিতি করিতে হইবে। পরে করিন্থ উপ-

২ গ্রীসের প্রধান ভূমিভাগ আর উপদ্বীপ ভাগ, যাহার নাম পিলপনিসস্, এ দুয়ের মধ্যে এক প্রণালী আছে। তাহাকে করিন্থ প্রণালী কহে।

সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিবে। তখন তাঁহারা সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক পোত-নির্ম্মাণ এবং সৈন্য সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। কিন্তু হঠাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া সমস্ত জলযান নষ্ট করিয়া তাঁহাদের পোত-নির্ম্মাণ প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইহার পর তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ডেল্‌ফিতে হত্যা দিতে হইল। হত্যা দিয়া এই উত্তর পাইলেন যে, তাঁহারা বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে থাকুন। এক জন ত্রিনেত্র পুরুষ তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেক। কিন্তু ত্রিনেত্র পুরুষ কোথা পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদা এক-নেত্রহীন এক পুরুষকে অশ্বারোহণে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের জ্ঞান হইল, যে ইনিই দৈববাণীনির্দ্দিষ্ট ত্রিনেত্র পুরুষ হইবেন; কেন না আরোহী ও ঘোটক উভয়ের তিন বৈ চক্ষু নাই। অতএব এই ব্যক্তিকেই আমাদের নেতা করা যাউক, এই বলিয়া তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। তিনি স্বীকার করিলে রণ-তরী আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাগরশাখা অতিক্রম পূর্ব্বক পর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং তথায় এক সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই তাঁহারা সমস্ত অভীষ্ট প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। উত্তরোত্তর এইরূপ জয়লাভ করাতে যে যে প্রদেশে অধিকৃত হয়, আর্গস, লেকো-নিয়া ও মেসীনিয়া, তাহার অন্তর্গত। অনন্তর গুটিকা-

পাত ৩ দ্বারা অর্গাস টিমিনসের, লেকোনিয়া আরি-স্টডীমসের এবং মেসীনিয়া ক্রিস্‌ফন্টিসের হস্তগত হইল।

কোড্রস্।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীক-বিজয়ীরা এইরূপে সমস্ত পিলপনিসসের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াই যে ক্ষান্ত রহিলেন এমত নহে; তাঁহারা জিগীষা এবং দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, গ্রীসের অন্যান্য অংশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। স্মরণ হইবে, ইতিপূর্ব্বেই যে আটিকাপ্রদেশ শরণ্য হইয়া তাঁহাদের নিরাশ্রয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে রক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই আটিকা-বিজয়ের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরাৎ তাঁহারা করিন্থযোজক অতিক্রম পূর্ব্বক আটিকার রাজধানী আথেন্স নগরের আসন্নবর্ত্তী ইলিসস্‌নদীতীরে সেনা সন্নিবেশিত করিলেন।

অনন্তর গ্রীস্‌দেশীয় চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহারা ডেল্‌ফির দেবালয়ে গমন করিলে তাঁহাদের প্রতি দেবতার এই আদেশ হইল যে, যদি তাঁহারা আথীনীয় নরপতির প্রাণ-সংহার না করেন, তবেই জয়লাভ হইবে; নচেৎ বিপদ ঘটিবে। এই দৈববাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সেনাপতিরা শিবির মধ্যে এই অপ্রতি-

৩ গুটিকাপাত ইদানীন্তন স্ফূর্ত্তিখেলার অনুরূপ এক প্রাচীন প্রক্রিয়া।

হত আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন যে, সেনার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি যেন রাজকলেবর স্পর্শও না করে। কিন্তু আটিকার তৎকালীন নরপতি কোড্রস এই দৈববাণীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজবেশ পরিহারপূর্ব্বক কৃষকের বেশ ধারণ করিলেন। এবং সহসা অরাতিশিবিরে প্রবেশ করিয়া এক জন সৈনিকের সহিত বিবাদের সূত্রপাত করিলেন। বিবাদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিলে সৈনিকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল (খৃঃ পূঃ ১০৬৮)।

পরদিন প্রভাত সময়ে আথীনীয়েরা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শত্রুশিবিরে এক জন দূত প্রেরণ করিল। দূত যাইয়া মৃত রাজকলেবরের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলে, তখন ডেল্‌ফির দৈববাণী ডোরিকদিগের [৪] স্মৃতিপথারূঢ় হইল এবং তাহারা জয়লাভে হতাশ হইয়া পলায়ন করিল। নরপতি কোড্রসের এই অসাধারণ দেশহিতৈষিতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। পরে আথীনীয়েরা তাঁহার সম্মানার্থ এই ডিণ্ডিমপ্রচার করিল যে, এই অবধি আথেন্‌সে আর কেহ কখন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবেন না। সেই অবধি তথায় রাজা উপাধি উঠিয়া গেল এবং আর্কন্, অর্থাৎ অধিনায়ক, এই উপাধি প্রবর্ত্তিত হইল।

---

৪ পিলপনিসসের উপর যে জাতির আধিপত্য ছিল, তাহাদিগকে ডোরিক কহিত। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবাদ অনুসারে ইহারাই হার্কিযুলিস্-সন্তান।

গ্রীসদেশের ভূমিবিবরণ।

কোন দেশের ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গের পাঠসৌকর্য্যার্থে প্রথমতঃ সেই দেশের আকার প্রকারঘটিত কিছু কিছু বিবরণ সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক। এজন্য অগ্রে তাহাই লেখা যাইতেছে।

গ্রীসদেশের উত্তরভাগকে থেসালি কহে। থেসলি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতপরিবেষ্টিত একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ বা অধিত্যকা বলিলেও বলা যায়। ইহার দক্ষিণে বিয়োশিয়া প্রদেশ। বিয়োশিয়া ও থেসলির ন্যায় পর্ব্বতবৃন্দে পরিবেষ্টিত। থেসলি হইতে বিয়োসিয়ায় আসিবার যে কটীমাত্র সংকীর্ণ পথ আছে, তাহার নাম থার্ম্মপাইলি। বিয়োশিয়ার সমুদয় পর্ব্বত লোক্রীয়, ফোসীয় প্রভৃতি নানা জাতির বাসস্থান। ইহার পূর্ব্বভাগে আটিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্মুখে ইয়ুবিয়াদ্বীপ বিদ্যমান আছে; আর বিয়োশিয়ার পশ্চিম ভাগে ইটোলিয়া প্রদেশ।

পিলপনিসস্‌, অর্থাৎ পিলপস্‌-নামক রাজার দ্বীপ, একটী উপদ্বীপ মাত্র। ইহা গ্রীসের দক্ষিণে অবস্থিত; করিন্থযোজক, উত্তর গ্রীস্‌, আর পিলপনীসস্‌, এই দুই প্রদেশ পরস্পর সংযুক্ত করিতেছে। আর্কেডিয়া পর্ব্বতবৃন্দে এবং উপত্যকায় পরিপূর্ণ। এই দেশ পিলপনীসসের মধ্যস্থল ব্যাপিয়া আছে। আর্কেডিয়া, আর সমুদ্র, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে চতুঃ-

পার্শ্বে আর্গস, লেকোনিয়া, মেসীনিয়া, ইলিস্ এবং একিয়া নামক কয়েক প্রদেশ আছে।

স্পার্টা—লাইকর্গস্।

যে সমস্ত ডোরিকবিজয়ী লেকোনিয়া খণ্ডে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্পার্টান্ কহে। স্পার্টা লেকোনিয়ার রাজধানী, এজন্যই তাহারা স্পার্টান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর লেকোনিয়ার নামান্তর লেসিডিমোনিয়া বলিয়া তাহাদিগকে লেসিডিমোনিয়ান্ও কহে। তৎকালে লেকোনিয়া খণ্ডের শাসনকার্য্য হার্কিয়ুলিসের বংশসম্ভূত দুই জন রাজাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। একদা ঘটনাক্রমে দুই রাজার পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে একজন অন্যতরের প্রাণবধ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বিধবা মহিষী যে গর্ব্ভবতী ছিলেন, এ সংবাদ সর্ব্বসাধারণের অগোচর থাকাতে নিহত ভূপতির ভ্রাতা লাইকর্গস্কে রাজপদ সমর্পণ করা হয়। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারিল যে, রাজ্ঞী সসত্ত্বা আছেন। তখন লাইকর্গস্ প্রজাসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাজমহিষী যদি পুত্রসন্তান প্রসব করেন, তাহা হইলে সেই বালকই রাজপদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আমি কেবল অভিভাবকের ন্যায় রহিলাম। কিন্তু রাজমহিষী লাইকর্গসের নিকট গুপ্তভাবে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, গর্ব্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করুন্। লাইকর্গস অতি ধর্ম্মপরায়ণ

ছিলেন, সুতরাং এই প্রস্তাব অতি জঘন্য ও ঘৃণার্হ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তৎকালে রাণীর প্রস্তাবে মৌখিক অনুমোদন করা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাণী স্বয়ং নষ্ট না করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহা হইলেই ঐ শিশু যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা হইবে।

প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, লাইকর্গস কতকগুলি বিশ্বস্ত লোককে প্রহরীস্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়া এই আদেশ করিলেন, যদি পুত্রসন্তান হয়, তবে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তিনি যেখানে থাকেন, যেন সদ্যোজাত শিশুকে তাঁহার নিকট উপনীত করা হয়। এই আদেশ মতে, একদিন তিনি কতকগুলি প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া একত্র ভোজন করিতেছেন, এমন সময় সেই নব-প্রসূত বালককে আনিয়া নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বালককে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক স্পার্টার প্রজাবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, আজি আমাদের এক অভিনব রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন"। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে বালককে রাজসিংহাসনে বসাইলেন, এবং তাহার নাম করিলেয়স্, অর্থাৎ (লোকলোচনানন্দ,) রাখিলেন। অনন্তর তিনি ঐ অপ-গণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ থাকিয়া কিছুকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজমহিষীর কুটুম্ববর্গের সহিত বিবাদ হওয়াতে

এবং সেই সূত্রে তাঁহার শাসন সাধারণের মনোমত না হওয়াতে তিনি দেশান্তর দর্শন মানসে প্রবাস যাত্রা করিলেন।

তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে তদীয় জন্মভূমিতে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল ; এবং তাবৎ ব্যক্তি তাঁহাকেই সে সমস্ত নিবারণে সমর্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন কামনা করিতে লাগিল। বারংবার সংবাদ পাঠাইবাতে তিনি সম্মত হইলেন এবং শাসন-কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ সংশোধন করিবার সংকল্প করিয়া জন্মভূমির মুখ পুনর্ব্বার দর্শন করিলেন। ডেলফির মন্দিরে দেবসম্মতির প্রার্থনা করিলে, দেবাদেশ উচ্চা-রণে নিযুক্তা পূজয়িত্রী কহিয়াছিলেন যে, লাইকর্গস্ সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি অলৌকিক পুরুষ। তাঁহার সংকল্পিত তাবৎ বিষয়ে আপনাদেবের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তদনন্তর লাইকর্গস্ স্পার্টায় ফিরিয়া আসিয়া ত্রিশ জন পরমাত্মীয়কে আপনার অভিসন্ধি সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিয়া দিলেন, কল্য প্রাতে সকলে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হটচত্বরে উপস্থিত থাকিবে। তাঁহার অভিপ্রায় মতে তাহারা সকলেই তদ্রূপ করিল। তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিরাকৃত হওয়াতে লাইকর্গস্ অবাধে নিজ ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিতে পারিলেন।

লাইকর্গসের ব্যবস্থা।

ইতিপূর্ব্বে লোকোনিয়া প্রদেশে ভূম্যধিকার সম্পর্কে

বিষম বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। কেহ সুবিস্তৃত ভূমি সম্পত্তির স্বামী ছিলেন, কাহারো বা কিছুই ছিল না। এই কারণ বশতঃ অনেক অনর্থ ঘটনা হইত, লাইকর্গস্ তাহার নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন; এবং তদুদ্দেশে তাবৎ ব্যক্তির প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমি ছাড়িয়া দেয়। এই রূপে দেশের অশেষ ভূমিসম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত হইলে, তিনি তাহা কতিপয় সমান খণ্ডে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক অধিবাসীকে এক এক খণ্ড প্রদান করিলেন। কথিত আছে, এই বিধান কিছুকাল চলিলে পর একদা তিনি শরৎকালে পল্লীগ্রাম দিয়া আসিতেছিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিদান করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত শস্য শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সুনিয়মে ছেদন করা হইতেছে, এবং সকলেরই ভাগ সমান। তাহাতে তিনি কহিলেন, সম্প্রতি লেকোনিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন পাঁচ ভেয়ে এক খানি জমিদারি বাঁটিয়া লইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন লাইকর্গস্ জানিতেন যে, অধিক ধন থাকিলেই লোকে অলস এবং কুক্রিয়াসক্ত হয়; তদ্দ্বারা সমাজের অপকার ঘটে; এই নিমিত্ত তিনি সোণা রুপার মুদ্রা রহিত করিয়া দিয়া এক জনের হস্তে অধিক ধন সঞ্চিত হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত না থাকিলে কারকারবার চলিবার পক্ষে নানা অসুবিধা ঘটে, অতএব তিনি আদেশ করিলেন যে, লৌহময় মুদ্রা প্রচলিত হয়;

তাহা হইলে অনেক টাকা জমা না করিলে অত্যল্প মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারা যাইবেক না। আর যাহাতে টাকার দাম আরো কমিয়া যায়, সেই জন্য লোহাকে সির্কা নামক দ্রব দ্রব্যে ভিজাইয়া মুদ্রাগুলি যারপর নাই ভঙ্গুরপ্রকৃতি করিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থা নিবন্ধন স্পার্টাবাসী কোন ব্যক্তিকে ঋণ শোধ জন্য কাহারো নিকট টাকা লইয়া যাইতে হইলে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতে হইত, এবং সিন্দুক বা পেট্‌রার ভিতর টাকা না রাখিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইত।

লাইকর্গস্ আরো অনুমতি করিলেন যে, নিজ গৃহে ভোজন না করিয়া স্পার্টার যাবতীয় অধিবাসীকে নগরের প্রকাশ্য বড় দালানে সকলে মিলিয়া একত্র ভোজন করিতে হইবেক। এই [illegible] প্রতিদিন তথায় স্পার্টান্ যুবকেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া এবং শিশুরা আপন আপন পিতার সহিত একাসনে বসিয়া, আহার করিত। এক প্রকার মাংসযূষই প্রধান ভোজ্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাহা এমনি বিস্বাদ যে, একদা কোন রাজা স্পার্টাদেশীয় একজন পাচকের দ্বারা ঐ মাংসযূষ কিঞ্চিৎ প্রস্তুত করাইয়া আস্বাদন কালে মুখ বিকট করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেই পাচক কহিল, "মহারাজ! ইয়ুরোটাস্ নদীতে স্নান না করিলে এ খাদ্য ভাল লাগিবার নহে।" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে,

স্পার্টার লোকেরা উৎকটরূপ ব্যায়াম সেবা দ্বারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলে পর নগর-সন্নিহিত তটিনীতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক ক্ষুধা উদ্রিক্ত করিয়া লইত। সেই মুখে যাহা খাইত, সুস্বাদু লাগিত।

লাইকর্গসের মুখ্য অভিপ্রায় এই ছিল যে, স্পার্টাবাসীরা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইয়া জাতি সাধারণে সৈনিককার্য্যে সুপটু হইয়া উঠে। একারণ সুস্থ, শক্ত ও সমর্থ না হইলে সন্তান প্রতিপালিত হইতেন না।

সদ্যোজাত শিশুর গাত্র জল না দিয়া মদ দিয়া ধৌত করিয়া দিত। কেন না শিশু দুর্ব্বল হইলে মদের ঝাঁজেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিত। পরে যে স্থলে নগরের প্রাচীন লোকেরা বৈঠক করিয়া বসিতেন, তথায় ঐ শিশু আনীত ও পরীক্ষিত হইত। যদি তাঁহারা হাঁ বলিতেন, তবে লালন পালনের উদ্যোগ হইত; অন্যথা টেজিটন পর্ব্বতের কন্দরামধ্যে শিশুকে ফেলিয়া আসিত। বালিকাগুলিও যাহাতে বলিষ্ঠ ও সুস্থশরীর হইয়া বীরসূ হয়, তদুদ্দেশে তাহাদিগেরও বালকদিগের মত লালন পালন হইত। তাহাদিগকে দৌড় কুস্তি এবং অন্যান্য অঙ্গচালনা অভ্যাস করাইত; এবং তাহারা সময়ে সময়ে অনাবৃত প্রায় থাকিয়া পুরুষদিগের সঙ্গে লড়াই করিত; আবালবৃদ্ধ সকলে চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেন। কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে কেহ অনাদর বা হেয়জ্ঞান করিত না; বরং গ্রীসের আর

আর সকলস্থান অপেক্ষা স্পার্টার নারীরা সমধিক ধর্ম্ম-পরায়ণ ও আদরভাজন ছিলেন।

যুদ্ধে পারিপাট্যলাভের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার অঙ্গচালনা বাল্যকালাবধি সকলকে অভ্যাস করান হইত। শৈশবাবধি চৌরবিদ্যা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া লোকের জ্ঞান ছিল। এতদ্দ্বারা চৌর-বৃত্তির প্রতি উৎসাহদান বা সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে পাইত না; কারণ স্পার্টার লোকেরা জ্ঞান করিত যে, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এক গৃহ-স্থের স্বরূপ হইয়া আছে। সুতরাং পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি মাজার সামগ্রী হইতে আপন অংশ যেরূপে হউক গ্রহণ করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই; বরং পাঁচ জনের চক্ষে ধূলা দিয়া দ্রব্যসামগ্রী লাভ করিবার অভ্যাস করাতে তাহাদের চতুরতা শিক্ষা হইত; এবং সংগ্রাম কালে শত্রুকেও সেইরূপে প্রবঞ্চনা করিবার ক্ষমতা জন্মিত। ছোট ছোট বালকদিগকে খাবার সামগ্রী চুরি করিতে পাঠাইয়া দিত; তাহারাও বাগান হইতে বা সাধারণ ভোজনাগার হইতে যাহা কিছু পারিত, গোপনে সরাইয়া লইত। কিন্তু ধরা পড়িলে অচতুর বলিয়া বিলক্ষণ প্রহার ভোগ করিত। কথিত আছে যে, কোন বালক একটী শৃগালশাবক অপহরণ পূর্ব্বক আঙ্-রাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; এবং ধরা পড়ি-বার ভয়ে উহার আঁচড় কামড় খাইয়া প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল, তবু তাহা প্রকাশ করে নাই।

লেকোনিয়া-প্রদেশে হিলট্-নামক এক জাতি ইতরলোক বাস করিত, তাহারা স্পার্টা নগরের অধিবাসীদিগের ক্রীতদাসস্বরূপ ছিল। রাজ্যের সমস্ত কৃষিকর্ম্মের ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত ছিল। উহারা গ্রামে গ্রামে অংশীকৃত ক্ষেত্র সকলের সন্নিধানে বাস করিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত; এবং মালগুজারির স্বরূপ, কৃষিজ দ্রব্যের নির্দ্ধারিত অংশ স্বীয় স্বীয় প্রভুকে প্রদান করিত। হিলট্দিগের অবস্থা অতি হীন ছিল। স্পার্টাবাসীরা তাহাদিগের উপর যার পর নাই অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিত। কথিত আছে, পানদোষ যে কতদূর অহিতকর, জঘন্য ও হেয়, তাহা যুবা পুরুষদিগকে দেখাইবার জন্য হিলট্দিগকে সুরাপানে মত্ত করাইয়া মাৎলামি করান হইত। আর, পাছে তাহাদিগের সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়া আপনাদিগের কোন সঙ্কট ঘটায়, তন্নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে "হিলট্" মৃগয়া বলিয়া এক নিদারুণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিত। সেই ব্যাপার এইরূপে ইতিহাসে বর্ণিত আছে;—প্রতি বৎসর রাজপুরুষেরা উহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া বলিয়া দিতেন যে, হিলট্ হত্যায় প্রত্যবায় নাই। পরে তাঁহারা সাহসিক এবং সতর্ক দেখিয়া কতকগুলি যুবাপুরুষ নিযুক্ত করিয়া পল্লীগ্রামে প্রেরণ করিতেন। ইহাঁরা তরবারিহস্তে সমন্তাৎ পরিক্রমপূর্ব্বক স্থানে স্থানে লুক্কায়িত থাকিতেন; এবং সুযোগ দেখিলেই হিলট্দিগের প্রাণবধ করিতেন। সকল বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ

বিশ্বাসযোগ্য না হউক, গ্রামবাসীরা যে স্পার্টা-নগরের অধিবাসীদিগের ক্রূরতা নিবন্ধন ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন ভোগ করিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

এই সকল ব্যবস্থা সংঘটিত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বলবৎ করা হইলে, ব্যবস্থাপক লাইকর্গস্ একদা, রাজাকে, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ও আপামর সাধারণ তাবৎ প্রজাবর্গকে প্রকাশ্য স্থলে সংমিলিত করিয়া কহিলেন যে, "আরো কিছু কিছু নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে, তদর্থে ডেল্‌ফির দেবতার সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক; অতএব যাবৎ তাহা লইয়া আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তোমরা আমার সংস্থাপিত ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্ত করিবেনা বলিয়া, শপথ করিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে উল্লিখিত দেবালয়ে যাত্রা করি"। সকলে ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইলে, তিনি ডেল্‌ফিতে উপনীত হইয়া পূজয়িত্রীর প্রমুখাৎ অবগত হইলেন, আপলোদেব[১] তৎপ্রণীত শাসনপ্রণালীর সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন যে, যত দিন স্পার্টীয়েরা তাহা মানিবেক, তত দিন উহারা সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবেক। এই দৈববাণী তিনি জন্মভূমিতে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু অধিবাসীদিগকে চিরকালের নিমিত্ত বচনবদ্ধ রাখিবার আশয়ে আর তথায় প্রত্যাগমন করেন নাই।

---

১ আপলো সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কবিত্ব, সংগীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা সমস্তও তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মেসীনীয় সংগ্রাম।

পিলপনীসস্ উপদ্বীপ হস্তগত হইবার পর তিন শত বৎসর অতীত হইলে, মেসীনিয়ার সহিত স্পার্টার যে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধঘটনা হয়, তাহা মেসীনীয় সমর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

লেকোনিয়া ও মেসীনিয়া, এই উভয় রাজ্যের সীমাস্থলে আর্টিমিস, * অর্থাৎ চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এক মন্দির ছিল। দুই জাতি সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া দেবীর আরাধনা করিত। একদা কতিপয় স্পার্টাবাসিনী নারী আর্টিমিস্ দেবীর পর্ব্বাহ উপলক্ষে তদীয় মন্দিরে গমন করিলে, কয়েক জন মেসীনিয়াবাসী যুবা পুরুষ তাহাদের অপমান করে। স্পার্টার দুই রাজার অন্যতর সেই স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া

---

* লাটিন, অর্থাৎ রোমক জাতির ভাষাতে ইহাঁর নাম ডায়ানা। ইনি অপোলোদেবের সহোদরা, দেবরাজ জুয়সের কন্যা; যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া মৃগয়া করিয়া কালক্ষেপ করেন; এই নিমিত্ত কৌমারব্রত ইহাঁরই এক প্রকার আশ্রিত বলিলে বলা যায়। কৌমারব্রতধারিণী মনস্বিনী বীর্য্যবতী রমণীরা একান্তমনে ইহাঁর উপাসনা করিয়া থাকেন।

নিহত হন; সেই সকল স্ত্রীলোকরাও এই অপমান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করে। স্পার্টার পক্ষীয় ইতিহাস লেখকেরা এইরূপে মেসীনীয়দিগের উপর সমুদয় দোষ অর্পণ করিয়া যুদ্ধঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করেন।

কিন্তু মেসীনীয়েরা কহিত যে, তাহাদের দেশের কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবালয়ে যাইলে পর, স্পার্টার অধীশ্বর কতিপয় যুবা পুরুষকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া, এবং তাহাদের পরিচ্ছদের ভিতর এক এক অস্ত্র লুক্কায়িত করিয়া দিয়া ঐ সকল মাতব্বর ব্যক্তির প্রাণবধার্থ প্রেরণ করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাহা হইলেই চিরাভিলষিত মেসীনিয়া রাজ্য হস্তগত হইবেক। কিন্তু এই দুরভিসন্ধি ধরা পড়াতে মেসী-নীয়েরা স্পার্টার কুমারীবেশধারী যুবকদিগকে নিহত করিল। যাহা হউক, শুদ্ধ এই কারণে উপস্থিত সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। একদা এক জন ধনাঢ্য মেসীনীয় কোন স্পার্টাবাসীর ক্ষেত্রে কতকগুলি গাভী চরিতে পাঠান। কথা ছিল যে, ক্ষেত্রপতি খাজানা না লইয়া গোধন হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদির অংশ পাইবেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্পার্টাবাসী ভূস্বামী গাভী ও রাখাল সর্ব্বসমেত বিক্রয়পূর্ব্বক গোধনের অধিকারী মেসীনীয়কে আসিয়া কহিল যে, এক জন দস্যু আসিয়া গাভী হরণ করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সে যখন এই উপন্যাস শুনাইতেছিল, দৈবের কর্ম্মে ঠিক সেই সময়ে

তাহার বিক্রীত [২] এক জন রাখাল নূতন ক্রেতার নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। তখন স্পার্টাবাসী এইরূপে ধরা পড়িয়া সমস্ত স্বীকার করিল; এবং ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিল যে, আপনার পুত্রকে আমার সঙ্গে যদি আমার বাটীতে পাঠাইয়া দেন, তবে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ ফিরাইয়া দিব। সরলহৃদয় মেসীনীয় তাহাতে সম্মত হইয়া আপনার পুত্রকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দুরাত্মা স্পার্টাবাসী পথিমধ্যে সেই যুবকের প্রাণ-সংহার পূর্ব্বক পলায়ন করিল। স্পার্টার ধর্ম্মাধিকরণে ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিবার পর, কিছু ফলোদয় হইল না, দেখিয়া, উল্লিখিত মেসীনীয় এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, স্পার্টার লোক দেখিলেই বধ করিতে লাগিলেন। স্পার্টীয়েরা মেসীনিয়ার রাজার নিকট প্রার্থনা করিল যে, তাহাদিগের এই জাতিশত্রু তাহাদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া সমুচিত দণ্ডভাগী হয়। কিন্তু মেসীনীয়েরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। এইরূপে সেই গোধনহরণঘটিত বিবাদানল ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উভয়জাতীর বিগ্রহ ঘটনাতে পরিণত হইল।

স্পার্টীয়েরা দেবসাক্ষী শপথ করিল যে, " মেসী-

---

[২] পূর্ব্বকালে সকল দেশেই দাস দাসীর ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইতরলোকে সে সকল ব্যবসা করিয়া থাকে, তৎকালে ক্রীতদাসের দ্বারা তত্তাবৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া লওয়া হইত।

নিয়া নিঃশেষে হস্তগত না করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব না”। এইরূপ অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া তাহারা সহসা যাইয়া “সীমান্তবর্ত্তী গিরি-শিখরস্থ এক মেসীনীয় নগর হস্তগত করিল; এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের প্রাণসংহার পূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে সন্নিহিত জনপদে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া মেসীনীয়েরাও লেকোনিয়া প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক ইহার শোধ তুলিতে লাগিল; এবং এই অবসরে বিশেষ যত্নের সহিত যুদ্ধ-বিদ্যাও শিক্ষা করিতে লাগিল। যখন তাহাদের রাজা দেখিলেন যে, সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে, তখন বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং অনুচরগণ প্রাকার নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এক প্রান্তরে দুই সেনার দেখা হইলে, তাহারা পরস্পরাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া প্রান্তরমধ্যস্থ এক সুগভীর খাতের উভয় তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিল। বিশেষ কোন যুদ্ধাদি ঘটিল না। কেবল দুই দলের দুই শিবির হইতে কতকগুলি তুরগসোয়ার ও পদাতিসেনা যৎসামান্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নির্গত হইল; এবং বরাবর প্রান্তরের আর এক প্রান্তে যাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই অবসরে মেসীনীয়ার উল্লিখিত অনুচরগণ মেসীনীয় সেনার পূর্ব্বভাগে ও দুই পার্শ্বে এক প্রাকার নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিল; রাত্রি উপস্থিত হইলে

সম্মুখভাগেও তাহারা সেই প্রকার প্রাকার গড়িয়া তুলিল। স্পার্টীয়েরা এইরূপে বিপক্ষকে সুরক্ষিত অব স্থায় সংস্থাপিত দেখিয়া, তথায় উপস্থিত থাকা অপরামর্শ জ্ঞান করিয়া স্পার্টায় প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে মেসীনীয়দিগের আরো সাহস বৃদ্ধি হইল।

পর বৎসর স্পার্টীয়দিগকে পুনরাগমন করিতে হইল; কারণ কাপুরুষের ন্যায় গৃহে প্রতিগমন করাতে বৃদ্ধবর্গ তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে জয়শ্রী অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই রাত্রি হইয়া উঠাতে উভয় পক্ষকেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ফলিতার্থে মেসীনীয়দিগেরই পরাজয় সাব্যস্ত হওয়াতে, তাহারা নিম্নভূমিস্থ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া ইটোমি নামক গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথা হইতে দৈববাণী* নিমিত্ত লোক পাঠাইলে যখন সেই লোক ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন স্পার্টীয়েরা তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। সে বন্দীভাব অস্বীকার করাতে অস্ত্র প্রহার পূর্ব্বক তাহার বধসাধনে উদ্যত হইতেছিল, ইত্যবসরে "দৈববাণীর

* গ্রীসের স্থানে স্থানে যে সকল দেবালয় ছিল, তথা এক একটী অবিবাহিত বালিকা থাকিত। গ্রীকেরা ভাবিতেন যে, সেই বালিকারা প্রগাঢ়রূপে দেবতার ধ্যান করিবার সময় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যাহা কিছু উচ্চারণ করিবেক, তাহাই দেবতার সাক্ষাৎ আদেশ [illegible] হইবেক। [illegible] নাম দৈববাণী।

বাহককে ছাড়িয়া দাও ;” এই আকস্মিকী বাণী শ্রবণ-গোচর হইলে তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিল ; এবং সে ইটোমিতে যাইয়া দৈববাণী রাজসমক্ষে নিবেদন করিবার অব্যবহিত পরেই প্রাণত্যাগ করিল।

আরিষ্ট্‌ডীমস্‌।

আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ মেসীনিয়ার পূর্ব্বতন রাজা ইপিট-সের বংশসম্ভূত ছিলেন। ইহাঁর বৃত্তান্ত বর্ত্তমান সংগ্রা-মের অন্তর্গত একটী প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। এজন্য সেই বৃত্তান্তের সারসংগ্রহপূর্ব্বক নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। মেসীনীয়েরা এই সংগ্রামের অনুকূল কেমন মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক বিবেচনায়, কি করা উচিত, তাহা জানিবার জন্য ডেলফি্‌র দেবালয়ে লোক পাঠাইয়াছিল। তাহাতে দেবতারা এই আদেশ করেন যে, ইপিটসের বংশসম্ভূত কোন একটী অবিবাহিত কন্যাকে, সমরাধিদেবতাদিগের সন্তোষবিধানার্থ যদি বলিদান দিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় মেসী-নীয়দিগের জয় লাভ হইবেক। তাহারা দেবাদেশে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত ; এজন্য তাহারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইল ; এবং বলি-যোগ্যা রাজবংশীয় কোন কুমারী কন্যার স্থিরীকরণার্থ এই পরামর্শ করিল যে, গুটিকাপাত করিলে যাহার ভাগ্যে গুটিকা পড়িবেক, তাহাকেই বলিদান দিব। অন-ন্তর গুটিকাপাত করিয়া যাঁহার কুমারী কন্যার ভাগ্যে গুটিকা পতিত হইল। তিনি দুহিতার প্রাণ রক্ষার্থ,

কোন দৈবজ্ঞকে ৪ উৎকোচ স্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বারা এই প্রচার করাইলেন যে, কন্যা বাস্তবিক রাজ-বংশীয় নহে। দৈবজ্ঞ এইরূপ বলাতে সমাজমধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই সুযোগে কন্যার পিতা কন্যা লইয়া স্পার্টায় পলায়ন করিলেন।

সকলে জয়লাভে একান্ত হতাশ হইয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে এই দেশ-হিতৈষী আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ নামক রাজবংশীয় আর এক ব্যক্তি আসিয়া স্বীয়া কুমারী কন্যাকে বলিদান দিতে সম্মত হইয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল, সে নিজ প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে এই ঘোষণা করিয়া দিল যে, যাহাকে কুমারী জ্ঞানে বলিদান দিতে যাইতেছে, তাহার কুমারীভাব অনেক দিন নষ্ট হই-য়াছে। দুহিতার জাতি গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আরি-ষ্ট্‌ডীমস্‌ ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে হতভাগা সন্তানের প্রাণবধ করিলেন। তদ্দর্শনে দৈবজ্ঞ কহিল, আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ যে কার্য্য করিলেন, ইহাকে হত্যা কহে;

৪ যেরূপ এতদ্দেশে পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ শতানন্দ প্রভৃতি রাজ-পুরোহিতগণের পরামর্শ না লইয়া রাজারা কোন গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না, গ্রীসদেশে দৈবজ্ঞ নামে এক সম্প্রদায় লোক ছিলেন, যাঁহাদিগের পরামর্শ না লইয়া গ্রীকবাসীরা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। ইহারা যজ্ঞীয়পশুর অঙ্গচালনা অথবা পক্ষিবিশেষের গমনাগমন ইত্যাদি নিমিত্ত দর্শনে দেবতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন।

ইহা বলিদান নহে। অতএব অন্য কুমারী আনয়ন করিতে হইবেক। কিন্তু রাজা তাহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, আর অন্য কুমারীর প্রয়োজন নাই; ইহাতেই দেবতার আদেশ প্রতিপালন করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার উপর আর কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে মহাসাহসিক মেসীনিয়াধিপতি সংগ্রামে নিহত হইলেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছু না থাকায় মেসীনিয়ার রাজাসন শূন্য হইল। আরিষ্ট্‌ডীস্‌ এবং আর দুই জন তৎপদাকাঙ্ক্ষী হইলেন। কিন্তু দৈবজ্ঞেরা আরিষ্ট্‌ডীমসের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিল যে, কন্যাহত্যাপাতকের পাতকীকে রাজপদে অভিষিক্ত করা বৈধ নহে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে, আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ ব্যতীত আর কেহই রাজপদের যোগ্য পাত্র নাই, বিবেচনা করিয়া, দৈবজ্ঞের কথা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহাকেই রাজা করিল। উদারস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ব্যক্তিকে সুযোগ্য দেখিয়া সেনাপতিপদ প্রদান করিলেন। পরে স্পার্টার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেও জয় লাভ করিলেন।

আরিষ্ট্‌ডীমস্‌ দেশের সৌভাগ্য ফিরাইবার জন্য যত দূর চেষ্টা করিতে হয়, তাহার অণুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু বিধাতা বাম হওয়াতে সে সমস্ত বিফল হইল। তৎকালে মেসীনীয়ার পতনের পূর্ব্বসূচনা

স্বরূপ নানা দুর্নিমিত্ত ঘটিতে লাগিল। একদা আর্টি-মিস্‌ দেবীর হস্ত হইতে হঠাৎ ঢাল্‌ খসিয়া ভূতলে পতিত হইল; বলি দিবার নিমিত্ত যে সকল পশু দেবতা-দিগের নিকট আনীত হইতে লাগিল, তাহারা যজ্ঞবেদীতে মস্তকাঘাত করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। নগরে কুক্কুর সকল একত্র সমবেত হইয়া নিশা-কালে ভয়ঙ্কর চীৎকার করত, স্পার্টীয়শিবিরে গমন করিল। আরিষ্টডীমস্‌ পালঙ্কে নিদ্রা যাইতে যাইতে একদা এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন সশস্ত্রে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন; দেশের প্রথানুসারে ইতিপূর্ব্বে দেবো-দ্দেশে যে সমস্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্ত্র সকল যেন তাঁহার সম্মুখে বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে; এমন সময় সহসা তাঁহার নিহতকন্যা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া যেন বক্ষঃস্থলের ক্ষত দেখাইল; এবং সেই সকল নাড়ীভুঁড়ি পিতার সম্মুখ হইতে ফেলাইয়া দিয়া তদীয় অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গে শ্বেত পরিচ্ছদ ও মস্তকে সুবর্ণ মুকুট পরাইয়া দিল। আরিষ্টডীমস্‌ জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল স্মরণ করিয়া স্থির-চিত্তে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন; আজ আমি যেরূপ স্বপ্ন দেখিলাম, ইহাতো বিলক্ষণ অমঙ্গলসূচক; মেসীনীয়েরা শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তিদিগকে গোর দেয়; অতএব বোধ হয় আমার আর বিলম্ব নাই; আমাকে শীঘ্রই জীবলোক হইতে

অপসৃত হইতে হইবেক। হায়! আমা হইতে জন্মভূমির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইল না; কেবল নিজ দুহিতার প্রাণবধের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছিল। হায়; আমাকে ধিক্! এই দণ্ডেই আমার মরণ ভাল; এই বলিয়া বিলাপ করত অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

যিনি দেশরক্ষার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইতে-ছিলেন, মেসীনীয়েরা এক্ষণে তাঁহার বিরহে একবারে হতাশ হইল বটে, কিন্তু সাহসহীন হইল না; বরং সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া বারংবার যুদ্ধযাত্রা করত দেশরক্ষার্থে চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভস্মে আহুতিপ্রদানবৎ সমুদয় বিফল হইল। ক্রমে ক্রমে মেসীনীয়দিগের সেনাপতিরা সকলেই সমরশায়ী হইলে তাহারা অগত্যা শত্রুহস্তে ইটোমি সমর্পণ করিল, এবং দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক নানাস্থানী হইয়া পড়িল। যাহারা দেশে থাকিল, স্পার্টীয়েরা তাহা-দিগকে হিলট্‌দিগের তুল্যাবস্থ করিল। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৭২৪ প্রথম মেসীনীয় সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইল।

আরিষ্ট-মীনিসের কীর্ত্তিকলাপ।

ইহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল মেসীনীয়েরা স্পার্টার অধীন থাকে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করিবার সুযোগ না পাওয়াতে ক্রমাগত শত্রুদিগের হস্তে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহারা

সেই অসহ্য যাতনা আর সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া আপনাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। এই সময় তথায় আরিষ্ট্‌মীনিস্‌ নামে রাজবংশসম্ভূত এক জন বীরপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। এই পরমসাহসিক যুবাপুরুষ মেসীনীয়দিগের সৈনাপত্য গ্রহণ করিলে, তাহারা সংগ্রামে যাত্রা করিল। প্রথমে যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, তাহাতে আরিষ্ট্‌মীনিস্‌ অসাধারণ সাহসসহকারে বিলক্ষণ রণকৌশল প্রদর্শন করেন; কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। ইহাতে মেসীনীয়েরা নিরুৎসাহ না হইয়া বরং আরিষ্টমীনিসের সেই অলৌকিক সাহসিকতা দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধি দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমার রাজোপাধির প্রয়োজন নাই; আমি যেমন আছি, তেমনি থাকিতে পারিলে পরমাহ্লাদিত হই"।

অতঃপর তিনি যে অসংসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইতিহাসমধ্যে তাহার উল্লেখ করিলে তাহা অলীক বা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি একদা রজনীযোগে প্রচ্ছন্নভাবে স্পার্টা প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য মিনর্ব্বা দেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া আগমনের নিদর্শন স্বরূপ এক খানি ঢাল তথায় ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে এই লিখিয়া আসেন "আরিষ্ট্‌মীনিস্‌ বিপক্ষদলের মধ্য দিয়া মিনর্ব্বাদেবীকে এই উপহার প্রদান করিলেন"।

স্পার্টায়েরা মেসীনীয়দিগের এইরূপ অন্যান্য পুরুষকার দর্শনে ভীত হইয়া আপলোদেবের আজ্ঞা জানিবার জন্য ডেল্‌ফিতে লোক প্রেরণ করিলে পূজয়িত্রী এই উত্তর করেন যে, আথেন্স হইতে এক জন মন্ত্রণা দিবার লোক আনিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। অন্যথা ভদ্রস্থতা নাই। তদনুসারে স্পার্টায়েরা তদ্দণ্ডে আথেন্সে দূত পাঠাইয়া দিল। আথীনীয়েরা স্বদেশীয় কোন ব্যক্তিকে স্পার্টা পাঠাইতে নিতান্ত অসম্মত ছিল; কিন্তু দেবতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পাছে দেবতা ক্রুদ্ধ হন, এই ভয়ে এক জন অকর্ম্মণ্য খঞ্জকে পাঠাইয়া দিল। এই প্রেরিত ব্যক্তির নাম টির্টস্। তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা স্পার্টীয়দিগের নিরুৎসাহ চিত্তকে এত প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া পুনঃ পুনঃ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আরিষ্ট্মীনিস্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন, এবং জয়শ্রীবিভূষিত হইয়া মহাসমারোহে মেসীনীয়ায় প্রবিষ্ট হইলেন। পুরবাসিনী কামিনীরা তাঁহার জয়লাভ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া রাজপথে পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করত তদীয় অবদান সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

অনন্তর আর একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও মেসীনীয়েরা জয়লাভ করে। তৎকালে স্পার্টায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তথাকার স্ত্রীলোকেরা দেব-

তার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ সময়ে সময়ে তথায় গমন করিয়া নৃত্যগীতাদি করিত। একদা কতকগুলি স্পার্টীয় কুমারী আর্টিমিস্‌ দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া নৃত্যগীতাদি করিতেছিল। ইহা জানিতে পারিয়া আরিষ্টমীনিস্‌ প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগকে হরণ করিয়া পলায়ন করেন। পথে রাত্রি উপস্থিত হইলে মেসীনীয়ার কোন পল্লীগ্রামে এক গৃহস্থের ভবনে বাসা লয়েন। সেই স্থানে তাঁহার সমভিব্যাহারী কতকগুলি লোক মদ্যপানে মত্ত হইয়া কুমারীদিগের সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে আরিষ্টমীনিস্‌ তাহাদিগকে নিষেধ করেন; কিন্তু সেই উন্মত্তেরা কিছুতেই তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যখন ঐ গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুনরুদ্যুক্ত হইল, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দুরাত্মাদিগের কয়েক জনকে স্বহস্তে নিহত করিলেন। তদনন্তর কুমারীদিগকে তাহাদের পিতামাতার নিকট পঁহুছিয়া দিয়া তাহাদের উদ্ধার-মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি আর একবার ঐরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাদের অপহরণ করিতে যান, সেই অবলারা আত্মরক্ষার্থ প্রচুর সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক লুক্কায়িত অস্ত্র দ্বারা তৎসহচরবর্গকে হতাহত ও দূরীকৃত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু দেবযাজিকা তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া একদা রাত্রিযোগে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, তিনি

পলায়ন করিলেন। অবশেষে পূজয়িত্রী আপনার দোষ কাটাইবার জন্য এই কথা বলিলেন যে, তিনি আপনিই বন্ধন খুলিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহার সহিত স্পার্টীয়দের আর একটী মহান্ সংগাম উপস্থিত হয়। এই সংগ্রামে যে এক জন আর্কেডীয় সেনাপতি মেসীনীয় সেনার অধিনায়ক ছিলেন, স্পার্টীয়েরা উক্ত সেনাপতিকে উৎকোচ দান দ্বারা নিরস্ত রাখিয়া সংগ্রামে জয় লাভ করে। এই যুদ্ধে পরাজয় হইলে আরিষ্ট্‌মীনিস্ মেসীনীয়দিগকে পূর্ব্বপুরুষ চরিত বর্ত্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "এখন এমন কোন অপ্রধৃষ্য স্থান আশ্রয় করিতে হইবেক যে, তথায় থাকিয়া শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারা যায়, অথচ আপনাদের কোন অনিষ্ট না ঘটে; তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই"। সকলে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষাধিষ্ঠিত ইটোমিগিরি আশ্রয় না করিয়া আয়িরা-নামক একটী পর্ব্বত আশ্রয় করিল। এই গিরি প্রায় সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহার পাদদেশে নীডা নদী প্রবাহিত হইতেছে।

আরিষ্ট্‌মীনিস্ সৈন্যমধ্য হইতে তিন শত সমরকুশল সৈন্য বাছিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অধিবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে এই হইল যে, স্পার্টীয়দিগের কৃষিকর্ম্ম একবারেই বন্ধ হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়া অবশেষে

আহারাভাবে স্পার্টীয়দিগের অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল।

আরিস্‌টমীনিস্‌ এইরূপে স্পার্টার আসন্নবর্ত্তী স্থান সমস্ত আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান আক্রমণ ও লুঠ করিতে থাকেন; একদা এইরূপ এক ব্যাপারে বহির্গত হইয়া হঠাৎ একদল স্পার্টীয়ের সম্মুখে পতিত ও পঞ্চাশত অনুচরের সহিত বন্দীকৃত হইয়া স্পার্টায় নীত হইলেন। তথায় রাজাজ্ঞানুসারে সকলে একটা গভীর গুহায় নিক্ষিপ্ত হইলেন। পড়িবামাত্র আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিল; কেবল আরিস্‌টমীনিস্‌ ভাগ্যে ভাগ্যে জীবিত রহিলেন। প্রবাদ আছে, যে সময় তাঁহাকে ফেলাইয়া দেয়, সেই সময় এক বাজপক্ষী আসিয়া পক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আস্তে আস্তে গুহার তলায় লইয়া যায়, এজন্য তাঁহাকে আঘাত লাগে নাই। তিনি নিজ বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ শরীর আচ্ছাদিত করিয়া সহিষ্ণুতা সহকারে মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন; এবং অনাহারেই প্রাণবিয়োগ হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দুই দিবস অতীত হয়। তৃতীয় দিবসে একটা শব্দ হঠাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি মুখের কাপড় খুলিবামাত্র একটী শৃগাল দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করেন, "এই শৃগাল নরমাংস খাইতে আসিয়াছে, অতএব বহির্গমনের কোন পথ থাকিবেক। অতএব ইহার অনুসরণ করিলে আমিও বহির্গত হইতে পারিব"। এই স্থির

করিয়া তুষ্ণীংভাবে থাকিলে, যখন শৃগাল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়, তিনি অমনি তাহার লেজ ধরিয়া ফেলেন। শৃগাল ভয়ে দৌড়িতে আরম্ভ করে। তিনিও লাঙ্গুলধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে একটী সুরঙ্গের মধ্য দিয়া আলোক দেখিতে পান। সেই সুরঙ্গ দ্বারা শৃগাল সর্ব্বদা গুহার মধ্যে যাতায়াত করিত। তিনি ঐ গর্ত্ত প্রশস্ত করিয়া তদ্দ্বারা বহিরাগমনপূর্ব্বক আয়িরায়উপস্থিত হন। এদিকে আরিস্টমীনিস্ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছেন, এই সংবাদ স্পার্টীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা ভ ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কিয়ৎকালের জন্য উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি হয়। সেই সময় আরিস্টমিনিস্ একদা বিনা অস্ত্রে আয়িরা পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দৈবাৎ স্পার্টীয়দিগের ভৃতিগ্রাহী সাত জন ক্রীটীয় তীরন্দাজের সম্মুখে পতিত হন। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তদ্দণ্ডে ধনুর্গুণ দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং সুসংবাদ দিবার নিমিত্ত দুইজনকে অগ্রে স্পার্টা প্রেরণ করিল। অবশিষ্টেরা তাঁহাকে লইয়া গমন করত পথে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে কোন এক বিধবার কুটীরে বাসা লইল। যাহার কুটীরে বাসা লইল, তাহার এক কন্যা ছিল। ইহার পূর্ব্বরাত্রে সেই বালিকা এই স্বপ্ন দেখে, যেন কতকগুলি ব্যাঘ্র নখরহীন এক সিংহকে বান্ধিয়া আনিয়া

তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল; সে যেন সিংহকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে নখ প্রদান করিল। সিংহ নখাস্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র ব্যাঘ্রদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কন্যা বিবেচনা করিল, "গত কল্য যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অনেকাংশই সত্য হইয়াছে; এক্ষণে তাহার অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই।" এই বলিয়া আরিস্‌টমীনিসের রক্ষী পুরুষদিগকে অতিমাত্র মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে অচেতন ও নিরস্ত্র করিল; এবং তরবারি দ্বারা আরিস্‌টমীনিসের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। তখন আরিস্‌টমীনিস্ সেই তরবারি দ্বারা শত্রুদিগকে নিহত করিলেন, এবং প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিলেন।

আয়িরাদুর্গ পরহস্তগত।

এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরে আরিস্‌টমীনিস্ একজন দৈবজ্ঞ সমভিব্যাহারে ডেলফি গমন পূর্ব্বক নিবেদন জানাইলে দেবীর এই আদেশ হইল, যখন মদ্দা ছাগলে আসিয়া নীডা নদীর জল পান করিবে, তখন মেসীনীয়ার সর্ব্বনাশ হইবে। আরিস্‌টমীনিস্ এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারিয়া তৎকালে ফিরিয়া আসিলেন। যখন আয়িরা দুর্গ দশ বৎসর কাল শত্রুদিগের দ্বারা অবরোধ করা হইয়াছে, তখন একদা সেই দৈবজ্ঞ নীডা নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে

করিতে নদীতীরবর্ত্তী একটী বন্য উডুম্বর বৃক্ষের শাখা সকল জলে নিমগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া বিবেচনা করিল, মেসীনীয় ভাষাতে এই তরুর নাম মদ্দা ছাগল; অতএব ইতিপূর্ব্বে যে দৈববাণী হয়, বোধ হয এত দিনে তাহাই সম্পন্ন হইল। এই স্থির করিয়া আরিস্‌টমীনিস্‌কে গোপনে সেই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষ দেখাইল। তদ্দর্শনে আরিস্‌টমীনিস্ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যখন দেবাদেশ সত্য হইল, তখন জন্মভূমি মেসীনিয়া এই বার বিধ্বংসিত হইল।

ঈরা মেসীনীয়দিগের চরম দুর্গ। এই দুর্গ শুদ্ধ আরিস্‌টমীনিসের যৎপরোনাস্তি ঐকান্তিক অধ্যবসায় দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল রক্ষিত থাকিয়া অবশেষে যেরূপে ইহার পতন হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

এক জন স্পার্টীয় ক্রীতদাসের সহিত কোন মেসীনীয় প্রহরীর বনিতার প্রসক্তি ছিল। যখন প্রহরী কার্য্যে যাইত, সেই অবসরে ঐ ক্রীতদাস সেই কামিনীর নিকট গতায়াত করিত। কিছু দিন এইরূপ হইলে দৈবাৎ একদ রাত্রিযোগে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিবিড় অন্ধকারে কোলের মানুষও চিনিতে পারা যায় নাই। এই দিবস আরিস্‌টমীনিস্ অস্ত্রাঘাতনিবন্ধন অতিশয় পীড়িত ছিলেন। এজন্য যাবতীয় প্রহরিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া এই পরামর্শ করিল যে, এরূপ ঘোরতর বৃষ্টির সময় স্পার্টীয়দিগের আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই

নাই। অতএব এখন গৃহে যাইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এই যুক্তি স্থির করিয়া যাবতীয় দুর্গরক্ষক চৌকী ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। মেসীনীয় মহিলা উপপতিকে লইয়া স্বভবনে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, এমন সময় তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ স্বামীকে উপস্থিত দেখিয়া ঐ দুশ্চারিণী উপপতিকে কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং স্বামীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চৌকী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রহরী যেরূপে দুর্গ অরক্ষিত রাখিয়া আসিয়াছে সমস্ত বর্ণন করিল।

অনন্তর সেই দাস সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দপদ সঞ্চারে গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে স্পার্টীয় শিবিরে উপস্থিত হইল এবং সেনাপতিকে যথাশ্রুত নিবেদন করিল। সেনাপতি, এমন সুযোগ আর হইবেনা, বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন, এবং শূন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া অবাধে দুর্গ অধিকার করিলেন।

মেসীনীয়েরা তখনও কিছুই জানিতে পারে নাই। যখন দুর্গস্থ কুক্কুরগণ ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন মেসীনীয়েরা জানিতে পারিল, যে বিপক্ষেরা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তখন আর প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা না করিয়া সে রাত্রি অমনি চপ্ করিয়া থাকিল। পর দিবস প্রভাতসময়ে কি স্ত্রী,

কি পুরুষ, সকলেই আপন আপন অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া, "হয় আজ শত্রুজয় করিব, নয় দেশের সহিত উৎসন্ন যাইব;" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এদিকেও ঘোরতর বৃষ্টি এবং নেত্রপ্রতিঘাতিনী বিদ্যুতের সহিত ঘনঘটার ঘোরতর গভীরগর্জ্জনে কর্ণকুহর বধিরীকৃত হইতে লাগিল। তথাপি সমরানল নির্ব্বাপিত হইল না। ক্রমাগত দুই দিবস কাল দিবারাত্রের মধ্যে এক দণ্ডের জন্যও বিশ্রাম হয় নাই।

তৃতীয় দিবসে মেসীনীয়দিগকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আরিষ্টমীনিস্ আয়িরা রক্ষার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, এবং কতকগুলি সৈন্যে ব্যূহরচনা করিয়া যাবতীয় অবরোধ এবং বালকদিগকে তাহার মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক শত্রুসন্নিধানে বহির্গমনের পথ প্রার্থনা করিলেন। স্পার্টীয়েরা অবাধে তাঁহার পথ প্রদান করিলে তিনি প্রস্থান করিলেন। প্রায় অনেকেই আয়িরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে প্রস্থান করিল। খৃঃ পূঃ ৬৬৮ দ্বিতীয় সংগ্রাম শেষ হইল।

এই সকল পলাতকের অধিকাংশ লোকেই আর্কেডিয়াভিমুখে ধাবমান হইয়া তৎ তৎ স্থান আশ্রয় করিল। অবশিষ্টেরা সিসিলি যাইয়া তথায় বসতি করিল। সিসিলিতে মেসীনীয়দিগের প্রতিষ্ঠাপিত মেসীনা নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আরিস্ট

মীনিস্‌ আর্কেডিয়ায় থাকিয়া স্পার্টীয়দিগের অনিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল। কিছু-দিন পরে রোডস্‌দ্বীপের রাজকুমার দৈববাণী প্রণোদিত হইয়া বীরাগ্রণী আরিষ্ট্‌মীনিসের দুহিতার পাণি-গ্রহণ করিলে তিনি তথায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিলেন।

অথ্রায়েডিস্‌।

এইরূপে স্পার্টাবাসীরা সমস্ত মেসীনিয়ার অধীশ্বর হইয়া স্পার্টার অপর পার্শ্ববর্ত্তী আর্গস্‌বাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। স্পার্টা এবং আর্গস্‌ উভ-য়ের মধ্যস্থলে টাইরিয়া-নামক একটী প্রদেশ আছে। এই প্রদেশ লইয়া বহুকালাবধি দুই জাতির ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে ছিল। একদা স্পার্টীয়-সেনাপতি অথ্রায়েডিস্‌ কিয়দংশ সৈন্যসমভিব্যাহারে এই দেশে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে যুদ্ধের উপক্রম হইলে আপসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, উভয়পক্ষেই তিন শত করিয়া সৈন্য বাছিয়া লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবেক, তাহাতে যে পক্ষের জয়লাভ হইবেক, টাইরিয়া তাহা-দেরই সম্পত্তি হইবেক। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে ছয়শত সৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং যুদ্ধাবসানে আর্গসবাসী দিগের দুইজন এবং স্পার্টীয়দিগের সেনাপতি একাকী মাত্র জীবিত রহিলেন; আর সকলেই সমরশায়ী হইল। আর্গস্‌বাসী দুই জন বিজয়সংবাদ দিবার জন্য রাত্রি-

যোগেই গৃহ প্রস্থান করিল। কিন্তু স্পার্টীয় সেনাপতি অথ্রায়েডিস্ মৃত আর্গিব* দিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধাবারে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে সকলে একত্র হইলে কোন্ পক্ষের জয়, এই লইয়া মহানূগোলযোগ উপস্থিত হইল। আর্গিবেরা, যুদ্ধাবসানে তাহাদের দুই জন জীবিত আছে, এই বলিয়া জয়শ্রীর প্রার্থী হইল। এদিকে স্পার্টীয়েরা তাহাদের সেনাপতি রণভূমি পরিত্যাগ করেন নাই; অতএব তাহাদেরই জয় এই বলিয়া বিতণ্ডা করিতে লাগিল। অবশেষে এই গোলযোগ একটী সাধারণ সংগ্রামে পরিণত হইলে স্পার্টীয়েরা জয়লাভ করিল। অথ্রায়েডিস্ সঙ্গি যোদ্ধারা সকলেই মরিয়াছে, আমি একাকী জীবিত আছি, এই ঘৃণাতে যুদ্ধাবসানে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আথীনীয় শাসন-প্রণালী।

স্পার্টার প্রতিপক্ষ আথেন্সের বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার শাসনপ্রণালী-ঘটিত কিছু কিছু বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।

---

* গ্রীক্ভাষাতে আর্গস্ এই শব্দ হইতে আর্গিব এই বিশেষণ পদ সিদ্ধ হয়, যেমন বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালি।

স্পার্টার ন্যায় আথেন্সের শাসন-প্রণালীর ঘোরতর বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান হইলে, আথেন্স্‌বাসীরা তন্নিবারণার্থ, যোগ্য জ্ঞানে (খৃঃ পূঃ ৫৯৪) সোলনকে আর্কন্‌-পদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্যমধ্যে নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান করিল। সোলন, যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে বর্ত্তমান গোলযোগ নিবারণ হয়; অথচ সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট হইয়া অক্লেশে যাহা প্রতিপালন করিতে পারে; এরূপ যে অভিনব ব্যবস্থাবলী প্রণীত করিলেন, তাহা লাইকর্গস্‌ প্রণীত বিধানমালা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অর্থাৎ তিনি আটিকা প্রদেশে স্পার্টার ন্যায় ভূমির সমান বিভাগ, হিলট্‌জাতির ব্যবস্থা বা সাধারণে মিলিয়া একত্র ভোজন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রচলিত করেন নাই। তিনি নিতান্ত দীন দুঃখীদিগের প্রতি সানুকূল হইয়া তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিয়াদিলেন; এবং শরীর বা ভূমি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণপদ্ধতি একেবারে রহিত করিয়াদিলেন। টাকার মূল্য কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়া দিয়া ঋণকর্ত্তাদিগের অধিক শুদদিবার কষ্ট নিবারণ করিলেন; অথচ মহাজনদিগেরও তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইল না; এবং নামমাত্রে তাহাদের ধনবৃদ্ধি হইল।

অতঃপর তিনি হত্যাবিধি ভিন্ন ড্রেকোপ্রণীত সমস্ত ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলেন। বিচারাধ্যক্ষতাও রাজ্যের অন্যান্য কর্ম্মের ভার ধনীদিগের উপর সমর্পণ করি-

লেন। নগরবাসী দিগের আয় ও সম্পত্তি অনুসারে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমশ্রেণীস্থ লোকদিগকে আর্কন্‌প্রভৃতি উচ্চপদ লাভের যোগ্যতা প্রদান করিলেন; দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ লোকদিগকে সংগ্রাম সম্পর্কীয় তুরগসাদীর, এবং তৃতীয় শ্রেণীস্থ দিগকে অস্ত্রধারী পদাতি সৈন্যের পদলাভের যোগ্যতা প্রদান করিলেন; এবং চতুর্থশ্রেণীস্থ লোকদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে এই ক্ষমতা প্রদান করিলেন যে, তাহারা লোকদিগের প্রকাশ্য মহাসভায় সভ্য হইয়া সকল বিষয়ে আপন আপন সম্মতি প্রদান করিতে পারিবেক। ইহাতে লোকদিগের ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে; কেননা আথেন্সে এই নিয়ম ছিল যে, বিচারকর্ত্তারা কোন বিষয় নিস্পত্তি করিলে, তাহা প্রকাশ্য লোক-সভায় পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরিত হইত; সুতরাং ঐ সভার শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তন্নিবারণার্থ[১] আরিয়পেগস্‌-নামক বিচার সভার উপর কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণ পূর্ব্বক লোকদিগের শক্তি সংযত করিলেন। এতদ্ভিন্ন চারিশত সভ্যে আর একটী মন্ত্রণা সভা সংস্থাপিত করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে

১ আরিসংনামক পর্ব্বতের উন্নত প্রদেশে এই সভা সংস্থাপিত ছিল, একারণ উহার নাম আরিয়পেগস্‌ হইয়াছিল; কেহ বলেন এই সভা সোলন প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এই সভা সোলনের সময়ের অনেক পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে, লোকদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়াই তদীয় ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এতদ্ভিন্ন তিনি আরো কতকগুলি স্থনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। লোকেরা স্বার্থপর না হইয়া দেশ-হিতৈষী হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি আজ্ঞা করিলেন, রাজ্য-মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে, যদি কেহ এক পক্ষের সাহায্য না করে, তবে তাহাকে নির্ব্বাসিত করা যাইবেক। ইহাও আদেশ করিলেন যে, কাহার ক্ষতি বা অপমান হইলে তৎপক্ষ আশ্রয় করিতে হইবেক। নিঃসন্তান ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন বিষয় দান বিক্রয় করিতে পারিবেক। সকলে পরিশ্রমী হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি আদেশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিবেক, ইহা সপ্রমাণ হইলে, তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান হইবেক। যদি পিতা পুত্রকে কোনরূপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত না করেন, তবে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র পিতাকে প্রতিপালন করিতে পারিবেক না, ইহাও আদেশ করিলেন। সোলন আরো আজ্ঞা করিলেন, যে কেহ প্রকাশ্যে কাহার গ্লানি বা তিরস্কার করিতে পারিবেক না। স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা বিষয়ে তাঁহার এরূপ কঠোর আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি সতীত্ব নষ্ট করিয়া ধরা পড়িবেক, তাহার প্রাণদণ্ড হই-হইবেক। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরিত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ দণ্ডস্বরূপ দিতে হইত। ফলতঃ সোলনের

শাসনকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমেরিকার ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের ন্যায় আথেন্সের সমস্ত রাজকার্য্য সাধারণ লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত।

সালামিস-বিজয়।

আথেন্সের ব্যবস্থাপক মহোদয় সোলন কোড্রসের বংশসম্ভূত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা এবং কবিতারচনা বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল; এমন কি তাঁহার কতকগুলি কবিতা অদ্যাপি লোক-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া পাঠকবর্গের পরম সন্তোষ বিধান করিতেছে; বোধ হয়, যতকাল বিদ্যার আদর ও অনুশীলন থাকিবেক, ততকাল সকলেই সমাদর-পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন। অধিক কি বলিব, গ্রীস-দেশের সাত জন ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিতের মধ্যে সোলন এক জন। তিনি সৈনিক-কার্য্যে ও রাজনীতি-বিষয়েও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। যে দুইটী কার্য্য দ্বারা তাঁহার উক্ত পারদর্শিতা জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আটিকা এবং করিন্থ-যোজকের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ ভূভাগের অধিবাসীদিগকে মাগেরিয়ান্ কহে। সালামিস্ দ্বীপ লইয়া মাগেরীয়দিগের সহিত আথীনীয়দিগের বহুকালাবধি ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; বরং সমরানল প্রজ্জ্বলিত থাকায় আথীনীয়-

দিগেরই বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল; এজন্য আথী-নীয়েরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া আথেন্সমধ্যে এই আইন প্রচারিত করিল যে, অতঃপর যে ব্যক্তি সালামিস্ দ্বীপ জয়ের কথা পুনর্ব্বার মুখে আনিবেক, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক। সোলন স্বদেশের এই অসম্মান দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দেশীয় যুবকগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আন্তরিক নিতান্ত উৎসুক আছে; কিন্তু প্রাণভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না; ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অভিপ্রায় সাধনের জন্য মনে মনে যে কৌশল কল্পনা করিলেন তাহা এই ঃ—সোলন ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এই কথা প্রকাশ্যে প্রচার করিয়া দিয়া, তিনি কিছু দিন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না, এবং এই অবসরে সালামিসের বৃত্তান্ত ঘটিত কতকগুলি কবিতারচনায় মনোনিবেশ করিলেন। রাত্রিন্দিব পরিশ্রম দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ও কণ্ঠস্থ করিয়া একদা একটা নাইটকাপের টুপি মাথায় ক্ষিপ্তবেশে সহসা রাজপথে বহির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে যাবতীয় লোক বিস্মিত ও তাঁহার নিকট উপস্থি হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইল, সোলন প্রস্তরময় একটী উন্নত বেদিকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্বপ্রণীত কবিতাবলী করুণ ও গদ গদ স্বরে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া সোলনের বন্ধুগণ তদীয় কবিত্বশক্তির ভূরি ভূরি প্রশংসা করত নাগরবাসী লোকদিগকে সেই

মত কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, আথেন্সবাসী সমস্ত লোক তাঁহার মতানুরূপ কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বতন আইন রহিত করিয়া দিল; এবং সমরযাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধের সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার সোলনের হস্তে সমর্পণ করিল।

সোলনের উপর এই ভার সমর্পিত হইলে, তিনি সসৈন্যে সালামিস্‌বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন, এবং ঐ দ্বীপের বিপরীত উপকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আথীনীয় মহিলাগণ তথায় ডেমিটর্[১]-দেবীর মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। পরে তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া সালামিস্ দ্বীপে একজন লোক পাঠাইয়া, দ্বীপবাসীদিগকে যেরূপ বলিতে হইবেক, তাহা বলিয়া দিলেন। প্রেরিত ব্যক্তি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মাগেরীয়দিগকে বলিল "আমি আথেন্স্ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, যদি তোমাদের আথীনীয়দিগকে স্ববশে আনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি যাইবা মাত্র তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিব; কারণ কতকগুলি আথীনীয় প্রধান প্রধান যুবতী কোন স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, আমার সঙ্গে

১ আমাদিগের দেশে যেমন কমলা, গ্রীক্‌দিগের তেমনি ডেমিটর্ দেবী শস্যাধি দেবতা। ইঁহার কৃপায় মেদিনী শস্যপূর্ণ হয়েন।

তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে।” তাহার এই কথা শুনিয়া মাগেরীয়েরা পোতারোহণপূর্ব্বক তদ্দণ্ডে যাত্রা করিল। এদিকে সোলনও প্রস্তুত ছিলেন; শত্রুদিগকে আগত প্রায় দেখিয়া, যুবতীদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; এবং কতকগুলি যুবককে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বস্ত্রমধ্যে এক এক অস্ত্র লুক্কায়িত করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, (যতক্ষণ না শত্রুরা আসিয়া তীরে অবরূঢ় হয়, ততক্ষণ তোমরা নৃত্যগীতাদি করিতে থাক)। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। মাগেরীয়েরা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া যেমন তাহাদিগকে ধরিতে গেল, অমনি সোলনের ষড়্‌যন্ত্রে পতিত হইয়া স্ত্রীবেশধারী যুবকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। পরে আথীনীয়েরা সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দ্বীপ অধিকার করিল।

ক্রীসীয় সমর।

এই বিজয়ের কিছু দিন পরে সোলন আর একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। ক্রীসার অধিবাসীরা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তন্নিবারণার্থ গ্রীসে যে এক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা ধর্ম্ম সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রামে সমস্ত গ্রীস্‌ একেবারে উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়া উঠে। যে কারণে এই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা এইঃ—ডেল্‌ফির ধর্ম্মক্ষেত্র সমুদ্রতীর হইতে অধিক দূর নহে, এজন্য ইয়ু-

রোপের অধিকাংশ যাত্রী জলপথে আসিয়া ক্রীসার বন্দরে উত্তীর্ণ হইত; এবং ক্রীসার অভ্যন্তর দিয়া ডেল্‌ফি যাত্রা করিত। ক্রীসীয়েরা প্রথম প্রথম তাহা-দিগের নিকট হইতে কিছু কিছু কর লইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাহাদের উপর গুরুতর কর সংস্থাপিত করিলে, ডেল্‌ফির যাত্রী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। ডেল্‌ফিবাসীরা ক্রীসীয়দিগের এই অত্যাচার গ্রীসের আম্ফিকটিয়নীয় ৩ সাধারণ সভায়, আবেদন করিলে, সভ্যমণ্ডলীর এই আদেশ হইল যে, যাত্রীগণ বিনা শুল্কে ক্রীসার অভ্যন্তর দিয়া ডেল্‌ফির দেবালয়ে গতি বিধি করিতে পারিবেক; তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। সভার এই আদেশ ক্রীসীয়দিগের কর্ণগোচর করিলে, তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিল; এবং ডেল্‌ফি লুণ্ঠনে কৃতসংকল্প হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন করিল। সেই পাপাত্মারা শুদ্ধ তাহাতেই যে সন্তুষ্ট রহিল এমত নহে, পরন্তু তত্রত্য ধনাগারস্বরূপ সেই দেবালয় পর্য্যন্ত লুট করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকেও হতাহত করিতে আরম্ভ করিল।

ইহা শুনিয়া আথেন্স্ সমাজের প্রতিনিধি পরম

---

৩ প্রাচীন গ্রীকদিগের সাধারণ সভা আম্ফিকটিয়ন নামক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাপিত বলিয়া উহা আম্ফিক্‌টিয়নীয় সভা বলিয়া খ্যাত।

ধার্ম্মিক সোলন, যার পর নাই কুপিত হইয়া সেই পাপাত্মাদিগের দমনে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং আম্ফিকটিয়নীয়-সভায় উপস্থিত হইয়া ক্রীসীয়দিগের অত্যাচার সকল বর্ণনপূর্ব্বক তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর তদ্বিষয়ে সভাষদগণের মত হইল ;পরে ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচারিত করা হইলে, এবং সমস্ত প্রদেশ হইতে সৈন্য আসিয়া আথীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইলে, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ক্রীসীয়েরা দশ বৎসর কাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলে, তাহাদের অনেকেই নিহত হইল, কতক বা বিক্রীত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

এইরূপে ধর্ম্মসংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে, সোলন আথীনীদিগকে আহ্বান করিয়া এই পরামর্শ দিলেন যে, আজ অবধি ক্রীসা প্রদেশ দেবতার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হউক, এবং সকলে শপথ করিয়া বলুন যে, কোন ব্যক্তিই সেস্থানে কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিবেন না। সকলে তাঁহার মতেই মত দিলেন, এবং সেই অবধি সেই স্থান দেবস্বমধ্যে পরিগণিত হইল।

ঠিক এই সময় আথীনীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষতা ভার সোলনের উপর সমার্পিত হয়। তিনি সমস্ত বিধানমালা লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, “আমি সংপ্রতি যে

নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম, তাহা অন্যান্য নিয়মাবলীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হউক বা না হউক, আথীনীয়দিগের পক্ষে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরম মঙ্গলকর হইবেক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার অতিশয় দেশভ্রমণেচ্ছা হইয়াছে, এজন্য দশবৎসরের অনুমতি প্রার্থনা করি, আর তাহার সঙ্গে আমার ইহাও প্রার্থনীয় যে, আমি যে পর্য্যন্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া না আসিব, ততদিন কেহ মৎপ্রণীত নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক না”। তাঁহার এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া তদীয় বিধানমালার যথা-বদনুপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি আথেন্স্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; এবং সেই প্রসিদ্ধ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, তথা হইতে সার্ডিস্ অবলোকনে যাত্রা করিলেন। সার্ডিস্ আসিয়ার অন্তঃপাতী লীডিয়ানামক রাজ্যের রাজধানী। তৎকালে ক্রীসস্ তথাকার সম্রাট্ ছিলেন। প্রথিত আছে লীডিয়াধিপতি ক্রীসস্ তদানীন্তন যাবতীয় আসিয়িক সম্রাট্ অপেক্ষা ধনবান ছিলেন। তাঁহার বিচারালয় গ্রীক-পণ্ডিতগণের আবাস ভূমি ছিল॥

ক্রীসস্ সোলন।

সোলনের সার্ডিসে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরে,

রাজভৃত্যেরা রাজার আদেশক্রমে তাঁহাকে রাজভবন দেখাইতে লইয়া যায়। তিনি সমস্ত রাজসম্পত্তি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, ক্রীসস্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; "আমি শুনিয়াছি আপনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অশেষ জ্ঞানের আধার হইয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি এপর্য্যন্ত আপনি যত লোক দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকে আপনার সমধিক সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে ?" এই প্রশ্ন করিয়া সম্রাট্‌ সম্পূর্ণ আশা করিলেন যে, সোলন্‌ তাঁহারই নাম উল্লেখ করিবেন। কিন্তু সোলন কহিলেন, "আমি এপর্য্যন্ত যতলোক দেখিয়াছি, সকলের মধ্যে আথেন্স্‌বাসী টেলস্‌-নামক কৃষক সমধিক সুখী।" ক্রীসস্‌ কহিলেন, কিসে আপনার টেলস্‌কে সমধিক সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।" সোলন উত্তর করিলেন, তিনি অধিক ধনবান্‌ বা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না ; তাঁহার যাহা অপ্রতুল হইত, তাহা পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিতেন ; দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ছিলেন ; তাঁহার অনেক গুলি শিষ্টশান্ত সন্তান ছিল ; এবং তাহাদের ও সন্তান সন্ততি হইয়া সকলেই জীবিত ছিল। এ বিধায় সংসার মধ্যে শোক কাহাকে বলে, টেলস্‌ তাহা জানিতেন না। প্রিয়সাহস টেলস্‌, পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া অবশেষে স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মৃতশরীর সাধারণের ব্যয়ে সেই রণ-ক্ষেত্রেই সমাহিত হয়। মহাশয় ! এক জন মনুষ্যের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা

সুখজনক বিষয় আর কি হইতে পারে ? অতএব টেলস্‌-কেই যথার্থ সুখী বলিয়া আমার বিবেচনা হইয়াছে। ”

ইহা শুনিয়া ক্রীসস্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ টেলসের পর সুখী কে ? ” সোলন্ কহিলেন্ “আর্গসের অধিবাসী ক্লিয়োবিস্ এবং বীটন্ নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন। একজন জীবত্মান্ ব্যক্তির পক্ষে যে যে সামগ্রী উপাদেয় ও নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের তাহার অসদ্ভাব ছিলনা ; তাঁহাদের শরীরে অপরিমিত বল ছিল ; তন্নিবন্ধন তাঁহারা বৎসর বৎসর প্রকাশ্য ক্রীড়া মহোৎসবে পুরস্কার লাভ করিতেন। প্রবাদ আছে, একদা তাঁহাদের জননী শকটারোহণে হারা দেবালয়ের মেলা দর্শনোপলক্ষে যাত্রা করেন; আড়াই ক্রোশের অধিক পথ থাকিতে বৃষগণ অতিশয় ক্লান্ত হইলে, সময়ে নগরে পোঁছিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বয় স্বয়ং শকট টানিয়া মহোৎসবসমাজে উপস্থিত হন। তথায় সমাগত যাবতীয় লোক তাঁহাদের মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; স্ত্রীলোকেরা, তাঁহারই পুত্র-প্রসব সার্থক বলিয়া, তদীয় জননীর ভূরি ভূরি প্রশংসা ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। জননী, পুত্রদিগের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণে আহ্লাদে পরিপূর্ণা হইলেন; এবং দেব-প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া “ দেবি ! মনুষ্যের পক্ষে যাহাকিছু উপাদেয় পদার্থ, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রদিগকে তাহাই প্রদান করুন ; ” এই বলিয়া দেবীর আরাধনা করিলেন। অনন্তর আহারাদি

সমাপ্ত হইলে, ভ্রাতৃদ্বয় দেবীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক যে নিদ্রা যাইলেন আর উঠিলেন না। ইহাঁদিগকেও আমার বিলক্ষণ সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে।

অনন্তর ক্রীসস্‌ অতিশয় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এই সকল অপ্রসিদ্ধ লোকদিগকে সম্পূর্ণ সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আর আমাকে তাহাদের অপেক্ষা অল্পসুখী বিবেচনা করিলেন?" এতৎ শ্রবণে মহাপ্রাজ্ঞ সোলন্‌, মনুষ্য-জীবনের অস্থিরতা এবং অবস্থার প্রতিকূলতা মনে মনে চিন্তা করিয়া অবশেষে এই বলিয়া বাক্য সমাপন করি-লেন, "রাজন্‌! আমি কোন ব্যক্তির জীবনের শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী বলিতে পারি না। ক্রীসস্‌ নাকি এপর্য্যন্ত দুঃখের লেশমাত্রও অনুভব করেন নাই, এজন্য তিনি, সুখ কাহাকে বলে, তাহা সোলন্‌ জানেন না বলিয়া, ঘৃণা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সোলন্‌কে বিদায় করিয়া দিলে তিনি সার্ডিসের রাজ-সভা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অশীতি বৎসর অতীত হইলে সোলনের মৃত্যু হয়। তাঁহার আদেশ মত তদীয় ভস্মরাশি সালামিস্‌-দ্বীপের চতুঃপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল।

ক্রীসস্‌—সাইরস্‌।

সোলন্‌ প্রতিনিবৃত্ত হইবার কয়েক বৎসর পরেই ক্রীসস্‌ পারস্যাধপতি মহাবীর সাইরসের সহিত সমর-ব্যাপারে লিপ্ত হন, এবং রণে পরাভূত হইয়া প্রাণ

ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক সার্ডিসে লুক্কায়িত থাকেন। পারসীক সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া নগর গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীসস্‌কে বন্দী করিয়া সাইরসের নিকট লইয়া যায়। সাইরস্ তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিতে আদেশ করিলে ভৃত্যেরা কাষ্টাহরণ পূর্ব্বক চিতা সাজাইয়া তদুপরি ক্রীসস্‌কে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া চিতা জ্বালাইয়া দিল। ক্রীসস্ জ্বলচ্চিতায় শয়ান হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সোলনের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইলে. সোলন্! সোলন্! সোলন্! বলিয়া তিনবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সাইরস্ সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসার্থ লোক পাঠাইলে, ক্রীসস্ সোলনের কথা গুলি তাবৎ বর্ণন করিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল কথা নিবেদন করিলে, সাইরস্ মনে মনে কহিতে লাগিলেন “ বুঝিলাম মানুষিক পদার্থ মাত্রেই অস্থির : অতএব মনুষ্য হইয়া মনুষ্যকে অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিতে যাওয়াই যৎপরোনাস্তি অপরাধজনক ব্যাপার ; বিশেষতঃ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে ওরূপ করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অসংগত কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ পূর্ব্বক ক্রীসস্‌কে চিতা হইতে নামাইয়া আনাইলেন ; এবং তাঁহাকে চিরকালের জন্য পরম বন্ধু মধ্যে পরিগণিত করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাইরস্ সোলনের উপদেশ বাক্যের যাথার্থ্য আপনাকে দিয়াই সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। একদা তিনি মীডীয়, লীডীয়,

বাবিলোনীয় এবং গ্রীসের অন্যান্য জাতিকে জয় করিয়া অবশেষে পারস্যের উত্তরবর্ত্তী মিসাজিটস্ নামক তুরস্ক-জাতির রাণী টমিরিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত ও নিহত হইলেন। পরে তদীয় মস্তক রাজ্ঞীর নিকট আনীত হইলে, তাঁহার আদেশ মত সেই মস্তক নরশোণিতপূর্ণ একপাত্রে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

নরপতি পিসিষ্ট্রেটস্।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সোলন্ আথীনীয়-দিগকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া দেশ-ভ্রমণচ্ছলে আথেন্স্ নগর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রস্থানের কিছুদিন পরেই তথাকার সামাজিক বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ বিশৃঙ্খল হইল, এবং নগরবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের পরস্পর বিবাদানল পুনরুজ্জ্বলিত হইল। তাহাতে মেগাক্লিস্ এবং আল্‌কিমোনিডি প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিলে, সোলনের পরমাত্মীয় পিসিষ্ট্রেটস্ সমধিক সম্মান লাভের বাসনায় নীচ-সম্প্রদায়স্থ লোক-দিগের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তিনি একদা অস্ত্র-দ্বারা স্বীয় শরীর এবং নিজ অশ্বতরীদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া হঠাৎ রাজপথে বহির্গত হইলেন। ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি করুণ-স্বরে কহিলেন "আমি সহচরবর্গে পরি-বৃত হইয়া নগর হইতে দেশে যাইতেছিলাম, পথে শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক আমার অনুচরদিগকে

নিহত করিল, আমি আহত, অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।” আথীনীয়েরা তাঁহার এই চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তদ্দণ্ডে তাঁহার শরীর রক্ষার্থে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া দিল।

পিসিষ্ট্রেটস্, এইরূপ কৌশলে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ সমধিক লোক-বল সংগ্রহ করিয়া নগরমধ্যে অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পীড়নে মেগাক্লিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষেরা আথেন্স্ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে পিসিষ্ট্রেস্ অবাধে দুর্গ অধিকার করিয়া নগরের অধীশ্বর হইলেন। তৎকালে গ্রীসবাসীরা এইরূপ ব্যক্তিকে টাইরান্ট [৪] অর্থাৎ, নরপতি কহিত।

যাহাহউক্ বিপক্ষদল ক্রমাগত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে সকলে একমত হইল, এবং পিসিষ্ট্রেটস্‌কে আথেন্স্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিছুদিন পরেই আবার সেইরূপ বিবাদ আরম্ভ হইলে, কোন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ পিসিষ্ট্রেটসের নিকট গমন পূর্ব্বক এই প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি স্বীয় দুহিতার সহিত তাঁহার পাণিগ্রহণ অনুমতি করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিবেন।

---

৪ যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন প্রদেশে বল পূর্ব্বক একাধিপত্য লাভ করিত, গ্রীকেরা তাহাকে টাইরান্ট কহিত। ইংরাজী ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ নরপতি।

পিসিষ্ট্রেটস্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, এবং আর একবার আথেন্সে প্রবিষ্ট হইলেন। এইবার নগরপ্রবেশকালে উন্নতাকার একটী স্ত্রীলোকপেলস্ * আথেনার পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার তদীয় শকটে দণ্ডায়মান থাকিলে দূতেরা অগ্রে অগ্রে গমন করত এই বলিয়াছিল; "নাগরিকগণ! দেখ নগরের অধিদেবতা স্বয়ং ইহাঁর পথদর্শক হইয়া ইহাঁকে স্বদুর্গে লইয়া যাইতেছেন; অতএব তোমরা সমুচিত সম্মান পুরঃসর ইহাঁকে গ্রহণ কর।"

পিসিষ্ট্রেটস্ কোন কারণ-বশতঃ তৃতীয়বার নগর হইতে তাড়িত হন। এবার ক্রমাগত দশবৎসরকাল আথেন্সে প্রবিষ্ট হইতে পান নাই। দশম বৎসরের শেষে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন, এবং নিষ্কণ্টকে জীবনের অবশিষ্ট দশবৎসর কাল আথেন্সে একাধিপত্য করত পরিশেষে মানবলীলা সম্বরণ করেন; খৃঃ পূঃ (৫২৮)। তাঁহার শাসন-প্রণালী পরম রমণীয় ও প্রজারঞ্জক ছিল। তিনি সোলন্ প্রণীত সমস্ত নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্র ও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি পদে পদে ব্যবস্থাপক মহোদয় সোলনের প্রশংসা এবং তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

* পেলস-আথেনা; অর্থাৎ আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাটিন ভাষায় ইহঁাকে মিনর্ব্বা কহে।

পিসিষ্ট্রেটসের হীপিয়স্ এবং হিপার্কস্ নামে দুই পুত্র ছিলেন। পিতার পরলোকের পর তাঁহারা উভয়েই পিত্রসিংহাসনে যুগপৎ অধিরূঢ় হইয়া প্রজাপালন বিষয়ে পিতা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার শাসনকালে প্রজাদিগের উপর যেরূপ গুরুতর কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহারা অনেক পরিমাণে তাহা কমাইয়া দেন এবং নানা প্রকারে প্রজাদিগের এরূপ সুবিধা করিয়া দেন যে, সমস্ত আথেন্স্ একেবারে সুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দেয় নাই। এক্ষণে যেরূপে হিপার্কসের প্রাণ দণ্ড হয় এবং হীপিয়স্কে নৃশংসতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

তৎকালে আথেন্স্-নগরে আরিষ্ট জীটন্ নামক কোন ব্যক্তি তত্রত্য হার্ম্মোডিয়স্ নামক একজন রূপবান্ যুবকের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। প্রবাদ আছে যে, ঐ যুবকের প্রতি হিপার্কসের ও অতিশয় লোভ পড়িয়াছিল; কিন্তু হার্ম্মোডিয়স্ রাজকুমারের প্রণয় হতগ্রাহ্য করে; এজন্য হীপিয়স্ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে হার্ম্মোডিয়সের এক ভগিনীকে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাত্রা করিতে দেখিয়া, তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, অসতীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাইবার অধিকার নাই, এই বলিয়া গ্লানি করত তাঁহার গমনে বাধা দিলে, ঐ যুবকদ্বয়

* গ্রোট ইহাকে আরিষ্ট গাইটন্ বলেন।

নিতান্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বধের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল; এবং আরো কতকগুলি লোক, নানা অভিপ্রায়ে, তাহাদের এই ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত হইলে, এই পরামর্শ হইল যে, আথেন্সে যে, জাতীয় মহোৎসব হইয়া থাকে, সেই সুযোগে উক্ত রাজ-কুমার-যুগলের বধ সাধন করিবেক। তৎকালে বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক উক্ত মহোৎসবে যাত্রা করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহাদের অভিসন্ধি সফল হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিল।

মহোৎসবের দিন হীপিয়স্‌ মহাসমারোহে নগর হইতে বহির্গত হইলে, হার্ম্মোডিয়স্‌ এবং তদীয় বন্ধুবর্গ ছোরা লইয়া তদীয় বধ সাধনে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে হীপিয়সের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে দেখিয়া, হীপিয়স্‌ তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই বিবেচনায় ভীত ও তাঁহার বধে বিরত হইয়া হিপার্কসের প্রাণবধার্থ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং হিপার্কসকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে নষ্ট করিল। নিহত রাজ-কুমারের শরীর-রক্ষকেরা তদ্দণ্ডে হার্ম্মোডিয়স্‌কে মারিয়া ফেলিল। আরিষ্টজীটন্‌ পলায়ন করিলে, কতকগুলি লোক তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক প্রযত্নে তাহারও বধ সাধন করিল। এদিকে হীপিয়স্‌ ভ্রাতৃবধ-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মহোৎসবযাত্রী যাবতীয় লোকদিগকে ঢাল ও বর্শা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং কোনস্থানে সকলকে একত্র

সমবেত করিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ শত্রুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহোৎসব যাত্রাকালে ঢাল এবং বর্ষা মাত্র গ্রহণের অধিকার ছিল, সুতরাং যাহাদের হস্তে ছোরা দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকেই শত্রুজ্ঞান করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন।

হীপিয়সের বহিষ্করণ।

হীপিয়স ভ্রাতৃবধে অতিশয় সন্দিহান ও নৃশংসতা পরবশ হইয়া কতকগুলি নাগরিকের প্রাণসংহার করিলে ; ইতিপূর্ব্বে আথেন্সের সম্বন্ধ আল্কিমিয়ন বংশীয় যে সমস্ত লোকেরা পিসিষ্ট্রেটসের অত্যাচারে আথেন্স্‌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আটিকা এবং বিয়োসিয়ার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় এক অধৃষ্য স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হীপিয়সের প্রভুশক্তি সমুন্মূলনে যত্নবান্‌ হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল অনেক সুযোগও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়, আম্ফিক্টিয়ন্‌ নামক গ্রীসের সাধারণ সভা হইতে ডেল্‌ফির দেবমন্দির পুনঃ সংস্করণের আদেশ হইলে আল্কেমিয়ন বংশীয়েরা ঐ কর্ম্ম ফুরাইয়া লইয়া সমধিক প্রশংসা লাভ করিবার মানসে দেবালয়ের সম্মুখভাগ মার্ব্বল প্রস্তর দ্বারা এরূপ সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ডেল্‌ফিবাসীদিগের অতিশয় প্রশংসা-ভাজন এবং যারপর নাই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ; এতদ্ভিন্ন তাঁহারা উপঢৌকন দ্বারা ডেল্‌ফির

পূজয়িত্রীকে আপনাদের অনুগত করিয়া, স্পার্টীয়-দিগকে আথীনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তি লওয়াই-বার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, পূজয়িত্রী দেবালয়া-গত স্পার্টীয়দিগকে এই বলিয়া যপাইতে লাগিলেন, "দেবতার আদেশ হইয়াছে, তোমরা আথেন্সের অধীশ্বর হইবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক আথেন্স্ অধিকার করিবার চেষ্টা দেখ।"

লাসিডিমোনীয়েরা পূজয়িত্রীর এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আথীনীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, এবং কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক জলপথে আটিকা প্রেরণ করিল; কিন্তু সেই সৈন্যদল সংগ্রামে পরাজিত হইলে, তাহাদের সেনানী ও বিনাশিত হইলেন। পরে তাহাদের অন্যতর রাজা ক্লিয়োমিনিসের কর্ত্তৃত্বা ধীনে আর একদল সৈন্য আথেন্সে প্রেরণ করিলেন। যে সকল আথীনীয় সেনা তাঁহার আগমনে বাধাদিতে আসিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন; এবং নগর প্রবেশ পূর্ব্বক দুর্গমধ্যস্থিত হীপিয়িস্ এবং তৎপক্ষীয় লোকদিগকে পরিবেষ্টিত করিলেন; কিন্তু আথীনীয়দিগের যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন থাকায় এবং স্পার্টীয়েরা দুর্গবেষ্টন কার্য্যে নিতান্ত অনিপুণ থাকায়, ক্লিয়োমিনিস্ তাহাদের কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় করিতেছেন, এমন সময় হীপিয়সের সন্তানেরা তাঁহার হস্তে পতিত হইল। হীপিয়স্ গুপ্ত-

ভাবে সন্তানদিগকে বাহির করিয়া দিতেছিলেন; এক্ষণে সন্তানদিগকে শত্রুহস্তে পতিত দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগত্যা আথেন্স্‌ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন; এবং আথেন্স্‌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃঃ পূঃ (৫১০) আসিয়ার উপকূলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতঃপর গ্রীক্‌জাতির সহিত পারসীকদিগের যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা পারসীক সংগ্রাম বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। অনেক কারণে এই যুদ্ধঘটনা হয়, তন্মধ্যে গ্রীস্‌ হইতে হীপিয়সের বহিষ্করণই প্রধান কারণ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যৎকালে এই সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন রাজনীতিকুশল সুপ্রসিদ্ধ ডেরায়স্‌ পারস্যের তৃতীয় সম্রাট ছিলেন। ইনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছু কালের জন্য সাম্রাজ্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনে যত্নবান্‌ হয়েন, অবশেষে দুরাকাঙ্ক্ষা ও জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া সাম্রাজ্যের সীমা

সমধিক বিস্তৃত করিবার আশয়ে; ডানিয়ুব্ এবং ডন্-নদীর মধ্যবর্ত্তী অসভ্য জাতির বাসস্থান সীথিয়া-নামক প্রদেশের প্রতি প্রথম কটাক্ষ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে সীথীয়দিগের সহিত ডেরায়সের যে বৈরভাব ছিল এমন বোধ হয় না; তবে সীথিয়ার অধিবাসীরা ইয়ুরোপের পূর্ব্ব ভাগে এবং অধুনাতন রুসীয় সাম্রাজ্যের আসন্নবর্ত্তী প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; বোধ হয় তাহাও ডেরা-য়স্ সহ্য করিতে না পারিয়া তদ্দেশ আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন।

হার্কিয়ুলিস্-সন্ততির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর বহু সংখ্যক গ্রীক্ জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশিয়ার উপকূলে বসতি করিয়া তথায় ইফিশস্, মিলিটস্, স্মর্ণা, প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ সকল নগরের লোকেরা প্রথমতঃ সামান্যা-কারে জলপথে বাণিজ্যাদি করিত; কাল সহকারে বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিল; পরে যখন লীডিয়ার রাজা ক্রীসস্ অতিশয় প্রতাপ-শালী হইয়া উঠিলেন, তখন ঐ সকল নগর তদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল; এবং ক্রীসসের পতন হইলে পারস্যের অধীন হইয়াছিল। উল্লিখিত অভিযান কালে ইহারা ছয়শত রণতরীর সাহায্য দান করিয়া ডেরায়-সের আদেশানুসারে ঐ সকল রণতরী অগ্রে প্রেরণ

পূর্ব্বক বস্পোরস্ প্রণালীর উপর একটি নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে ডেরায়স্ সাত লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে বস্পোরস্ প্রণালী সেতুপথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া, রণতরীর অধ্যক্ষ দিগকে ঈষ্টর-নদীতে যাইয়া পূর্ব্ববৎ সেতু নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং থ্রেসের অভ্যন্তর হইয়া বলকান্-গিরির অভিমুখে যাত্রা করত, গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশেষে ঈষ্টর্ নদী তীরে উপনীত হইলেন; এবং নির্ম্মিত সেতুদ্বারা সসৈন্যে তটিনী ঈষ্টর উত্তীর্ণ হইয়া নৌসেনাগণকেও সেতু ভাঙ্গিয়া সঙ্গে যাইবার আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, প্রত্যাগমনকালে কৃষ্ণসাগরের উত্তর সীমা হইয়া ককেসস্ গিরি অতিক্রমপূর্ব্বক পারস্যে আগমন করিবেন; কিন্তু কোন একজন গ্রীক্-সেনাপতি তাঁহার এইরূপ অদূরদর্শিতার কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন "মহারাজ! এক্ষণে সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়া পরে অন্যপথে আগমন করিবার পরামর্শ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না; কারণ তাহাতে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।" তাঁহার এই বাক্যে প্রবোধিত হইয়া, ডেরায়স্ সেতু ভাঙ্গিতে নিষেধ করিলেন, এবং ষাট্ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সীথিয়ায় প্রবেশ করিলেন।

১ যে প্রণালী দ্বারা কনস্টান্টিনোপল্ হইতে কৃষ্ণসাগরে যাওয়া যায়, তাহার নাম বস্পোরস্ প্রণালী। বর্ত্তমানে উহার নাম ডার্ডিনেলিস্।

ডেরায়স্ সীথিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তথাকার অধিবাসীরা অতিশয় ভীত হইল; এবং সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া এই অভিপ্রায়ে লুক্কায়িত থাকিল যে, দেশে যেপরিমিত খাদ্যসামগ্রী আছে, তাহা এই অসংখ্য শত্রু-সৈন্য অতি অল্প-দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া ফেলিবেক; সুতরাং তখন আর কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিবেক না; আহারাভাবে অগত্যা ইহাদিগকে পলায়ন করিতে হইবেক। এই বিবেচনা করিয়া সীথিয়েরা তাঁহার সম্মুখ হইতে ক্রমাগত অপসরণ করিতে লাগিল; কুত্রাপি ডেরায়স্‌কে দেখা দিল না। ডেরায়স্ অবাধে সীথিয়ার মধ্য দিয়া গমন করত কুত্রাপি শত্রুদিগের কোন নিদর্শন না পাওয়াতে তাঁহার বৃথা কাল বিলম্ব হইতে লাগিল; তন্নিবন্ধন খাদ্য সামগ্রীও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। অনন্তর যখন দেখিলেন, সেনারা আহারাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তখন আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া অগত্যা সীথিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাহারা ঈষ্টর্-নদীতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা, ষাট্ দিন অতীত হইল তথাপি ডেরায়স্ ফিরিয়া আসিলেননা দেখিয়া, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় কতকগুলি অশ্বারোহী সীথীয় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল; "ডেরায়স্ সম্পূর্ণ পরাজিত ও তাড়িত হইয়া পলাইয়া আসিতেছেন; এই সময় যদি তোমরা সেতু ভাঙ্গিয়া ফেল, এবং

স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর, তবে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে; এবং ডেরায়স্‌কেও আর পারস্যে ফিরিয়া যাইতে হইবেক না।” এই বলিয়া সীথীয়েরা সেতু ভাঙ্গিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। উপকূলবর্ত্তী কোন গ্রীক্‌ নগরের শাসনকর্ত্তা সকলকে সেই মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিলে, মিলিটসের শাসনকর্ত্তা হিস্‌টিয়স্‌ এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাহারা এখন পারস্যের অধীনতা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, লোকেরা কেহই তাহাদের বশীভূত থাকবেক না, এবং ডেরায়সের মৃত্যুর সহিত সকলের মৃত্যু ঘটিবেক। এই কথা শুনিয়া সকলে পারস্যরাজের অনুগত থাকিতে সম্মত হইল; এবং সীথীয়দিগের মনোরক্ষার নিমিত্ত নদীর অপর পারে সেতু শিথিলবন্ধ করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে পারসীকসেনা ঈষ্টর্‌-নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া সেতু শিথিলবন্ধ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল। পরে ডেরায়সের হিসটিয়স্‌কে ডাকিবার আদেশ হইলে, গভীর ও উন্নতধ্বনি এক ব্যক্তি নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হিস্‌টিয়স্‌কে ডাকিয়া সেতু দৃঢ়বন্ধ করিতে কহিল। রাত্রির নিঃশব্দতাপ্রযুক্ত তাহার সেই স্বর তরঙ্গায়মান প্রশস্ত নদীর অপর পারপর্য্যন্ত গমন করিয়া হিস্‌টিয়স্‌-প্রভৃতির কর্ণগোচর হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেতু দৃঢ়বন্ধ

করিয়া দিল। পারসীকেরা ঈষ্টর্ উত্তীর্ণ হইয়া সীথীয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। অনন্তর ডেরায়স্ হেলেসপন্ট্ অভিমুখে যাত্রা করিয়া সেষ্টস্ অতিক্রম পূর্ব্বক অবিডসে উপস্থিত হইলেন। পরে তথা হইতে সার্ডিসে গমন করিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক পারস্যের রাজধানী সূসা যাত্রা করিলেন।

যাবনিক বিদ্রোহ।

পারস্যাধিপতি ডেরায়স্ আশিয়া প্রত্যাগমনকালে সেনাপতি মেগাবেসস্কে থ্রেস্ এবং হেলেস্পান্টের তীরবর্ত্তী গ্রীকনগরী সকল জয় করিবার নিমিত্ত ইয়ুরোপে রাখিয়া আসেন; এবং হিষ্টিয়সকে ষ্ট্রাই-মনের নিকটবর্ত্তী মার্সিনস্ নামক নগর পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করিয়া আসেন। মেগাবেস্ শুদ্ধ থ্রেস্ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; ষ্ট্রামন্নদী অতিক্রম পূর্ব্বক থেসলির সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। হিষ্টিয়স্ এই নগর প্রাপ্ত হইয়া গোপনে পারস্য সম্রাটের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টায় আছেন, এই কথা মেগাবেসস্ জানিতে পারিয়া, এবং সম্রাটের সূসা যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া, অবিলম্বে সার্ডিসে আগমনপূর্ব্বক ডেরায়স্কে কহি-লেন "মহারাজ! মার্সিনস্ হিষ্টিয়সকে প্রদান করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে; কারণ তথায় সুবর্ণের খনি এবং প্রচুর কাষ্ঠ প্রাপ্তির

সুবিধা থাকায়, হিষ্টিয়স্ সুযোগ পাইলেই পোতসেনা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অনায়াসেই বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিবেক; এবং তাহার উক্তরূপ অভিপ্রায়ও আছে, জানিবেন। এক্ষণে যাহাতে এই অভ্যাপাত নিবারণ হয় তাহার চেষ্টা করুন”।

ইহা শুনিয়া ডেরায়স্ হিষ্টিয়স্‌কে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সূসা যাত্রার প্রস্তাব করিলেন; এবং বলিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করিবেন না। এ প্রস্তাবে হিষ্টিয়স্ অগত্যা সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত সূসা যাত্রা করিলেন, এবং জামতা আরিষ্টগোরস্‌কে মিলিটসের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। সম্রাট্ হিষ্টিয়স্‌কে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার সম্মতিব্যতি-রেকে কোন কার্য্যই করিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের এই সদ্ভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়াতে হিষ্টিয়স্ অতিশয় বিরক্ত হইয়া, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন, “যদি কোন কৌশলে উপকূলবর্ত্তী আইয়ো-নীয়-জাতিকে রাজপ্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করাইতে পারেন, আর যদি তন্নিবারণার্থ স্বয়ং প্রেরিত হন, তাহা হইলেই স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভা-

বনা। এই বিবেচনা করিয়া, যাহাতে আশিয়ামাইনরের পশ্চিম উপকূলবাসী আইয়োনীয়জাতিরা রাজবিদ্রোহী হয়, তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য স্বীয় জামাতা আরিষ্টগোরস্‌কে একখানি পত্র লিখিবার মানস করিলেন। কিন্তু সাধারণ প্রণালীতে লিখিলে, পাছে সম্রাট্‌ জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এই ভয়ে এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে গোপনে লইয়া গিয়া মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক সূচ্যগ্রে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সংযোগদ্বারা তাহার মস্তকে বক্তব্য কথা সংক্ষেপে লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে তাহার মস্তক কেশে পরিপূর্ণ হইলে, তাহাকে আরিষ্টগোরসের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, যে, "জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তোমার মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেখিতে বলিবে"।

হিষ্টিয়সের এই সংবাদ নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আরিষ্টগোরসের পারসীক শাসনকর্ত্তার সহিত মনান্তর হইয়াছিল; তন্নিবন্ধন তিনিও বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময় হিষ্টিয়সের প্রেরিত লোক তাঁহার নিকট পৌঁছিলে, তিনি তাহার মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায়ের অনুকূল সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর এক দিন মিলিটসের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিলেন; এবং তাহাদের

সমক্ষে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই তদীয় অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিল। এখন তিনি লোকবল সংগ্রহ করিবার আশয়ে সাধারণসমক্ষে আপন অত্যাচার পরিহার করিলেন; এবং তৎকালোপস্থিত অন্যান্য স্থানের উৎপীড়কদিগকেও বন্দী করিয়া স্ব স্ব নগরে প্রেরণ করিলেন। নগরবাসীরা বিধানানুসারে সকলকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে, তাহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত আশিয়াস্থ নগরে, এবং নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলে ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

স্পার্টানগরে আরিষ্টগোরসের বৃত্তান্ত

আরিষ্টগোরস্, এখন কোন বলবান্ জাতির সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, প্রথমতঃ স্পার্টা যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে, কতকগুলি মুদ্রা এবং তাম্রফলকে লিখিত একখানি পৃথিবীর মানচিত্র সঙ্গে লইয়া যান। তৎকালে ক্লিয়মিনিস্ স্পার্টার রাজা ছিলেন। আরিষ্টগোরস রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, সেই মানচিত্র খানি তাঁহার সম্মুখে বিস্তারিত করিলেন; এবং তাহাতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের দেশ এবং দেশের সীমা প্রভৃতি যাহা অঙ্কিত ছিল, সে সমুদায় রাজাকে দেখাইয়া, যে জাতির যেরূপ বলসম্পত্তি তাহাও বর্ণন করিলেন। পরিশেষে ইফিসস্ হইতে সূসা যাইবার পথ

প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, স্পার্টাবাসীরা মনোযোগ করিলেই অতি সহজে পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সূসার সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে পারেন; এই বলিয়া স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ক্লিয়মিনিস্‌ তৃতীয় দিবসে তদীয় প্রস্তাবের উত্তর দিতে সম্মত হইলেন। তৃতীয় দিবসে আরিষ্ট-গোরস উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপকূল হইতে সূসা কতদূর অন্তর? আরিষ্টগোরস কহিলেন, উপকূল হইতে সূসা তিন মাসের পথ। ক্লিয়মিনিস তিন মাসের পথ শুনিয়া সাহায্য প্রদানের মত একবারেই পরিত্যাগপূর্ব্বক সূর্য্যাস্ত সময়ে আরিষ্টগোরস্‌কে স্পার্টা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। আরিষ্টগোরস্‌ ইহাতেও হতাশ না হইয়া পুনর্ব্বার রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা আট নয় বৎসরের একটী কন্যা লইয়া উপবিষ্ট আছেন। আরিষ্টগোরস্‌ বিনয়বচনে সেই কন্যাটীকে গৃহান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিলে রাজা, তাহার আবশ্যকতা নাই বলিয়া, আরিষ্ট-গোরস্‌কে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কহিলেন। তখন আরিষ্টগোরস্‌ দশ ট্যালেন্ট্‌-[২] মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হই-লেন। কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, আরিষ্টগোরস্‌ পঞ্চাশৎ ট্যালেন্ট্‌-মুদ্রা পর্য্যন্ত

---

২ এক ট্যালেন্ট্‌-মুদ্রা প্রায় আমাদিগের ২৪৩৭৸০ রৌপ্য মুদ্রার সমান।

স্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া রাজকন্যা চীৎকার করিয়া কহিলেন " পিতঃ ! তুমি এখান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ এই অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবেক। " অনন্তর ক্লিয়মিনিস্ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, আরিষ্ট-গোরস্ স্বাভিপ্রায়সিদ্ধি বিষয়ে বিফলপ্রয়াস হইয়া সন্ধ্যার সময় স্পার্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক, দ্রুতবেগে আথেন্সাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবামাত্র তাহারা সাহায্যদানে সম্মত হইল।

অব্যবহিত পরেই আথীনীয়েরা একদল রণতরী সজ্জীভূত করিয়া মিলিটসে প্রেরণ করিল। সেই রণতরীবৃন্দ একত্র সমবেত হইয়া ইফিসসে উপস্থিত হইলে, সকলে অবরোহণ করিল ; এবং ইফিসীয়েরা পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে যাত্রা করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী সার্ডিস্-নগরাভিমুখে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সার্ডিস্ নগর অধিকার করিল। পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টাফার্নস্ এবং নগর রক্ষকেরা পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সার্ডিসের গৃহ সকল নল, শর, খাগ্ড়া ইত্যাদি পদার্থে নির্ম্মিত ছিল। দৈবাৎ একজন আথীনীয় সৈনিকপুরুষ একখানি ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলে, তাহার স্ফুলিঙ্গ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত নগর ভস্মসাৎ

করিল। একারণ নগরবাসীরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইল। এতদ্দর্শনে আথীনীয়েরা, পলায়ন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, সেই রাত্রেই সার্ডিস্‌নগর পরিত্যাগ করিলে, পারসীক অশ্বারোহীসৈন্যদল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে ইফিসস্‌নগরে তাহাদিগকে পরাভূত করিল। তখন আথীনীয়েরা, এখন আইয়োনীয়দিগের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক, এই বলিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

আইয়োনীয়েরা এইরূপে পরিত্যক্ত ও অসহায় হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইল, এবং সার্ডিস্‌ দাহ জনিত ক্ষতির প্রতিশোধের নিমিত্ত মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে ছয়শত রণতরী তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছে শুনিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া তাহারাও অন্যূন তিন চারি শত রণতরী সংগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত রহিল। আইয়োনীয়স্‌দিগের অন্যান্য সেনাপতির মধ্যে ডাইয়োনীসিয়স-নামক একজন সেনাপতি সকলের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন; যদি তাহারা তাঁহার মতানুসারে চলিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য জয়লাভ হইবেক সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহারা তাঁহারই মতানুসারে চলিতে স্বীকৃত হইলে, ডায়োনীসিয়স্‌ তাহাদিগেকে প্রতি-দিবস অতি প্রত্যূষে নৌকারোহণে যাইয়া সমুদ্রে

ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন; তাহারা সাত দিন কাল এইরূপ ব্যায়াম করিয়া যখন নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল; তখন এরূপ কষ্ট স্বীকার করা অপেক্ষা পারসীকদিগের দাস হইয়া থাকাও শ্রেঃয়স্কর বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে ছাউনি উঠাইয়া নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপে আশ্রয় লইল; এবং পারসীকরণতরীর আক্রমণকাল পর্য্যন্ত আরামে কালযাপন করিতে লাগিল।

এরূপ ঘটনায় যুদ্ধের যে কি ফল হইবেক, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন শুদ্ধ কেয়স্ দ্বীপের অধিবাসীরা সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। ডাইয়োনীসিয়স্ অতঃপর দেশের যে রূপ দুরবস্থা ঘটিবেক, তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়া, যে সিসিলি যাত্রা করিলেন, আর দেশে ফিরিয়া আসিলেন না; এবং তিনি তথায় থাকিয়া সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। আরিস্টগোরস্ থ্রেসে পলায়ন করিয়া, তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলেন। এদিকে হিষ্টিয়স্ বর্ত্তমান বিদ্রোহ শান্তির অভীপ্সিত ভার গ্রহণ র্ব্বপূক যাত্রা করিয়া সার্ডিসে উপস্থিত হইলেন; এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, ভাবে বুঝিতে পারিয়া রাত্রিযোগে কেয়স্

দ্বীপে পলায়ন করিলেন। কিছু দিন পরে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাদ্যাহরণার্থে উপ-কূলে উত্তীর্ণ হইলে, পারসীক্-সৈন্য-কর্ত্তৃক পরাস্ত ও বন্দীকৃত হইয়া সার্ডিসে উপনীত হইলেন। পরে শাসন-কর্ত্তার আদেশানুসারে নিহত হইলে, তাঁহার মস্তক সূসায় প্রেরিত হইল।

ডেরায়স্ নাকি অতিশয় কৃতজ্ঞ রাজা ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, যাহারা তাঁহার বিনাশসাধন করিয়াছিল, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করত তাঁহার সেই মস্তক সম্মান পুরঃসর সমাহিত করিতে আদেশ

গ্রীস্ আক্রমণ।

আথীনীয়েরা আইয়োনীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়া সার্ডিস্-নগর দগ্ধ করাতে, ডেরায়স্ তাহা-দিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র গ্রীস্‌দেশ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিবার মানস করিলেন; এবং যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে পারসীক্ প্রথা-অনুসারে গ্রীসে দূত প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগের নিকট জল ও মৃত্তিকা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের আদেশ করিলেন। তৎকালে গ্রীকদিগের পরস্পর ঐক্য ছিল না, একারণ স্পার্টা ও আথেন্স্ ভিন্ন গ্রীসের আর আর প্রদে-শের প্রায় সকল লোকেই ডেরায়সের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল; কিন্তু আথীনীয়েরা পারস্যাধিপতির সেই

প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া “ যদি তোমাদের জল ও মৃত্তিকার প্রয়োজন থাকে, তবে এই কূপ হইতে তুলিয়া লও,” এই বলিয়া দূতদিগকে একটা কূপে নিঃক্ষিপ্ত করিল ; এবং স্পার্টীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া পারসীক্‌দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। এদিকে ডেরায়স্, ডেটিস এবং আর্টাফার্নিস্ নামক দুই ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া অসংখ্য পদাতি সৈন্য এবং পোত সৈন্য সমভিব্যাহারে গ্রীসে বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, “ তোমরা যাও এবং গ্রীস্ আক্রমণ পূর্ব্বক মদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত কর ”। অনন্তর তাহারা গ্রীসযাত্রা করিল। পথে ইয়ুবিয়া দ্বীপে অবরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিল এবং তত্রত্য ইরীট্রিয়া নগরের অধিবাসীদিগকে বন্দী করিল। ইহারা নাকি সার্ডিস্ দাহের সময় আথীনীয়দিগের সহায়তা করিয়াছিল, এজন্য তাহাদিগকে নিগড় বদ্ধ করিয়া পারস্যে লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিল। যাহা হউক, এই অভিযানে হীপিয়স্ তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন ; ইনি পারসীক্‌দিগকে আটিকা আক্রমণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, তাহারা সম্মত হইয়া প্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক আটিকার অন্তঃপাতী মারেথন্-নামক ক্ষেত্রে সেনাসন্নিবেশ করিল। এদিকে আথীনীয়েরাও নিশ্চিন্ত ছিল না ; তাহারা ইরীট্রিয়ার পতন সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থে আহ্বান করিবার নিমিত্ত একজন

শীঘ্রগামী দূতকে স্পার্টায় প্রেরণ করিয়াছিল। যদিও আথেন্স্‌ হইতে স্পার্টানগর পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর, তথাপি সেই দূত দুই দিনে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে, যখন ঐ দূত স্পার্টাযাত্রাকালে আর্কেডিয়ার কোন পর্ব্বত দিয়া গমন করিতেছে, তখন ঐ দেশের পানদেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আথীনীয়েরা কি নিমিত্ত আমার আরাধনা করে না? যাহাহউক, আমি এই যুদ্ধে আথীনীয়দিগের সহায়তা করিব"। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই অবধি আথেন্স্‌ মধ্যে পানদেবের আরাধনা প্রচলিত হয়। স্পার্টীয়দিগের এই রীতি ছিল যে, তাহারা পূর্ণিমা ব্যতিরেকে গৃহ হইতে বহির্গত হইত না; আথীনীয় দূত নাকি নবমীর দিবস পৌঁছিয়াছিল, এজন্য তাহারা সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াও পূর্ণিমার অপেক্ষায় পাঁচ দিন ক্ষান্ত ছিল। এখন আথীনীয়েরা স্পার্টীয়দিগের কালবিলম্ব দর্শনে আর থাকিতে পারিল না; শুদ্ধ বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী প্লেটিয়নগরীয় এক সহস্র, এবং আপনাদিগের নয় সহস্রমাত্র সৈন্য সম্বল লইয়া বিপক্ষদিগের দুই লক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল। দশ সহস্র আথীনীয় সৈন্য যে দশজন সেনানীর অধীনে যুদ্ধযাত্রা করে, তাহাদের মধ্যে মিল্‌টাইডিস্‌ এক জন। অনন্তর যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণার্থ একটী সভা হইলে, মিল্‌টাইডিস্‌ তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে,

একেবারে যুদ্ধযাত্রা করাই কর্ত্তব্য, স্পার্টীয়দিগের অপেক্ষায় বিলম্ব করিলে হীপিয়সের পুনরুত্থানের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। চারিজন সেনাপতি তদীয় মত সমর্থন করিলে, অবশিষ্টেরা তাঁহার মতে সম্মত হইল না। এইরূপে উভয়পক্ষ তুল্যবল হওয়াতে সভাপতি পলিমার্কের উপর বিবেচনার ভার অর্পিত হইলে, তিনি মিল্টাইডিসের মতেরই সমর্থন করিলেন। পরে তন্মতানুসারী চারি জন সেনাপতি নিজ নিজ কর্ম্মের ভার মিল্টাইডিসের উপর নিঃক্ষিপ্ত করিলেন; কারণ তৎকালে আথেন্সের নিয়মানুসারে সকল সেনাপতিকেই পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট দিনে সংগ্রামে গমন করিতে হইত।

মারেথনের যুদ্ধ।

আটিকার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী এই রণক্ষেত্র আথেন্স হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর। ইহা দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, এবং ক্ষেত্রের ভূমিভাগ দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ, প্রস্থে একক্রোশ মাত্র। যুদ্ধের দিবস পারসীক্ সৈন্য সমুদ্র তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া ব্যূহ বিন্যাস করিল, এবং যাবতীয় রণতরী পশ্চাৎভাগে সমুদ্রতটে রহিল। এদিকে মিল্টাইডিস্, উভয়পার্শ্ব পর্ব্বতে সুরক্ষিত থাকিলে, শত্রুপক্ষেরা বেড়িয়া আসিয়া পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে পারিবেক না, এই অভিপ্রায়ে এধার ওধার ব্যাপিয়া পর্ব্বত-

মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ উন্নত প্রদেশ আশ্রয় করিলেন, এবং সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকায় মধ্যভাগে বিরলরূপে সৈন্যবিন্যাস করিয়া উভয়পার্শ্বে গভীর বলবিন্যাস-দ্বারা বিলক্ষণ সুদৃঢ় করিয়া ব্যূহরচনা করিলেন। পলিমার্ক এই ব্যূহের আথীনীয় সৈন্য বিনির্ম্মিত দক্ষিণ পার্শ্ব ও মধ্যভাগ, এবং প্লাটীয়েরা বামপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলে (খৃঃ পূঃ ৪৯০) সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেনাপতি মিল্টাইডিস্‌ আক্রমণে সমধিক ভর প্রদান, এবং পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যদিগকে পারসীক্‌ শরবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণকে বিপক্ষ বলের প্রতি অনিবার্য্য বেগে ধাবমান্‌ হইতে আজ্ঞা করিলেন। পারসীকেরা, সেই ধাবমান্‌ সৈন্যদিগকে নিরাশোন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আথীনীয় ব্যূহেরমধ্য ভেদ করিতে ধাবমান্‌ হইল, এবং ব্যূহমধ্যভেদ করিয়া তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে মিল্টাইডিসের পার্শ্ববর্ত্তী সেনাগণ পারসীক্‌ পার্ষ্ণিগ্রাহ সৈন্যকে আক্রমণ পূর্ব্বক জয়ী হইয়া হঠাৎ ফিরিয়াই ব্যূহভেদকদিগকে আক্রমণ করিল। এই রূপে নানাদিকে আক্রান্ত হইয়া পারসীক সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক্‌ তীরাভিমুখে ধাবমান্‌ হইয়া স্ব স্ব নৌকায় আরোহণ করিতে লাগিল। আথীনীয়েরাও পশ্চাৎ ধাবমান্‌ হইয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। এইরূপে সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে পারসীকদিগের

ছয় সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল; কিন্তু আথীনীয়-দিগের দুইশতও বিনষ্ট হয় নাই। এই সংগ্রামে পলি-মার্ক এবং হীপিয়স্ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যুদ্ধাবসানে যখন পারসীকেরা নৌকা লইয় পলাইতেছিল, তখন একজন আথীনীয় সৈন্য এক-খানা নৌকার পশ্চাৎভাগ দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধরিলে পারসীকেরা বাসীদ্বারা তাহার হস্ত কাটিয় দিল, সে পুনর্ব্বার বামহস্তদ্বারা ধরিলে বামহস্তও কাটিয়া দিল; তখন সে দন্তদ্বারা কাছি ধরিল ইহাও বর্ণিত আছে যে, ঐ সংগ্রামে এক ব্যক্তি কৃষকের বেশে আসিয়া লাঙ্গল প্রহার দ্বারা অনেব পারসীকসৈন্য সংহার করিয়া যুদ্ধাবসানে অদৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর আথীনীয়েরা দেবতার নিকট যাইয়া জানিতে পারিল যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বতন সমর-বিজয়ীদিগের মধ্যে একজন বীরপুরুষ, অর্থাৎ যাঁহার পূর্ব্বে বিস্ময়কর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহা-দিগের মধ্যে একজন; এজন্য সেই অবধি তাঁহা উপাসনাও আরম্ভ হইল। পৌর্ণমাসী অতিক্রান্ত হইলে স্পার্টীয়েরা আসিয়া দেখিল, আথীনীয়ের সমরে জয়লাভ করিয়াছে। স্পার্টীয়েরা সমরশায়ী পারসীকদিগকে দেখিবার জন্য মেরাথনক্ষেত্রে গমন করিয়া পারসীকদিগের ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন আথীনীয়দিগের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া স্পার্টা ফিরিয়া গেল।

পারসীকেরা যুদ্ধ যাত্রাকালে, ইয়ুবিয়াবাসী যে সকল লোকদিগকে বন্দী করিয়া এক ক্ষুদ্র দ্বীপে রাখিয়া গিয়াছিল, পলায়নকালে তাহাদিগকে লইয়া যায়, এবং ডেরায়সের নিকট উপস্থিত করে। ডেরায়স্ তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার না করিয়া, বরং বাস করিবার জন্য ভূমি প্রদান করিলেন। অতএব প্রাচ্যজাতির এই রীতি ছিল যে, তাহারা এক দেশ হইতে লোক আনিয়া বসতি করাইত। যদি এপ্রথা প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে অনেক ভূমিই বৃথা পড়িয়া থাকিত।

মিল্‌টাইডিসের পরিণাম।

মিল্টাইডিস মেরাথন্-সংগ্রামে জয়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত মহাসমারোহে আথেন্সে প্রবিষ্ট হইলেন। তদীয় কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তথাকার কোন রাজ-প্রাসাদের ভিত্তিপটে, মিল্টাইডিস্ দশজন সেনাপতির অধিনায়ক হইয়া যেরূপে পারসীকদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার একটী চিত্র লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ডেরায়সের আক্রমণের পূর্ব্বেই স্পার্টা এবং আথেন্স ভিন্ন প্রায় সকল দ্বীপের অধিবাসীরা বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ ডেরায়সকে ভূমি ও জল প্রদান করিয়াছিল। এক্ষণে মিল্টাইডিস্ ইচ্ছাপূর্ব্বক সপ্ততি রণতরীর অধ্যক্ষতা

করিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ পেরস-নামক দ্বীপে পৌঁছিয়া তথাকার ক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া অবশেষে নগরের অবরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে, নগরগ্রহণে বিফলপ্রয়াস হইয়া আথেন্সে ফিরিয়া আসিতে হইল। নগর অবরোধকালে তাঁহার এক উরু ভগ্ন হইয়া যায়। নিষ্ফলে প্রত্যাগমনের পর পেরিক্লিসের পিতা জান্থিপস্ তাঁহাকে প্রবঞ্চক, এবং সরকারী অর্থের অপচায়ক বলিয়া সাধারণের নিকট বারংবার অভিযোগ করিলে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। এই সময় মিল্টাইডিস্ দাঁড়াইতে বা চলিতে অসমর্থ ছিলেন। তদীয় বন্ধুগণ শয্যাগত অবস্থায় তাঁহাকে সাধারণ লোক সমক্ষে লইয়া গিয়া, রাজ্যমধ্যে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সকল বর্ণন করিলে, মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু তাঁহার বিস্তর অর্থ দণ্ড হইল। মিল্টাইডিস্ সেই সমস্ত টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহাকে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত করিল। তিনি তথায় অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে মৃত্যুর কৃপায় সেই নিদারুণ অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন।

জার্ক্সিসের রণসজ্জা।

অতঃপর ডেরায়স আর একবার গ্রীস্ আক্রমণের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, অল্প দিনের মধ্যে মানবলীলা

সম্বরণ করেন। বীর সাইরসের দুহিতা আটোসার গর্ব্ভসম্ভূত তদীয় পুত্র জার্ক্‌সিস্‌ পিতার শূন্য সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। এই সম্রাট্‌ প্রথমতঃ গ্রীস্‌-আক্র-মণের কোন চিন্তাই করেন নাই; কিন্তু তাঁহার ভগিনী-পতি মার্ডোনিয়স্‌-নামক দুরাকাঙ্ক্ষ এবং উগ্রস্বভাব এক যুবক নির্ব্বন্ধ সহকারে গ্রীস্‌-আক্রমণের পরামর্শ দিয়া কহিলেন "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, গ্রীস্‌-বিজয় অতি সহজেই হইবেক, তাহার পর সমস্ত ইয়ুরোপ বিজয়েও আমাদিগের কোন বাধা ঘটিবেক না, অবাধে তাহাও সম্পন্ন হইবেক।" ইহা শুনিয়া জার্ক্‌সিসের পিতৃব্য পরিণতবয়স্ক, বহুদর্শী আর্টাবেনস্‌ ভ্রাতু-ষ্পুত্রকে এই উদ্যম হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য কহি-লেন, "এ অভিযানের চরম ফল বিপদ, ক্ষতি এবং অপমান বৈ আর কিছুই হইবেক না।" কিন্তু এই উপ-দেশ অভিনব সম্রাটের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমিক তিন বৎসরকাল এই সংগ্রামের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এতাবৎকাল ব্যাপিয়া পোত নির্ম্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ, আহারসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইলে রাজার আদেশ মত সৈন্যসাগর আশিয়া-মাই-নরের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একত্র সমবেত হইলে। সম্রাট্‌ জার্ক্‌সিস্‌ স্বয়ং অধিনায়ক হইবার বাসনায় সূসা হইতে যাত্রা করিয়া, লীডিয়া-বাসী পীথিয়স্‌-নামক কোন ধনিকের ভবনে সসৈন্যে আতিথ্যগ্রহণ-পূর্ব্বক,

সার্ডিসে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে স্পার্টা এবং আথেন্স ভিন্ন গ্রীসের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া বশ্য-তার চিহ্নস্বরূপ জল ও মৃত্তিকা প্রদানের আদেশ করিলেন; এবং আশিয়ার অধীশ্বরের জন্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। সার্ডিসে অবস্থিতি কালে মিশর-বাসী এবং ফিনীশিয়া-বাসী প্রজাবর্গকে অর্দ্ধক্রোশবিস্তৃত হেলেস্পান্ট [১] প্রণালীতে এক নৌসেতু নির্ম্মাণের আদেশ কয়িয়াছিলেন; কিন্তু এক ভয়ানক ঝড় উত্থিত হইয়া সমস্ত সেতু বিধ্বস্ত করিয়া দিলে, সম্রাট্, তাহা দৈবঘটনার কার্য্য বিবে-চনা না করিয়া, সেতু নির্ম্মাণে নিযুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন; এবং হেলেস্পান্টের শাস্তি দিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা যাইয়া গর্ব্বিত হেলেস্পন্টের পৃষ্ঠে তিনশত বেত্রাঘাত কর, এবং সৌবর্ণ শৃঙ্খল নিঃক্ষিপ্ত করিয়া দাসবৎ শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বল যে, আমার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করার এই শাস্তি; যাহা হউক, সম্রাট্ তোমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবেন।" অনন্তর দুই শারি নৌকা দ্বারা ঐ সেতু পুনর্ব্বার যোজনা করা হইল, এবং নঙ্গর ও কাছি দ্বারা বিলক্ষণ দৃঢ় করা হইল। সেতুর উপরিভাগে কাষ্ঠ ও বৃক্ষশাখা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকাময় পথদ্বয় প্রস্তুত করা হইল; এবং ঘোটকাদি পশুগণ

১ এখন ইহাকে ডার্ডনেলিস্ প্রণালী কহে।

জল দেখিয়া ভয় না পায়, এজন্য উভয়পার্শ্বে আবর্ত্তন দেওয়ান হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

জার্ক্‌সিসের যাত্রা।

অভিযান যোগ্য সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, খৃঃ পূঃ (৪৮০) জার্ক্‌সিস্‌ গ্রীস্‌-বিজয়ার্থ সার্ডিস্‌ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত পীথিয়সের পাঁচটী পুত্রেরই গ্রীস্‌ যাইবার কথা ছিল, একারণ জার্ক্‌সিসের যাত্রাকালে পীথিয়স্‌ আসিয়া বিনয়-নম্র বচনে নিবেদন করিলেন,"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,অতএব এ সময় যদি কৃপা করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাইবার অনুমতি দেন, তবে এ অধীন বিশেষ অনুগৃহীত হয়।" কিন্তু সেই নৃশংস সম্রাট্‌ পীথিয়সের এবম্বিধ প্রার্থনা বাক্যকে গর্ব্বসূচক বিবেচনা করিয়া, ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, "আতিথ্য নিবন্ধন তোমার চারিটী পুত্র রক্ষা পাইল, জ্যেষ্ঠের আর নিস্তার নাই।" এই বলিয়া পিতৃসমক্ষে জ্যেষ্ঠের শিরশ্ছেদন আদেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইল; অনন্তর সম্রাটের আদেশানুসারে যাবতীয় সৈন্য সেই দ্বিধাকৃত শরীরের মধ্যদিয়া গমন করিল।

সেই সৈন্যসাগর সার্ডিস্ হইতে বহির্গত হইয়া ট্রোজাভিমুখে যাত্রা করিয়া, (একদা যে স্থানে রাজা প্রায়স্ একাধিপত্য করিয়াছিলেন, এবং বীর হেক্টর্ যথায় আপন বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন) তথায় উপস্থিত হইলে, জার্ক্সিস্ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং পূর্ব্বকালে যথায় ট্রয়নগর বিদ্যমান ছিল, তথায় গমন পূর্ব্বক দেবতোদ্দেশে বলিপ্রদান করিলেন। পরে তদীয় সেনাগণ তথা হইতে নির্গত হইয়া হেলেস্পন্টের আশিয়িক তীরে উপনীত হইয়া, উপকূলভাগ আচ্ছন্ন করত তথায় সন্নিবিষ্ট হইলে, সম্রাট্ উচ্চভূমিস্থ এক মার্ব্বল-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পটভবন, পতাকা, তুরঙ্গমসেনা, অস্ত্রশস্ত্র এবং অসংখ্য সৈন্যসাগর অবলোকন করিতে লাগিলেন। যে সেতু ইয়ুরোপ, এবং আশিয়া-বিভাগকে সংযুক্ত করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত রহিয়াছে, দূর হইতে সেই সেতু অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময় পারসীকদিগের পরমারাধ্য সূর্য্যদেব নির্ম্মল নভোমণ্ডল হইতে কিরণ বিস্তার করিতেছিলেন; ভূতলে সৈনিকদিগের অধ্যবসায় ও গতিবিধি ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই; সমুদ্রে অসংখ্য রণতরী সম্রাটের সন্তোষার্থে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া জার্ক্সিসের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; এবং তাঁহার হৃদয়, মহিমা এবং প্রতাপ প্রভৃতির গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া

আসিল; কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত বারিধারা বিগলিত হইতে দেখা গেল। তাঁহার পিতৃব্য আর্টাবেনস্ অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন "আমি এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছি যে, শত বৎসরের মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ লোক দিগের কেহই জীবিত থাকিবেক না।" কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষা ও জিগীষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া, এত লোককে, তাহাদের জন্মভূমি এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদেশে মারিতে আনিয়াছেন, এই ভাবিয়া অশ্রুপাত করা উচিত ছিল।

পর দিবস সূর্য্যোদয়কালে জার্কসিস্ এক স্বর্ণ পাত্র সুরা পূর্ণ করিয়া এবং তাহা সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া, "আমাকে রক্ষা করুন; আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন;" বলিয়া সূর্য্যদেবের বন্দনা করিলেন; এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মার্টিল্‌-শাখাদ্বারা সমস্ত সেতু আস্তৃত করা হইলে, ধূপ ও ধুনার গন্ধে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে, জার্কসিস্ সেতুপথে হেলেস্পণ্ট্ পার হইতে আরম্ভ করিয়া, সৈন্যগণসমভিব্যাহারে, সেতুর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন; এবং ভারবাহী পশুগণ বামপার্শ্ব দিয়া পার হইতে লাগিল। সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পার করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেত্রধারী পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তথাপি, সৈন্যসংখ্যার আধিক্যবশতঃ ঐ তাবৎ সেনার সেতু পার হইতে সম্পূর্ণ সাত দিবস লাগিয়াছিল। যৎকালে

জার্ক্‌সিসের সৈন্যগণ থ্রেসের বিস্তৃত ক্ষেত্র দিয়া আথেন্সাভিমুখে গমন করে, তখন তাহারা উক্ত ক্ষেত্রের যাবতীয় নদীর জল খাইয়াই শুষ্ক করিয়াছিল। জার্ক্‌সিস্‌ থ্রেসের সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাবতীয় সৈন্য গণনা করিবার মানস করিলেন; পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, গণনার জন্য জার্ক্‌-সিস্‌কে যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; তাহা এইঃ— প্রথমতঃ দশ সহস্র সৈন্য একত্র দণ্ডায়মান হইলে, তাহাদের চতুঃপার্শ্বে একটী গোলাকার রেখা অঙ্কিত করা হইল, এবং সেই রেখা অনুসারে নাভির পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া প্রস্তরময় এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন। অনন্তর ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে সৈন্যদিগকে প্রবেশ করাইয়া তাহা পরিপূর্ণ হইলে, এক অযুত করিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল; এইরূপ গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পদাতি সৈন্য সংখ্যা সপ্তদশ লক্ষ হইল, এতদ্ভিন্ন এক লক্ষ তুরঙ্গম সেনা এবং পাঁচ লক্ষ পোত-সৈন্য ছিল; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকও পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার সমান ছিল। অতএব জার্ক্‌-সিস পাঁচ নিযুত সৈন্য লইয়া গ্রীস্‌দেশ আক্রমণ করিতে গমন করেন; কিন্তু তখন সমস্ত গ্রীসে মোটে চারি নিযুত বৈ অধিবাসী ছিল না।

গ্রীক্‌দিগের সমরসজ্জা।

ইতি পূর্ব্বে জার্ক্‌সিস্‌ গ্রীসে যে সমস্ত দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রীসে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, সেই

সকল দূতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের মুখে আথীনীয়, ফোসীয়, এবং বিয়োসিয়ার অন্তঃপাতী প্লেটিয়া, এবং থেস্‌পী নামক ক্ষুদ্র নগরদ্বয়ের অধিবাসী ভিন্ন, প্রায় সমস্ত গ্রীস্‌ দেশ তদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে স্বীকৃত হইয়াছে শুনিয়া, জার্ক্‌সিস্‌ থেসলির মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করত, অবশেষে থার্মপাইলি নামক সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থেসলি হইতে বিয়োসিয়ায় প্রবিষ্ট হইবার যে একটীমাত্র পথ আছে, তাহাও আবার স্পার্টা-রাজ লিয়নিড়াসের অধীনস্থ এক দল সেনা রুদ্ধ করিয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত আছে।

আথীনীয় এবং স্পার্টীয়েরা জার্ক্‌সিসের ভয়ানক রণসজ্জা শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রীসের অপরাপর প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিল; কিন্তু অধিকাংশ গ্রীকই স্বাধীনতা পরিহার পূর্ব্বক জার্ক্সিসের বশীভূত হইতে অভিলাষ করিল; এজন্য আথীনীয়েরা তাহাদের সে আশা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে হউক দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দেবতাদিগের মত জানিবার জন্য ডেল্‌ফির দেবালয়ে লোক প্রেরণ করিল। তাহাতে দেবতার এই অস্ফুট আদেশ হইল যে, জুয়স্‌ অর্থাৎ দেবরাজ, শুদ্ধ আথেন্সের অধিদেবতা পেলস্‌-আথেনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নগর

রক্ষার্থ যে কাষ্ঠময় প্রাচীর প্রদান করিবেন, আথীনী-য়েরা তাহা আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিবেক। এখন; কাষ্ঠময় প্রাচীর এই শব্দের অর্থ কি, এই লইয়া নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বৃদ্ধ পুরুষ অনুমান করিলেন, পূর্ব্বে দুর্গ একবার কন্টক বৃক্ষের বৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রক্ষা পাইয়াছিল ; বোধ হয়, দেবতারা তাহারই আশ্রয লইতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা কাষ্ঠময় প্রাচী-রের অর্থ রণ-তরীই স্পষ্ট স্থির করিয়া লোকদিগকে তদারোহণ পূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করিবার পরা-মর্শ দিল। এইরূপ অনেকেই অনেক প্রকার অনুমান করিলে, তদানীন্তন মহাপুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান থেমিষ্টক্লিস্, ঐ দৈববাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, দারুময় প্রাকার শব্দের অর্থ জাহা-জই বটে ; কিন্তু দেবাদেশের অর্থ এই বুঝিতে হই-বেক যে, যদি গ্রীকেরা জাহাজে আরোহণ করিয়া সালামিস্ দ্বীপ আশ্রয় করে, তবে তাহাদিগের বিনাশ নাই। এই উপদেশই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া গ্রাহ্য হইল ; এবং সকলে একত্র হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, গ্রীকদিগকে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হই-বেক। এবিধায় যতদূর হইতে পারে, পোতনির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

জার্ক্‌সিস্‌ থেসলি প্রবেশ করিতেছেন, এই

সংবাদ গ্রীক্‌দিগের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা সমস্ত গ্রীক রণতরী একত্রিত করিয়া যাত্রা করিল; এবং থার্ম্মপাইলি বর্ম্মের পুরোবর্ত্তী ইয়ুবিয়া দ্বীপের উপ-কূল ভাগ আশ্রয় করিল; এদিকে স্পার্টারাজ লিয়-নিডাস্ প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া গিরিপথ রুদ্ধ করিবার মানসে অগ্রেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই সকল সৈন্যের অধিকাংশই পিলপনীসীয় ছিল। এই সংকীর্ণ পথের এক দিকে পর্ব্বত, অন্য দিকে সমুদ্র; ইহার দীর্ঘতা প্রায় আড়াই ক্রোশ হইবেক, স্থানে স্থানে ইহার প্রাশস্ত্য এত অল্প যে, আড়াইশ হাতের অধিক হইবেক না; এজন্য তিনি বিবেচনা করিলেন, যে পর্য্যন্ত প্রভূত সৈন্য না আইসে, সে পর্য্যন্ত সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও, সেই গিরিপথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হই-বেন। বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী থীব্‌স্‌ নগরবাসীরা গ্রীক্ জাতিসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, একারণ তাহাদিগকেও এই বিপদের অংশী করিবার মানস করিলেন, এবং তাহারা সম্মত হইয়া তাঁহার সহা-য়তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগকে বর্ম্মের পুরাতন ভগ্না-বশিষ্ট প্রাচীর রক্ষায় নিযোজিত করিলেন; এই প্রাচীর পূর্ব্বকালে থেসলিবাসীদিগের আক্রমণনিবারণার্থ থার্ম্মপাইলির উত্তর প্রান্তে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

থার্ম্মপাইলি।

জার্ক্সিস্‌ বর্ম্ম সমীপে পঁহুছিয়া, যখন গ্রীকদিগের

অবস্থিতি ভূমি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত অগ্রে একজন অশ্বারোহী পাঠাইলেন, তখন গ্রীকেরা প্রাচীরের বহির্ভাগে কেহ অস্ত্র মার্জ্জন, কেহ কেশবিন্যাস, এবং কেহ বা ব্যায়ামশিক্ষা করিতেছিল। পারসীক্ তুরগসাদী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যথাদৃষ্ট সংবাদ দিল ; জার্ক্সিস্ ডেমরেটসকে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, এতাবতা তাহাদের অটল-প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে ; অর্থাৎ তাহারা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেক; জীবন থাকিতে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিবেক না। জার্ক্সিস্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের প্রস্থানের আশায় চারি দিন অপেক্ষা করিয়া, যখন দেখিলেন, তাহারা নড়িল না, তখন তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। হুকুম যত সহজে দেওয়া হইল, তাহা সম্পন্ন করা তত সহজ হইল না ; সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পারসীক্-আক্রমণকারীরা বিলক্ষণ ক্ষতি সহ্য করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরে অমরদল-নামক দশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়া সম্মুখীন হইলে, গ্রীকেরা পলায়নচ্ছলে হটিয়া গিয়া তাহাদিগকে বর্ত্মের ভিতর আনিল, সেখানে স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ অধিক লোকের একেবারে যুদ্ধ করিবার যো ছিল না, সুতরাং পারসীক্দিগের অধিক সৈন্য থাকাতে কোন উপকারও দর্শিল না ; বরং গ্রীকেরা ফিরিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক অকাতরে হত্যা

করত তাহাদিগকে পরাস্ত করিলে, তাহারা পলায়ন করিল। জার্ক্সিস্ রক্ষকদিগকে পলায়নোন্মুখ দেখিয়া, ভয়ে সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। পরদিন পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু সে দিনও পরাস্ত হইলেন; এবং যার পর নাই হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে এফিয়ল্‌টিস্ নামে স্বদেশদ্বেষ্টা এক ব্যক্তি জার্ক্সিসের নিকটে আসিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, পর্ব্বতের উপর দিয়া যে আর একটী পথ আছে, ঐ পথ দ্বারা এক দল পারসীক্ সৈন্য লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, অমরদল-নামক সৈন্যদিগের উপর এই কার্য্যের ভারার্পণ হইল; এবং তাহারা সন্ধ্যার সময় ঐ স্বদেশ-দ্বেষ্টা নরাধমের সহিত যাত্রা করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বিপক্ষদলের অজ্ঞাতে পারসীক্‌সৈন্য বর্ত্মমুখের উপরিস্থ গিরিশিখরে পঁহুছিল। এপর্য্যন্ত গ্রীকেরা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই; কিন্তু ঐ পর্ব্বত তরুমণ্ডলীতে সমাচ্ছাদিত থাকায়, তদীয় অধিত্যকাপ্রদেশের ভূমি বিগলিত পর্ণরাশি দ্বারা আকীর্ণ ছিল; এই নিমিত্ত পর্ব্বতস্থ গ্রীক্‌পক্ষীয় রক্ষী-পুরুষেরা গলিতপত্রের খড়্‌মড়্ শব্দে শত্রুদিগের পদশব্দ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অবি-লম্বে অস্ত্র ধারণ করিল; কিন্তু পারসীকেরা তাহাদের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা পলায়ন করিল; এবং আক্রমণকারীরাও

তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল। লিয়নিডাস্ ইতিপূর্ব্বেই নরাধমের কার্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন; পরে যখন প্রাতঃকালে উল্লিখিত প্রহরীরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, শত্রু সৈন্য পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; তখন তিনি বিপক্ষ সেনার গতিরোধের আশা পরিত্যাগ করিয়া, স্পার্টীয়, থীবীয় ও থেস্পীয় সৈন্যদিগকে অধীনস্থ সৈন্য বর্গের মধ্যে বিশিষ্টরূপ রণক্ষম জ্ঞান করিয়া, এবং প্রাণান্তেও তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেক না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাহাদের সকলকেই তথায় উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। এবং অন্যান্য মিত্রসৈন্যদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিদায় করিলেন যে, তাঁহারা অতঃপর দেশ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেক।

প্রাতঃকালে জার্ক্সিস্ গ্রীকদিগকে পুনরাক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলে, গ্রীকেরা শরীরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে বর্ত্ম মধ্য হইতে তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং এমন মরিয়া হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে, পারসীক্ সৈন্যদিগকে রণাভিমুখে রাখিবার নিমিত্ত প্রহার পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল, এবং সেই সঙ্গে রাজার দুই পিতৃব্য ও দুই সহোদরও মরিলেন। পরিশেষে যখন লিয়নিডাসও পড়িলেন, তখন গ্রীকেরা, আপনাদের অস্ত্র

শস্ত্র বিকল দেখিয়া, বর্ত্মের ভিতর ফিরিয়া আসিল, এবং একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর আশ্রয় লইয়া যতক্ষণ স্পার্টার এক প্রাণীও জীবিত থাকিল, ততক্ষণ রিপুর বশ্যতা স্বীকার করিল না।

জার্ক্সিস স্বহস্তে লিয়নিডাসের শিরশ্ছেদন করিয়া তদীয় কবন্ধ ঝুলাইয়া রাখিলেন। গ্রীস্‌দেশ, শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলে একটী মার্ব্বলের-সিংহ লিয়ডিনা-সের উদ্দেশে সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সংস্থাপন করা হইয়াছিল, এবং চিরস্মরণার্থ তাঁহার সঙ্গীগণের ও কীর্ত্তিস্তম্ভ নামাঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

যে দুরাত্মা পারসীক্‌দিগকে পথ দেখাইয়া দেয় তাহার মুণ্ড-আনয়ন-কর্ত্তার পুরস্কার হইবেক, এই ঘোষণা প্রচার করা হইল। কিন্তু সে পামর কয়েক বৎসর পরে যখন কারণান্তরে নিহত হইল, তখন সেই বধ-কর্ত্তাকে উল্লিখিত পুরস্কার দেওয়া হইল।

ডেল্‌ফি-আক্রমণ।

ইয়ুবিয়ার উপকূলে পারসীক্ রণ-তরী না আসিতে পায়, এই উদ্দেশে যে সকল গ্রীক-সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা, লীয়নিডাস্‌ও তদীয় অনুচর বর্গের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে পলায়-নের উদ্যম করিল। তাহাদের প্রস্থানের পূর্ব্বে থেমিষ্টক্লিস্ ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে গমন করিয়া, যে সকল আইয়োনিয়াবাসী লোক, পারসীক্-রণপোতে

কর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রস্তরফলকে এই কথা লিখিয়া আসিয়াছিলেন "যে তোমরা পারসীক্‌দিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া স্বজাতির অপমান করত নিতান্ত নরাধমের কর্ম্ম করিতেছে, যদি তোমরা সাহায্য করিতেই না পার, অন্ততঃ এই লজ্জাকর দাসত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক জাতিশত্রু পারসীক্‌দিগের সাহায্য হইতে বিরত হও।" তাঁহার এরূপ করিবার এই তাৎপর্য্য ছিল যে, যদি তাহারাও না আইসে, অন্ততঃ জার্ক্সিস্‌ ও তাহাদের উপর সন্দিহান হইবেন।

এক্ষণে পথ নিষ্কণ্টক পাইয়া জার্ক্সিস অবাধে সসৈন্য গ্রীসের মধ্য দিয়া চলিলেন, এবং বিয়োশিয়ায় পঁহুছিয়া, ডেল্‌ফির পরমসমৃদ্ধ দেবমঠ আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তত্রত্য লোকেরা শত্রুর আগমনে ভীত হইয়া দেবতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, দেবালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোথায় রাখা যাইবেক, মাটীতে পুঁতিয়া রাখা যাইবেক, কি স্থানান্তরিত করা যাইবেক? আপলো দেব কহিলেন "আমি আপনার ধন আপনিই রক্ষা করিব তোমাদের কোন চিন্তা নাই।" অতএব তাহারা আপনাদের পরিবারবর্গকে পিলপনীসীয়দিগের নিকট পাঠাইয়া দিল; এবং নগরমধ্যে ষাট্‌ জনমাত্র লোক রাখিয়া সকলে পার্নেসস্‌ পর্ব্বতের বৃহত্তর এক কন্দরে লুক্কায়িত হইল। পারসীকেরা প্রায় মঠের নিকট পঁহুছিয়াছে, এমন সময়ে সহসা ঝড়,

বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, পার্নেসসের শিখর দেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, এবং মঠের অভ্যন্তর হইতে যেন যোদ্ধাদিগের জয়সূচকধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। কতকগুলি আক্রমণকারী প্রস্তরখণ্ড নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিল, এবং কতক বা ডেলফায়দিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল; এবং যাহারা রক্ষা পাইল তাহারা স্বদলে মিলিত হইয়া বলিল যে, "যাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে দুইজন মহাকায় বীরপুরুষ ছিলেন; যাঁহাদিগকে ডেল্‌ফিবাসীরাও তাহাদের রক্ষকস্বরূপ প্রধান বীর বলিয়া বর্ণন করিয়াছে।"

আথেন্স গ্রহণ।

জার্ক্সিস্ বিয়োশিয়ার মধ্য দিয়া আথেন্সাভিমুখে গমন কালে তত্রত্য থেস্পি ও প্লেটিয়া-নগর অগ্নিসাৎ করিয়া আথেন্সে উপস্থিত হইলেন; এবং নগর শূন্যপ্রায় দেখিলেন। আথেনীগণ থেমিষ্টক্লিসের পরামর্শে ইতিপূর্ব্বেই নগর পারিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। থেমিষ্ট্‌ক্লিস্ আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই কিংবদন্তী প্রচার করিয়াছিলেন যে, পেলস্-আথেনার মন্দিরে যে মহাকায় নাগরাজ ছিলেন, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন; এইটী দেবীর নগর পরিহারের একটী প্রমাণ স্বরূপ। আরো এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন

যে, সকলকেই আপন আপন পরিবারবর্গের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবেক; এবং সকলকেই পোতে আরোহণ করিতে হইবেক। মিল্টাইডিসের পুত্র সাইমন্ সর্ব্ব প্রথম এই যুক্তির অনুবর্ত্তন করেন; তিনি কতিপয় সমবয়স্ক ও সমান মর্য্যদাপন্ন যুবক সমভিব্যাহারে দারুদুর্গে গমনপূর্ব্বক তথায় যে সকল ঢাল্ ছিল তন্মধ্য হইতে একখানি গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর বন্দনা করিয়া জাহাজে উঠিলেন। আথীনীয়-দিগের কেহ কেহ আপন আপন পরিবারদিগকে সালামিস্-দ্বীপে পাঠাইয়া দিল, কেহ বা পিল-পনীসসের উপকূলে প্রেরণ করিল। ফলতঃ তত্তৎ স্থানের অধিবাসীগণ তাহাদের উপর যারপর নাই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, এমন কি সন্তানদিগের শিক্ষার্থে অধ্যাপক পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল; এবং তাহাদিগকে যথেচ্ছ ফল মূল আহরণ করিয়া খাইতে দিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, একটী প্রভু-ভক্ত কুক্কুর আপন প্রভুর জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়া সালামিস্-দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া তীরে উঠিয়াই মরিয়া গেল।

কেবল কতিপয় মূঢ়মতি দারুদুর্গকে দৈববাণী নির্দ্দিষ্ট স্থান ভাবিয়া তথায় রহিল। কিন্তু তাহারা পারসীক-দিগকে নিবারণ করিতে পারিল না। সুতরাং পারসী-কেরা দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া নগর দগ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সালামিসের যুদ্ধ।

সমস্ত গ্রীক্ রণতরী সালামিসের উপকূলে থাকিয়া আথেন্সের দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিল। অতঃপর কি করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য যে সভা হইল, তাহাতে আথীনীয় প্রধান সেনাপতি থেমিষ্টক্লিস্ এই পরামর্শ দিলেন যে, সালামিসের সংকীর্ণ সমুদ্রে থাকিয়া যুদ্ধ দিতে হইবেক, তাহা হইলে পারসীক্ দিগের অধিক সৈন্যবল কোন কার্য্যকারক হইবেক না। কিন্তু স্পার্টীয়সেনাপতিরা পদাতি সৈন্যের সাহায্য পাইবার সুবিধা দেখাইয়া তথা হইতে করিন্থ-যোজকের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যাইয়া যুদ্ধ দিবার মত ব্যক্ত করিলে, পর দিবস যোজকের সমীপবর্ত্তী সাগরে রণতরী লইয়া গমন করাই সভার শেষ সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা থেমিষ্টক্লিসের এক জন বন্ধু তাঁহার মনে পড়াইয়া দিলে, তিনি পুনর্ব্বার স্পার্টার প্রধান সেনানায়ক ইউরি-বাইডিসের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে এই বিষয়ের জন্য আর একটী সভা বসাইতে অনুরোধ করিলেন। সভা-বসিলে পর থেমিষ্টক্লিস্ সভাপতি আরিষ্টাইডিসের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব দ্বারা সভ্যগণকে স্বমতে আনিবার নিমিত্ত, বিশেষ যত্ন করিলে, কোন সভ্য কহিলেন "থেমিষ্টক্লিস! যাহারা সময় না হইতেই খেলায় উঠে, চাবুক খাইয়াই তাহা-দের প্রাণ বাহির হয়"। এই কথা শুনিয়া তিনি

উত্তর করিলেন, "হাঁ সত্য বটে, কিন্তু যাহারা সময় হইলেও না উঠে, তাহাদের কপালেও কখন মুকুট ঘটে না।" এই কথা শুনিয়া ইউরিবাইডিস্ যষ্টি-প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু থেমিষ্টক্লিস নিজের কোন উপকার অপেক্ষা দেশের উপকার গুরুতর ভাবিয়া এই বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "মারুন, কিন্তু আমার কথায় একবার কর্ণপাত করুন" এই বলিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে, তথা হইতে পলাইয়া যাওয়া যে কতদূর মূঢ়তার কাজ, এবং সালামিসস্থ পারিবারদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুহস্তে নিক্ষিপ্ত করা যে কতদূর নিষ্ঠুরতা, তাহা বর্ণন করিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াও আপন ইচ্ছা সফল হইল না, তখন তিনি কহিলেন, যদি তাঁহারা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে না চাহেন; তবে আথানীয়েরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সপরিবারে ইটালি গমন করিবেন। এইরূপ ভয়-প্রদর্শনে থেমিষ্টক্লিসের অভীষ্ট সিদ্ধি হইল; সালামিসে থাকিয়া পর দিন যুদ্ধ করাই স্থির হইল।

এই সময় জার্ক্সিস্ স্বীয় রণপোতের অধ্যক্ষদিগকে ডাকাইয়া যে সভা করিলেন, তাহাতে সকলেই যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, কেরিয়ার অধীশ্বরী আর্টিমীসিয়া, যিনি পারসীক রাজের সাহায্যার্থ স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন, এই পরামর্শ দিলেন যে, "হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পদাতিক

সৈন্যদিগকে পিলপনীসসে পাঠাইয়া দিলে খাদ্যের অভাবে গ্রীক্‌-রণতরী সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবেক, তাহা হইলেই আমাদিগকে আর জলযুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবেক না।” জার্ক্সিস্‌ তাঁহার এই পরামর্শ শুনিয়া তদীয় বুদ্ধি ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তদীয় পরামর্শের অনুবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে বলবৎ পক্ষের মতেই চলিতে হইল। পরে পারসীক-রণপোত সকল যুদ্ধার্থ সালামিসে যাত্রা করিল, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে সে দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল।

এই রাত্রে গ্রীকেরা, কতকগুলি পারসীক্‌-সৈন্য যোজকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে শুনিয়া, উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া থেমিষ্টক্লিস্‌ অতঃপর যুদ্ধে বিলম্ব হইলে সব নষ্ট হয়, দেখিয়া পারসীক্‌-শিবিরে এক জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে পাঠাইলেন, এবং বক্তব্য কথা বলিয়া দিলেন। সে তথায় গিয়া বলিল, “ গ্রীকেরা যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইতেছে, এই সময় সহসা আক্রমণ করিলে অনায়াসে আপনাদের জয়লাভ হইবেক। এই কথা বলিবার নিমিত্ত আপনাদের গুপ্ত মিত্র কোন আথীনীয় সেনা-নায়ক আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।” থেমিষ্টক্লিসের এই কৌশল সিদ্ধ হইল। পারসীকেরা আর কোন আপত্তি না করিয়া অবিলম্বে আক্রমণে উদ্যত হইল, এবং কতকগুলি রণতরী সালামিস্‌ দ্বীপের চারি দিকে পাঠাইয়া

দিল যে গ্রীকেরা কোন দিক দিয়া পলাইতে না পারে।

এই সময়ে আথেন্স্ নগরে যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম নির্ব্বাসন-বিধি। নগরের কোন অধিবাসী লোক বিশেষ প্রিয়পাত্র বা বিশেষ ক্ষমাশালী হইয়া সাধারণের ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতেছে, এরূপ বিবেচনা হইলে, তাঁহাকে সর্ব্ব সমক্ষে আনিয়া বিচার করা হইত; বিচারে ছয় সহস্র লোক একবাক্য হইলেই, তাঁহাকে দশ বৎসরের নিমিত্ত বাড়ী ঘর ছাড়িয়া নির্ব্বাসনে যাইতে হইত। আরিষ্টাইডিস্ নামে দেশহিতৈষী পরম ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ এক ব্যক্তি এইরূপে নির্ব্বাসিত হন। থেমিষ্টক্লিস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি চাতুরী দ্বারা সমস্ত লোকদিগকে লওয়াইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া আথেন্সের সম্মুখবর্ত্তী ইজাইনা দ্বীপে বাস করিতে ছিলেন। তিনি এখন পারসীকদিগকে সালামিস বেষ্টন করিতে দেখিয়া, (যাহারা তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ও তাহাদের সে নিষ্ঠুরতা স্মরণ না করিয়া,) অবিলম্বে এক খানি বোটে চড়িয়া সালামিস্ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং থেমিষ্টক্লিসের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “শত্রুরা চারি দিক্ বদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে কোন দিক দিয়া পলাইবার যো নাই, অতএব যদি তোমরা এই সময় বলপূর্ব্বক উহা-

দের মধ্য দিয়া অপক্রান্ত হইতে পারি, তবেই বাঁচিবে, নতুবা আর কোন উপায় দেখি না।” থেমিষ্টক্লিসও তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া গোপনে যাহা যাহা করিয়াছেন, সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, এবং আর আর সেনাপতিদিগের নিকট গিয়া স্বাভিপ্রায় জানাইতে অনুরোধ করিলেন যে, তাহারাও তাঁহাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিবেক। তিনি সকলের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না। পরিশেষে যখন শত্রুশিবির হইতে এই সম্বাদ লইয়া একখানি নৌকা আসিল, তখন তাহাদের সে সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ভোর হইতেছে দেখিয়া, থেমিষ্টক্লিস সকলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন, এবং সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া এমন এক ওজস্বি বক্তৃতা করিলেন যে, তাহাতে প্রোৎসাহি হইয়া তাহারা পোতে আরোহণ করিলে, খৃঃ পূঃ ৪৮০ সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

জার্ক্সিস্ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সালামিসের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠান করিলেন, এবং পারিষদেরা যুদ্ধ বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। উভয় পক্ষেরই নৌসেনা যুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ হইল। পারসীক রণ-তরী সহস্র সংখ্যক, এবং গ্রীক্‌দিগের চারিশত অপেক্ষাও কম হইল। এবং উক্ত চারিশতের মধ্যে আথীনীয়েরা প্রায় দুইশত সরবরাহ করিয়াছিল। গ্রীকেরা আক্রমণ করিতে

ইতস্ততঃ করত কিছুকাল দাঁড়ের উপর শয়ন করিলে-পর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি সহসা আবিভূ্ত হইয়া "ওহে কাপুরুষগণ! আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে?" এই কথা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, রণতরী সম্পর্কীয় সমস্ত লোকেই তাহা শুনিতে পাইল; এবং একখানি আথীনীয় রণপোত বেগে আসিয়া শত্রুদিগের একখানির উপর আক্রমণ করিলে, ক্রমশঃ দেখাদেখি উভয় পক্ষীয় সকলেই রণে মত্ত হইল। কিন্তু ঐ স্থানের সাগর অতি সঙ্কীর্ণ থাকায় পারসীকদিগের আক্রমণের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিলে অল্পকাল মধ্যেই তাহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়িল; এবং তাহাদের অনেক রণতরী নষ্ট হইল। একখানি আথীনীয় রণপোত আর্টিমাসিয়ার প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া, স্বপক্ষের একখানি জাহাজ আক্রমণ করিয়া বারিসাৎ করিলেন। এই দেখিয়া আথীনীয় সেনাপতি তাঁহাকে আপনাদের মিত্র ভাবিয়া আক্রমণোদ্যোগ পরিত্যাগ করিলেন।

জার্ক্সিস্ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, রাজ্ঞী শত্রু পক্ষের জাহাজ জলসাৎ করিলেন ভাবিয়া, বলিলেন "পুরুষেরা মেয়ে এবং মেয়েরা পুরুষ।" ওদিকে পারসীকদিগের সমস্ত রণ-তরী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল; এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ সংগ্রাম চলিয়া পরিশেষে শান্ত হইল। এই যুদ্ধে সমুদায়ে গ্রীক্‌দিগের চল্লিশখানি

মাত্র রণতরী বিনষ্ট হইল ; কিন্তু পারসীক্‌দিগের, যাহা অধিকার করিয়া আনা হয়, তাহা ব্যতিরেকে প্রায় তুইশত জলমগ্ন হইয়াছিল।

জার্ক্‌সিসের পলায়ন।

জার্ক্সিস্‌ অতঃপর আর জলযুদ্ধে সাহস করিতে না পারায়, মার্ডোনিয়স্‌ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "হয় একেবারে পিলপনীসীয়দিগকে আক্রমণ করুন, না হয় আমাকে তিন লক্ষ সৈন্য দিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন ; আমি পণ করিতেছি, সৈন্য লইয়া সমস্ত গ্রীস্‌ সম্পূর্ণ জয় করিয়া যাইব।" রাজা এই যুক্তিটি শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আর্টিমীসিয়াও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন ; এবং থেমিষ্টক্লিসের নিকট হইতে গুপ্তভাবে এক দূত আসিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাকে আরো দৃঢ় করিয়া গেল। সালামিস্‌ জয় লাভের পর, থেমিষ্টক্লিস্‌ সমস্ত গ্রীক্‌-সেনাপতি-দিগের নিকট, হেলেস্পন্টে গিয়া তথাকার সেতু উৎপাটন দ্বারা জার্ক্সিসের পলায়নের পথ খণ্ডন করিবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু ইয়ুরিবাইডিস্‌ তাহা অগ্রাহ্য করিলে, থেমিষ্টক্লিস্‌ আপনার বিশ্বাসী দূত দিয়া জার্ক্সিস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "গ্রীকেরা হেলেস্পন্টের সেতু ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন, কেবল আমি তাহাদিগকে সে মতলব হইতে ক্ষান্ত করিয়াছি।"

পলায়নকালে পারসীকেরা ভয়ানক ক্লেশ পাইয়াছিল; পীড়া এবং দুর্ভিক্ষে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। তৃণ এবং গাছের পাতা খাইয়া তাহাদিগকে প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল; এবং এত লোক মরিয়াছিল যে, যে দেশ দিয়া তাহারা গমন করিয়াছিল, সেই দেশ মৃত দেহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। হেলেস্পণ্ট পঁহুছিয়া দেখিল, ঝড় ও তরঙ্গ বেগে সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সালামিসে যে সকল জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল, তদ্দ্বারা জার্ক্সিস্ এখন মৃতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আশিয়ার উপকূলে পঁহুছিলেন। জার্ক্সিস্ সার্ডিস নগরে শীত-কাল অতিবাহিত করিয়া বসন্তের প্রারম্ভে সূসা যাত্রা করিলেন। তিনি অতঃপর স্বয়ং কোন যুদ্ধে অধ্যক্ষতা করিবার বাসনা একেবারে দূর করিলেন; প্রাচ্য ভূমিপালদিগের চিরাভ্যস্ত পদ্ধতিক্রমে জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিছুকালপরে স্বীয় এক কর্ম্মচারীর হস্তে নিহত হইলেন।

গ্রীস্‌দেশের ঘটনা।

পারসীক্‌দিগের রণপোত সকল প্রস্থান করিলে, গ্রীকেরা, (মেরাথন্-যুদ্ধের পর, যেমন সন্নিহিত দ্বীপসমূহের অধিবাসীদিগের নিকট টাকার দাবী করিয়াছিল) পুনর্ব্বার তাহাদের উপর সেইরূপ করিবার মানস করিল। থেমিষ্টক্লিস্ আণ্ড্রস্ দ্বীপে গিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট বলিলেন, আথীনীয়েরা দুইটী

দেবী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, অতএব তোমাদিগকে অবশ্যই টাকা দিতে হইবেক। ইহা শুনিয়া তাহারা উত্তর করিল, আমাদের এখানেও দুইটী দেবী আছেন, তাঁহারা কখন এদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, সুতরাং আমরা টাকা দিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া গ্রীকেরা তাহাদের নগর বেষ্টন করিলে, সে বেষ্টনের কোন ফল দর্শিল না। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপের লোকেরা গোপনে থেমিষ্টক্লিসের নিকট টাকা পাঠাইয়া নিষ্কৃতি পাইল। অনন্তর গ্রীকেরা সালামিসে ফিরিয়া আসিল।

মার্ডোনিয়স্ সসৈন্যে থেসলিতে শীতকাল অতিপাতিত করিয়া বসন্তের প্রারম্ভে যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ আথীনীয়দিগকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, মেসিডোনীয়-রাজ আলেক্জাণ্ডরকে এই বলিয়া তথায় পাঠাইলেন; যদি তাঁহারা তাঁহার সহিত মৈত্রী করেন, তবে তিনি তাঁহাদের সমস্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং সমস্ত দেব-মঠ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। আলেক্জাণ্ডর তাহাদিগকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে স্পার্টীয়েরা তাহাদিগকে বিনয় বচনে কহিল, “তোমরা কদাচ সাধারণ পক্ষ পরিত্যাগ করিও না; আমরা তোমাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিব; এবং প্রাণপণে তোমাদের উপকার করিতে ত্রুটি

করিব না।” এতাবৎ শ্রবণ করিয়া আথীনীয়ানেরা যে উত্তর করিল, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ উদারাশয়তা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইল। তাহারা আলেক্‌জাণ্ডরকে বলিল “যাহারা আমাদিগের দেবালয় ও বাসস্থান দগ্ধ করিয়াছে, যতকাল সূর্য্যদেব আপন গতির অনুবর্ত্তন করিবেন, ততকাল তাহাদের সহিত মিত্রতা করিব না। হে লেসিডিমোনীয় দূতগণ! তোমরা আথীনীয়দিগের স্বভাব জান না বলিয়াই তাহাদিগকে, সাধারণ পক্ষ ছাড়িবেক বলিয়া মনে করিয়াছ। তোমরা আমাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ আটিকার সীমা রক্ষার জন্য অবশ্য অবশ্য বিয়োশিয়ায় একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিবে।” স্পার্টীয় দূত তাহাতেই সম্মত হইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু গৃহে যাইয়াই তাহা বিস্মৃত হইল।

অধুনা মার্ডোনিয়স্‌ সসৈন্যে থার্মপাইলি অতিক্রম করিয়া বিয়োশিয়ায় প্রবিষ্ট হইলে, ঐ দেশের ক্ষেত্র বিলক্ষণ বিস্তৃত থাকায়, তাঁহার অশ্ব-সৈন্যদিগের পক্ষে অনুকূল হইবেক বলিয়া, থীবীয়েরা তাঁহাকে তথায় ছাউনি করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু তিনি তথায় না থাকিয়া সত্বর আটিকায় গমন করিলেন; এবং আথেন্সে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগর পূর্ব্বের মত শূন্যপ্রায় পড়িয়া আছে; অধিবাসীগণ সালামিসে প্রস্থান করিয়াছে। তিনি পূর্ব্বোক্ত পণে মৈত্রী করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, সেনেট্‌সভার অধ্যক্ষ

উক্ত পণে মৈত্রী করণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন; তত্রত্য অন্যান্য অধ্যক্ষগণ ও অধিবাসীরা তজ্জন্য তাঁহাকে পাথর চাপাইয়া মারিয়া ফেলিলেন; এবং স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার তপস্বিনী ভার্য্যা ও সন্তানদিগকে সেই পথে পাঠাইল। তখন মার্ডোনিয়স্ ক্রুদ্ধ হইয়া, আথেন্স্ নগরের অবশিষ্ট যে দুই একটী ভাল দেবালয় ছিল, তাহাও পোড়াইয়া দিলেন।

পারসীক্‌দিগকে সন্নিহিতপ্রায় শুনিয়া, এবং স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইবার বিলম্ব দেখিয়া, আথেন্সবাসীরা স্পার্টায় দূত পাঠাইয়া দিল, এবং তথায় যাইয়া যেরূপ বলিতে হইবেক, তাহাও বলিয়া দিল। দূতেরা স্পার্টায় পৌঁছিয়া দেখিল, স্পার্টাবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কোন ধর্ম্ম-মহোৎসবে মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। অধিকন্তু স্পার্টাবাসীরা আপনাদের মঙ্গলের জন্য করিন্থ-যোজকের উপর এক প্রাচীর নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিল, একারণ তাহারা আজ কাল করিয়া দূতদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণে তৎপর রহিল। দশম দিবসে কোন স্পার্টীয় বিজ্ঞ পুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন যে, “যদি তোমরা আথীনীয়দিগের সাহায্য না কর, আর আথীনীয়েরা যদি তন্নিবন্ধন পারসীকদিগের সহিত মিলিত হয়, তবে তোমাদের প্রাচীর নির্ম্মাণ কোন কার্য্যেই আসিবেক না।” ইহা শুনিয়া স্পার্টীয়েরা প্রাচীর নির্ম্মাণে বিরত হইল; এবং আথীনীয় দূত-

দিগের অগোচরে সেই রাত্রেই পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দিল। পর দিবস প্রাতঃকালে আথীনীয় দূতেরা তত্রত্য প্রধান শান্তিরক্ষক দিগের নিকট যাইয়া কহিল "স্পার্টীয়েরা অগ্রে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, এখন যদি সাহায্যদানে একেবারে পরাঙ্মুখ হয় ; তবে আমরা এখনি চলিয়া যাইয়া সংবাদ দিব। সংবাদ পাইবামাত্র আথীনীয়েরা পারসীক নরপতির সহিত মিলিত হইবেক।" দূতদিগের এই কথা শুনিয়া স্পার্টীয়েরা কহিল, "আমরা ইতিপূর্ব্বেই একদল সৈন্য তাঁহাদের সাহায্যার্থ আর্কেডিয়ায় প্রেরণ করিয়াছি ; বোধ হয় এতদিন তাহারা তথায় পৌঁছিয়া থাকিবেক।" ফলতঃ এই কথা সত্য বলিয়া প্রথমতঃ দূতদিগের বিশ্বাস হইল না। পরে যখন আর পাঁচ সহস্র সৈন্য তাহাদিগের সহিত দিল, তখন তাহারা পূর্ব্বোক্ত সৈন্য-প্রেরণও সত্যজ্ঞান করত আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্পার্টা হইতে যাত্রা করিল।

প্লেটিয়ার যুদ্ধ।

স্পার্টীয়েরা অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, মার্ডোনিয়স স্বীয় সৈন্যগণকে ফিরাইয়া বিয়োশিয়ায় চলিয়া গেলেন, এবং আসেপস্ নদীর তীরে দারুময় প্রাচীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে ছাউনি করিয়া রহিলেন। এ দিকে স্পার্টীয়েরা আথীনীয় ও অন্যান্য স্বদেশপ্রিয় গ্রীক-দিগের সহিত মিলিত হইয়া, সীথারন্ পর্ব্বতের পাদ-

দেশে অবস্থিতি করিল। সমুদায়ে তাহাদের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ছিল ; কিন্তু পারসীক সৈন্য ইহার তিন গুণ অধিক ছিল। পারসীক অশ্ব-সৈন্য কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের উপর কয়েক বার আক্রমণ করিলে, এক বার পারসীক সেনাপতির ঘোড়া আহত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিল ; এবং গ্রীকেরা তাঁহাকে মারিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল ; কিন্তু তাঁহার গাত্রে সুদৃঢ় বর্ম্ম থাকায় গাত্রে আঘাত করিতে পারিল না ; পরিশেষে একজন তাঁহার চক্ষে এমন আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অনন্তর তাহারা তাঁহার মৃত শরীর এক শকটে রাখিয়া, সমস্ত সৈন্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত, সৈন্যরাজির সম্মুখ দিয়া লইয়া গেল। তিনি এক জন মর্য্যাদাপন্ন লোক ছিলেন ; এজন্য পারসীকেরা তাঁহার নিমিত্ত অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল, এবং দেশের রীতি অনুসারে আপনাদের এবং ঘোটকদিগের কেশ কর্ত্তন করিল।

গ্রীকেরা তথায় জলকষ্ট দেখিয়া, সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে গিয়া, প্লেটিয়ানগরের নিকট ছাউনি করিল। আট দিন কাল উভয় পক্ষেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গ্রীকেরা পিলপনীসীয়দিগের নিকট হইতে লোকবল এবং খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেছে শুনিয়া, মার্ডোনিয়স থীবীয়দিগের পরামর্শে, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগস্থ সিথরন্‌ পর্ব্বতের পথ অবরোধ করিবার

নিমিত্ত রাত্রিযোগে একদল অশ্বারোহী পাঠাইলেন; এবং তথায় যাইয়া তাহারা বড় এক গাড়ি খাদ্যদ্রব্য আটক করিল। এইরূপে আরও দুই দিবস গত হইলে, মার্ডোনিয়স্ আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া, একেবারে যুদ্ধ দিতে মানস করিলেন; এবং কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইয়া পরদিন প্রাতে যুদ্ধার্থ সৈন্যপ্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, আলেক্জাণ্ডর আথীনীয় সেনানিবেশের বহির্ভাগে গমন করিয়া অধ্যক্ষদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক মার্ডোনিয়সের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। আথীনীয়েরা পারসীক যুদ্ধ-প্রণালী জানিত, স্পার্টীয়েরা জানিত না; একারণ স্পার্টীয় প্রধান সেনানায়ক পসেনিয়স্ আথীনীয়দিগকে স্পার্টান্দিগের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে, তাহারা সম্মত হইয়া পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিল। কিন্তু প্রাতে থীবীয়েরা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মার্ডোনিয়স্কে সংবাদ দিলে, তিনিও পারসীকদিগের স্থান পরিবর্ত্তন করাইলে, ঠিক পূর্ব্বের মত পারসীক সৈন্য স্পার্টীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। মার্ডোনিয়স্ দূত দ্বারা স্পার্টীয়দিগকে তাহাদের ভীরুতা বিষয়ে অতিশয় তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন; এবং উভয় পক্ষের তুল্য-সংখ্যক সৈন্যের এক যুদ্ধ দ্বারা এই ঘোর সংগ্রামের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন স্পার্টীয়েরা তাহাতে কিছুই উত্তর করিল না, তখন মার্ডোনিয়স্ স্বীয় সৈন্যগণকে অগ্রসর

হইতে আদেশ দিলেন। পারসীকেরা শর বর্ষণ করিয়া গ্রীক্‌দিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল; এবং যে সকল কূপ হইতে তাহারা জল লইত, সে সমস্ত বুজাইয়া ফেলিল। এজন্য গ্রীকেরা, অতিশয় জলকষ্ট হওয়াতে রাত্রে তথা হইতে ছাউনি উঠাইবার মানস করিয়া, তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্লেটিয়া-নগরের সান্নিধ্যে শিবির সংস্থাপন করিল। কিন্তু এক জন স্পার্টীয়-সেনানায়ক কিছুতেই বিপক্ষের সম্মুখ ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না; পসেনিয়স তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করিলে, তিনি কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না।

এখন স্পার্টীয়েরা বাস্তবিক আসিতেছে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আথীনীয়েরা একজন অশ্বারোহীকে পাঠাইয়া দিল। পসেনিয়স্‌ সেই অশ্বারোহীকে এই বলিলেন “আপনি তো সমস্তই দেখিলেন, সেনাপতি কিছুতেই যাইতে সম্মত নহেন; অতএব আপনি শীঘ্র যাইয়া আথীনীয়দিগকে এখানে আসিতে বলুন; কারণ আমরা এখানে অসহায় হইয়া পড়িয়াছি।” এইরূপ তর্ক করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া পড়িল, তখন পসেনিয়স্‌ আর থাকিতে না পারিয়া, বরাবর পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিলেন; এবং আথীনীয়েরা নীচে দিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে যখন সকলেই চলিয়া গেল, আপনি একাকী পড়িলেন; তখন স্পার্টীয়-সেনাপতিও ত্বরাতাড়ি [illegible] অনুসরণ
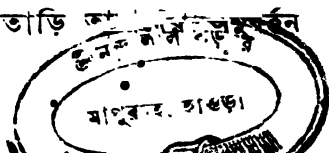
করিলেন। পারসীক সেনাপতি মার্ডোনিয়স, গ্রীক্-দিগের পলায়ন শুনিয়া, সহস্রপরিমিত রণকুশল অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শুক্লবর্ণ এক অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, পারসীক তুরগসেনার অধিনায়ক হইয়া, শত্রুদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং সম্মুখে লেসিডিমোনীয়দিগকে পাইয়া আক্রমণ করিলেন; এদিকে থীবস্বাসীরা, এবং মার্ডোনিয়সের পক্ষ অন্যান্য গ্রীকেরা আথেন্সবাসীদিগের সাহায্য করিতে আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়া থাকিল। লেসি-ডিমোনীয়েরা যখন শত্রুদিগের বাণে অতিশয় পীড়িত হইতে লাগিল, তখন পসোনিয়স্ নিকটবর্ত্তী হারার দেবালয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, এই প্রার্থনা করি-লেন; "আপনার পরম ভক্ত গ্রীকেরা বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া আপনি কখনই তাহা সহ্য করিবেন না।" এই উপাসনার পর গ্রীকেরা অকুতোভয়ে পারসীক সৈন্যের অভিমুখে পড়িলে, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মার্ডোনিয়স্ একজন স্পার্টীয়ের হস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিলে, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রক্ষকেরাও নিহত হইল; এবং সৈন্যের অবশিষ্ট ভাগ ছত্র ভঙ্গ হইয়া স্কন্ধাবারে পলায়ন করিল। পারসীক-সেনাপতিগণের অন্যতম আর্টাবেজস্ সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বাধিকারস্থ চল্লিশ সহস্র অশ্ব সৈন্য লইয়া হেলস্পণ্টের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লেসিডিমো-নীয়েরা বিদ্রুত সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাউনি পর্য্যন্ত

যাইয়া ; ঐ ছাউনি দারুময় প্রাচীরে বেষ্টিত থাকায়, কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না ; অবশেষে অবরোধ-কার্য্যে সুনিপুণ আথীনীয়েরা আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক নির্দ্দয়তার সহিত ছাউনিস্থ সকল লোককে বিনষ্ট করিল। আর্টাবেজসের সৈন্য বাদে তিন সহস্রের অনধিকমাত্র বাঁচিয়া আসিল। অপরিমিত লুণ্ঠিত ধন অধিকৃত হইলে, পসেনিয়স্ তাহার দশমাংশ ডেল্‌ফির দেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেন ; বক্রী যাহা থাকিল, তাহা যাবতীয় যোদ্ধাদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। থীবীয়-দিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার আদেশ হইল ; এবং প্লেটীয়দিগকে স্বদেশের প্রতি অনুরাগের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইল। এই সংগ্রাম খৃঃ পূঃ (৪৭৯) পর্য্যবসিত হইল।

মাইকেলের যুদ্ধ।

যে দিন প্লেটিয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস আশিয়ার উপকূলে গ্রীকেরা আর একটী জয়লাভ করে। পারসীক রণতরী সেমস্‌দ্বীপে ছিল, এবং গ্রীক্ নৌসেনা ডিলস দ্বীপের উপকুল আশ্রয় করিয়াছিল। সেমস্ দ্বীপের অধিবাসীরা গ্রীক্‌রণতরীর অধ্যক্ষ স্পার্টীয় লিয়টিচাইডিস্‌কে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি যাত্রা করিলেন। এদিকে পারসীকেরা লিয়টি-চাইডিস্ আসিতেছেন, শুনিয়া সেমস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশিয়ার উপকূলবর্ত্তী মাইকেল-নামক অন্ত-

দ্বীপে পলাইয়া আসিল ; তথায় যে ষষ্ঠি সহস্র পারসীক সৈন্য ছাউনি করিয়াছিল, তাহারা লিয়টিচাইডিস্ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত রণতরী তীরে তুলিয়া, তাহাদিগকে প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্ঠিত করিল ; এবং সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। গ্রীকেরা উপস্থিত হইয়াই সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল ; এবং শত্রুসৈন্য আক্রমণে কৃতসংকল্প হইয়া তীরে অবতরণপূর্ব্বক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বিপক্ষ শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইল। আইয়োনীয়েরাও এই স্থানে ছিল, এজন্য তাহারাও গ্রীক্দিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। পারসীকেরা সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে প্রায় সকলেই শত্রু হস্তে পতিত হইলে, গ্রীকেরা তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ; পরে শিবির লুণ্ঠন এবং রণতরী সকল দগ্ধ করিয়া সেমস্দ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হইল খৃঃ পূঃ (৪৭০)। অনন্তর তাহারা হেলেস্পণ্টে আসিয়া সেষ্টস্ নগর অধিকার করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

থেমিষ্টক্লিসের কৌশল।

পারসীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া গ্রীস্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, গ্রীকেরা নিরাপদে বিধ্বস্ত নগরের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরশ্রী-কাতর স্পার্টীয়েরা আথীনীয়দিগের এতাদৃশ বল ও প্রভুতা দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া; যাহাতে তাহাদের নগর সংস্কারের বাধা জন্মে, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল; এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল কামনাচ্ছলে আথেন্সের মহাসভায় এই বলিয়া আবেদন করিয়া পাঠাইল যে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা আথেন্স্-নগর প্রাচীর দিয়া পরিবেষ্টিত করেন, তবে নগরই নিরাপদ হইতে পারিবেক; কিন্তু যদি পারসীকেরা পুনর্ব্বার গ্রীস্ আক্রমণ করিতে আইসে, তবে সমস্ত গ্রীক্জাতির সম্পূর্ণক্ষতি ও অনর্থাপাতের সম্ভাবনা হইবেক। অতএব যাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ উচিত হইতেছে না।

সুচতুর থেমিষ্টক্লিস্ স্পার্টীয়দিগের এই প্রস্তাবের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, যে চাতুরী অবলম্বন করিলেন, তাহা এইঃ—তিনি প্রথমতঃ, স্পার্টীয়দিগের

সেই প্রস্তাবের উত্তর, দূত দ্বারা পশ্চাৎ প্রেরণ করিতেছি বলিয়া, স্পার্টীয় দূতগণকে অগ্রে বিদায় করিয়া দিলেন। পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং দৌত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, রাত্রিন্দিব পরিশ্রম দ্বারা আথেন্স্ নগর প্রাচীরবেষ্টিত করিতে আদেশ করিয়া, একাকী স্পার্টায়যাত্রা করিলেন; এবং তদীয় সহকারী অন্যান্য দূতদিগকে প্রাচীর নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে স্পার্টা যাইতে বলিয়া গেলেন।

কোনরূপে কালক্ষেপ করাই নাকি থেমিষ্টক্লিসের উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য তিনি স্পার্টায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; অপরাপর দূতেরা আসিলে, সকলে একত্র হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন, এই কথা বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্পার্টীয়েরা, আথেন্সের প্রাচীর সম্পূর্ণপ্রায় হইয়াছে, শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে, থেমিষ্টক্লিস্ সেই কিম্বদন্তী অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে, আথেন্সে লোক পাঠাইয়া ইহার তথ্য জানুন; এই বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন; এবং গুপ্তভাবে আথেন্সে লোক পাঠাইয়া আপনার উদ্ধারের উপায় স্বরূপ, স্পার্টীয় দূতদিগকে আটক করিয়া রাখিতে বলিয়া পাঠাইলেন। ইত্যবসরে প্রাচীরনির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, থেমিষ্টক্লিসের সহকারী দূতেরা স্পার্টায়

পৌঁছিল। থেমিষ্টক্লিস্, তাহাদের মুখে প্রাচীর নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া, স্পার্টীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "আথেন্স নগর প্রাচীরবেষ্টিত হইয়াছে; এখন সমস্ত গ্রীস্‌দেশের পক্ষে যে কি সমধিক উপকার জনক, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। লেসিডিমোনীয়েরা তখন থেমিষ্টক্লিসের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া হতজ্ঞান হইল; এবং উপায়বিহীন হইয়া আন্তরিক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াও, তাহা বাহিরে প্রকাশ করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, থেমিষ্টক্লিস্-প্রভৃতিকে সম্মান পুরঃসর বিদায় করিয়া দিল। থেমিষ্টক্লিস্ আথেন্স ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী পাইরিয়স্-নামক বন্দরকে প্রাচীরবেষ্টন দ্বারা দুর্গীভূত করিবার মানসে লোকদিগকে বশীভূত করিয়া উক্তকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বন্দর হইতে আথেন্স্-নগর প্রায় আড়াই ক্রোশ অন্তরে থাকায়, আথীনীয়দিগের স্থল ও জলপথে শত্রুদিগের আক্রমণভয় একেবারে দূরীভূত হইল।

থেমিষ্টক্লিসের বিবরণ।

লোকে অনায়াসেই ইহা বিবেচনা করিতে পারেন যে, থেমিষ্টক্লিস্ স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে যখন কোন রাজকীয়

ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত, এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে; এমনও হয় যে, পরিশেষে যারপর নাই কৃতঘ্ন হইয়া উঠে। আথীনীয়েরা অতিশয় গার্ব্বিত স্বভাব ছিল; থেমিষ্টক্লিস্ ও সর্ব্বদাই আপনার কীর্ত্তিকলাপ আথীনীয়দিগের স্মরণ করাইয়া দিতে ভাল বাসিতেন; এজন্য তাঁহার শক্রুরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নামে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন এইরূপ করিতে করিতে লোকেরাও তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল; এবং পরিশেষে বলপূর্ব্বক আথেন্স্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া আর্গসে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক পারস্যে গমন করিয়া পারস্য-রাজের আশ্রয় লইলেন। অতঃপর যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পসেনিয়স্ প্লেটিয়ার জয়লাভের পর অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং গ্রীক্ রণতরীর অধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, ইউরোপ ও আশিয়ার উপকূলবর্ত্তী সমস্ত গ্রীক্ অধিকার হইতে পারসীকদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই উচ্চপদলাভই পসেনিয়সের বুদ্ধি বৃত্তি অতিশয় কলুষিত করিয়া দিল; তিনি গুপ্তভাবে জার্ক্সিসের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি স্বীয় কন্যা রপাণিগ্রহণ অনুমতি করেন,

তাহা হইলে, তিনি জার্ক্‌সিস্‌কে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত পারসীক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রচণ্ডতা পরবশ হইয়া আথীনীয় এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাহারা পসীনিয়স্‌কে পরিত্যাগ করিয়া, আথীনীয় পদাতিসৈন্যের অধিনায়ক আরিষ্টাইডিস্‌ এবং সীমন্‌কে আশ্রয় করিল। পরিশেষে পসেনিয়সের এই সকল বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে স্পার্টার শাসনকর্তার কর্ণগোচর হইলে, তিনি পসেনিয়স্‌কে স্পার্টায় আসিতে আদেশ করিলেন। পাসেনিয়স্‌ তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার কোন দোষ সপ্রমাণ হইল না; কিন্তু তাঁহাকে আর তথায় প্রেরণ করা হইল না। তিনিও স্থির থাকিতে পারিলেন না; এবং এক খানি জাহাজ ভাড়া করিয়া হেলেস্পন্টে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পারস্য-রাজের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, স্পার্টীয়েরা তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিল; কিন্তু তিনি কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া সে যাত্রাও পরিত্রাণ পাইলেন। অনন্তর পসীনিয়স্‌ হিলট্‌দিগকে স্বাধীনতা অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ধারণের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাহারা এই সংবাদ তাহাদের শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিলে, তিনিও পসীনিয়সের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে

সাহস করিলেন না। পসেনিয়স্ প্রতি দিন ভৃত্য দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন, যাহারা পত্র লইয়া যাইত, তাহারা আর ফিরিয়া আসিত না। অবশেষে এক দিবস পসেনিয়স এক ভৃত্যকে পত্র লইয়া কোন পারসীক কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিলে, সে পথে যাইতে যাইতে বিবেচনা করিল, যাহারা পত্র লইয়া যায়, তাহারা আর ফিরিয়া আইসে না ইহার কারণ কি, এই বলিয়া পত্র খুলিয়া দেখিল, তাহাতে পত্র বাহকের প্রাণবধ করিতে লেখা আছে। অতএব সে অবিলম্বে সেই পত্র লইয়া তত্রত্য শান্তি-রক্ষার প্রধানবিচারপতিদিগের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে এক দেবালয়ে যাইয়া তথায় দুই থাক্ প্রাচীরে বেষ্টিত এক কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল; এবং শান্তিরক্ষার প্রধান বিচারপতিরা ইহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সেই প্রাচীরদ্বয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। পসে-নিয়স্, ভৃত্য দেবালয়ে আছে, এই কথা শুনিবামাত্র দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং যাহাতে আপনার রক্ষা হয় তাহার জন্য ভৃত্যকে বিশেষ অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। প্রধান শান্তিরক্ষকেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চলিয়া আসিলেন; এবং পসে-নিয়সের নগরপ্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে ধরিবেন বলিয়া পরামর্শ করিলেন। কিন্তু ঐ বিচারপতিদিগের এক জন পসেনিয়সের পরম বন্ধু থাকায়, তিনি সঙ্কেত

দ্বারা তাঁহাকে বিপদের সংবাদ দিলে, পসেনিয়স্‌ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া, তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের একটী ক্ষুদ্র গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। অনন্তর শান্তিরক্ষার প্রধান বিচারপতিরা সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া, উহার উপর একটী দ্বার বসাইয়া দিলেন; এবং তথায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়া পসেনিয়স্‌কে অনাহারে মারিবার আদেশ করিলেন। তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেলেন; কারণ দেবালয়ের সীমায় মরিলে পবিত্র স্থান দূষিত হয় ও তাহা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য হয় বলিয়া লোকদিগের জ্ঞান ছিল।

লেসিডিমোনীয়েরা থেমিষ্টক্লিস্‌কে অতিশয় ঘৃণা করিত, এক্ষণে তাহারা, থেমিষ্টক্লিস্‌ ও পসেনিয়সের অভিসন্ধিতে সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করণ আবশ্যক বলিয়া পাঠাইল। তথায় থেমিষ্টক্লিসের অনেক শত্রু ছিল, তাহারা এই সূত্র পাইয়া নানা পোষকতা দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ সপ্রমাণ করিল; এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য আর্গসে লোক প্রেরণ করিল। এদিকে থেমিষ্টক্লিস্‌, তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র গ্রীসের পশ্চিমবর্ত্তী কর্সাইরা-দ্বীপে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দ্বীপবাসীরা, তিনি তথায় থাকিলে, তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক না, এই বলিয়া তাঁহাকে দ্বীপে না রাখিয়া

ইপিরসের উপকূলে পাঠাইয়া দিল। থেমিষ্টক্লিস্ এখন গত্যন্তর বিহীন হইয়া, মলোসীয়-রাজ আড্‌মিটস্‌কে আপন শত্রু জানিয়াও, তাঁহার শরণাগত হইবার বাসনায়, যখন তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন আড্‌-মিটস্ গৃহে ছিলেন না; কিন্তু রাজপত্নী সমুচিত সম্মান পুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণকাল পরে স্বামী আসিতেছেন দেখিয়া, রাজ্ঞী শিশু রাজকুমারকে থেমিষ্টক্লিসের ক্রোড়ে দিয়া, তাঁহাকে চুল্লীর নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করাই তথাকার লোকদিগের ক্ষমা প্রার্থনাসূচক ছিল। এখন থেমিষ্টক্লিস্ সেইরূপ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় আডমিটস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং থেমিষ্টক্লিসের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। প্রাতে যখন আথেন্স্ এবং স্পার্টা হইতে দূত আসিয়া, তাঁহার প্রত্যর্পণের প্রার্থনা করিল, তখন আড্‌মিটস্, বলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, বিবেচনা করিয়া, নানা কৌশলে তাঁহাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। তিনি ইপিরস্ হইতে নির্গত হইয়া অনেকানেক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক মেসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী এক বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, একখানি জাহাজ আশিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এক্ষণে পারস্যের সম্রাট্ ব্যতিরেকে তাঁহাকে নির্দ্দয় শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, এমন কেহই

নাই, মনে মনে এই স্থির করিয়া, সেই জাহাজে আরোহণ করিলে, জাহাজ ছাড়িয়া গেল; এবং পথে ঝড় উত্থিত হইয়া জাহাজকে ন্যাক্সস্‌ দ্বীপে উপস্থিত করিল। এই সময় সীমন্‌ একদল রণতরী লইয়া তথায় ছিলেন; একারণ থেমিষ্টক্লিস্‌ জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, “যদি তুমি আমাকে ধরাইয়া দাও, তবে আমি বলিব যে, আমি আশিয়া যাইবার জন্য এই জাহাজ ভাড়া করিয়াছি। আমি এই কথা বলিলে তোমারও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি তুমি তাহা না করিয়া আশিয়ায় পোঁছিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব। আরো তুমি আমার নিকট ইহাও প্রতিশ্রুত হও যে, এখানে কোন ব্যক্তিকে জাহাজের বাহিরে যাইতে অনুমতি করিবে না।” অধ্যক্ষ তাহাতেই সম্মত হইলেন। জাহাজ এক দিন এক রাত্রি ঐ দ্বীপের কিছু দূরে নোঙ্গর করিয়া রহিল। পরে পুনর্ব্বার ছাড়িয়া ইফিসসে পোঁছিলে, থেমিষ্টক্লিস্‌ তথায় অবতীর্ণ হইয়া অধ্যক্ষকে সমুচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন; এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিরাপদে পোঁছ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পরে বন্ধুরা তাঁহার সম্পত্তি বজায় রাখিয়া যত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল।

জার্ক্সিস্‌ ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিলেও, তিনি সূসার রাজভবনে যাইবার মানস করিলেন। যদিও এক্ষণে জার্ক্সিস্‌ জীবিত নাই, তথাপি

তিনি, সূসায় যাইলে অনায়াসেই যুবরাজ আর্টা জাক্লি সের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারিবেন, বলিয়া সাহস করিলেন। আর্টাজাক্লি স্ তখন অতি অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। থেমিষ্ট-ক্লিস্ চতুর্দ্দিকে আবৃত একখানি শকটে আরোহণ করিয়া সূসা যাত্রা কালে, শকটের নিয়ন্তাকে এই বলিয়া দিলেন যে, পারস্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী গ্রীক যুবতী ক্রয় করিয়াছেন, সে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পারস্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক পাইলেই যেমন ক্রয় করিবার প্রথা আছে, প্রাচীন কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। থেমিষ্ট-ক্লিস্ সূসার রাজভবনে পৌঁছিলে, রাজা সমুচিত সম্মান পুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক বৎ-সরের পর সম্রাটের অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য ভাষা না শিখিলে ঐ সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; এজন্য এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিলেন। আর্টাজাক্লি স তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে, থেমিষ্টক্লিস্ উক্ত ভাষায় বিলক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিতে শিখিলেন, এবং সহজে শীঘ্র শীঘ্র উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি রাজার এত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, এপর্য্যন্ত কোন গ্রীস্বাসী তাঁহার সদৃশ উচ্চপদে অভিষিক্ত হয় নাই। থেমিষ্টক্লিস

সম্রাটের নিকট গ্রীস্ জয় করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; এই লোভে আর্টাজার্ক্সিস্ থেমিষ্ট-ক্লিসের ভরণ পোষণের জন্য তিন নগরের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া, কিছুদিন পরেই তাঁহাকে আইয়োনিয়ায় যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার লেখেন; কেহ বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; অন্যে কহেন, তিনি রাজাকে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

যে থেমিষ্টক্লিস্ এত বড় লোক ছিলেন, তাঁহার জীবন ও এইরূপে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার প্রতিস্পর্দ্ধী ন্যায়পরায়ণ আরিষ্টাইডিস্ বহুকাল সম্মানের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি এত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি যখন মরেন, তখন চাঁদা করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং সমাজস্থ সকল লোকেই তাঁহার সন্তানগণের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

পারসীক সংগ্রাম—ইউরিমিডনের যুদ্ধ।

সীমন্ ক্রমাগত পারসীকদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী কোন কোন স্থান পারসীকদিগের অধিকৃত ছিল; একারণ তিনি তদভিমুখে যাত্রা করিয়া, সেই দেশের ষ্ট্রাইমন্ নামক

নদীর একটী নগর অবরুদ্ধ করিলেন। নগর রক্ষকেরা সাহসিকতা সহকারে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হীনবল হইলে, তথাকার শাসনকর্ত্তা, শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় যাবতীয় সামগ্রী নদীতে নিক্ষিপ্ত করিলেন; এবং অবশেষে পরিবারবর্গকে নিহত, ও সজ্জিত চিতায় নিঃক্ষিপ্ত করিয়া অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক, শেষে স্বয়ং ঝাঁপ দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কিছু দিন পরে সীমন্ জলপথে যাত্রা করিয়া আশিয়ার উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, পারসীকেরা প্রভূত রণতরী এবং অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইয়ুরিমিডন্ নদীর তীরবর্ত্তী পাম্ফীলিয়া-ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের সাহায্যার্থে ফিনীশিয়া হইতে অশীতি রণতরী আসিবার কথা ছিল, এজন্য তাহারা সেই অপেক্ষায় তথায় ছিল। কিন্তু সীমন্ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, আর তথায় থাকিতে পারিল না, এবং সদলে সমুদ্রে অবতীর্ণ হইয়া খৃঃ পূঃ ৪৬৬ তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধ অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। পারসীকেরা প্রায় অর্দ্ধেক জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া তীরে পলায়ন করিলে, সীমন্ সৈন্য সমভিব্যাহারে তীরে অবতীর্ণ হইয়া পারসীকদিগের পদাতি সৈন্যদিগকেও আক্রমণ করিলেন। অভিনিবেশ সহকারে যুদ্ধ করিয়া,

অবশেষে সমস্ত পারসীক সৈন্য পলায়ন করিলে, তাহাদিগের শিবির বিজয়ী হস্তে পতিত হইল। এই রূপে একদিনে দুইটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীমনের প্রভাব অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। অনন্তর ফিনীশীয়দিগের রণতরী সাইপ্রস্‌-দ্বীপে আছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তদভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাদের সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। সীমন্‌ এই সকল জয়লাভের পর আর পারসীক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই। এই খানেই তাঁহার পারসীক সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল। এবং ইহার কিছুদিন পরেই আর্টা-জার্ক্সিসের সহিত গ্রীক্‌দিগের এক সন্ধি হইল, এই সন্ধি বহুকাল ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সীমন্‌ এবং পেরিক্লিস্‌।

পেরিক্লিসের প্রতিদ্বন্দ্বী সীমন্‌ অতিশয় সমৃদ্ধশালী ছিলেন। তিনি সহোথায়ী নাগরীকদিগের প্রীতি-ভাজন হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট; এবং তাহা এইঃ—তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্গে প্রাচীর দেওয়াইয়াছিলেন; এবং নগর ও বন্দরে মিলাইয়া দিবার জন্য অন্য প্রাচীর আরম্ভ করিয়াছিলেন; হট্টচত্বরে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া-ছিলেন; নানাজাতীয় বৃক্ষরোপণ ও জলনালী প্রব-র্ত্তন্‌ দ্বারা নগরের প্রকাশ্য স্থানমাত্রের শোভা সম্পা-দন করিয়াছিলেন; এবং নগরের উত্তর প্রান্তে একা-

ডেমি'-নামক যে ভূমি পড়িয়াছিল, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ, তাহাতে স্থানে স্থানে আহ্লাদজনক লতামণ্ডপ, সমতল ক্ষেত্র, ব্যায়ামস্থান এবং ভ্রমণযোগ্য ছায়াময় পথ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন নগরবাসীদিগকে স্বীয় উদ্যানে যাইয়া ভ্রমণ ও ফুল পুষ্পাদি উপভোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যাহাদের নিতান্ত ধনকষ্ট দেখিতেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া ধন বিতরণ করিতেন। যখন তিনি সুপরিচ্ছন্ন ভৃত্যে পরিবেষ্টিত হইয়া নগরমধ্য দিয়া বেড়াইতে যাইতেন, তখন যদি কোন বৃদ্ধ নাগরিকের পরিচ্ছদ মলিন দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ নিজ ভৃত্যের পরিচ্ছদ তাহাকে প্রদান করিতেন। যাহারা রাজশাসনের সমস্ত ভার কুলীন এবং সমৃদ্ধিশালীদিগের হস্তে থাকা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন, ইংরেজী ভাষায় এই সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগকে আরিষ্টোক্রাটিক্ সম্প্রদায় কহে; সীমন্ সেই কুলীন সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন।

পেরিক্লিস্ সীমনের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন। পেরিক্লিসের পিতা সীমনের পিতার প্রাণবধ করাতে, তাঁহার সহিত পেরিক্লিসের অহিনকুলতা সম্বন্ধ ছিল। পেরিক্লিস্ যদিও সীমন্ অপেক্ষা অল্প ধনশালী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে ও সদ্বক্তৃতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। নীচসম্প্রদায়স্থ লোকদিগের উপকারের

১ এই স্থানে বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ প্লেটো-নামক পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল।

দিকে পেরিক্লিসের বিশেষ মনোযোগ ছিল; আর তিনি, নিজগুণ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া অনায়াসে আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, ইহা মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া, সমাজমধ্যে প্রজাতন্ত্র ২-প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজবৎ নিজ আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

অনন্তর আথীনীয়দিগের প্রতি স্পার্টীয়দিগের ঈর্ষাভাবই পরবর্ত্তী বিবাদের সূত্রপাত করিল। যে সময় এই বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া সমস্ত স্পার্টা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই সুযোগে মেসীনীয়েরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং ইটোমি-নামক গিরিদুর্গ পুনঃসংস্কার দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিলে, স্পার্টীয়েরা সহকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইটোমি অবরুদ্ধ করিল। কিন্তু কিরূপে অবরোধ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা না জানাতে শত্রুদিগের কিছুই করিতে পারিল না; এ জন্য আথীনীয়দিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তথায় দূত প্রেরণ করিল। স্পার্টীয়দিগের সহিত প্রীতি রাখা সীমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তিনি সাহায্যদানার্থ আথীনীয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করিলে, তাহারা সম্মত

---

২. যাহাতে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে থাকে, তাহাকে প্রজাতন্ত্র প্রণালী কহে।

হইল। অনন্তর স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের ভার লইয়া সীমন্ স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থ গমন করিয়া ইটোমিতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু স্পার্টীয়েরা অবিলম্বে, সাহায্যার্থ আগত আথীনীয়দিগের বিদ্বেষী হইয়া উঠিল; এবং তাহারাই অবরোধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন নাই বলিয়া, আথীনীয় দিগকে বিদায় করিয়া দিল। ইহাতে আথীনীয়েরা অতিশয় অবমানিত হইল। এই সময়ে পেরিক্লিস্ সীমনের প্রতি লোকদিগের বিরাগ জন্মাইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন; এবং অবিলম্বে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। যাহা হউক, পেরিক্লিস্‌কে অল্পকাল পরেই সীমনের পুনরাহ্বান করিতে হইয়াছিল; কারণ আথীনীয় এবং লেসিডিমোনীয়দিগের পরস্পর যে যুদ্ধ ঘটনা হইল, তাহাতে আথীনীয়েরা পরাস্ত হইলে, তাহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই বিধেয় বিবেচনা করিলেন; এবং সীমন্ ব্যতিরেকে আর কেহ সন্ধি সুঘটিত করিতে সমর্থ হইবেক না, এই বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য উভয় জাতির এক সন্ধি করিয়া দিলেন। অনন্তর সীমন্ পোতসৈন্যের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক পারসীকদিগের প্রতিকূলে সাইপ্রস্ দ্বীপে যাত্রা করিয়া তথাকার সীটিয়ন্ নগর অবরুদ্ধ করিলেন। এই অবরোধ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া কাল-

কবলে পতিত হইলেন। এখন পেরিক্লিস্ নিঃশক্র হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পিলপনীসীয় সংগ্রামের কারণ।

পেরিক্লিসের শাসন কালে গ্রীসে যে একটী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার নাম পিলপনীসীয় সংগ্রাম। এই প্রসিদ্ধ সংগ্রাম ক্রমাগত সপ্তবিংশতি বৎসর প্রজ্জলিত থাকিয়া, অবশেষে আথেন্স্ নগর একেবারে উৎসন্ন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। পেরিক্লিসের চক্রান্ত, আথীনীয়দিগের বলবতী দুরাকাঙ্ক্ষা ও চপলতা, এবং স্পার্টীয়দিগের ঈর্ষ্যাই এই সংগ্রামের মূলীভূত কারণ; ফলতঃ কোন কারণ বশতঃ যোজকবাসীদিগের সহিত কর্সাইরার ঔপনিবেশিকদিগের বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে, স্পার্টীয়েরা যোজকবাসীদিগকে অভয় প্রদান করিলে, আথীনীয়েরা যে ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান সংগ্রামের অব্যবহিত কারণ। এতদ্ব্যতীত আথীনীয়েরা ইজাইনার লোকদিগকে হতাহত ও বশীভূত করিয়া

মাগেরীয়দি'কে বন্দর ও বিপণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সমরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর যাবতীয় ডোরিয়া-প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ স্পার্টায় সমবেত হইলে, কর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ তথায় যে একটী সভা হইল, তাহাতে করিন্থবাসীরা বলপক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রযত্নসহকারে সংগ্রামে ব্যাপৃত হইবার পরামর্শ দিলে, স্পার্টা-রাজ সুবিজ্ঞ আর্কিডেমস্ কহিলেন, হঠাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু সকলেই সংগ্রামের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, পরিশেষে তৎপর যুদ্ধযাত্রাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর শুদ্ধ এই পণে সন্ধিপ্রাস্তাব করিবার জন্য স্পার্টা হইতে আথেন্সে দূত পাঠান হইল যে, আথীনীয়েরা, মাগেরীয়দিগের প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং ইজাইনীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করুন। এরূপ পণ বলিয়া সন্ধিপ্রস্তাব করায় স্পার্টীয়দিগের বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ আথীনীয়েরা পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে তাহাদের সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া “সমস্ত বিষয় পক্ষপাতশূন্য বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আমাদের এইরূপ ইচ্ছা” এই মাত্র বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিল। আথীনীয়দিগের এই উত্তর স্পার্টীয়দিগের মনোমত না হওয়াতে খৃঃ পূঃ ৪৩১ তাহা সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইল।

আথেন্সবাসীরা গ্রীসের সমস্ত জাতি অপেক্ষা জলযুদ্ধে উৎকৃষ্ট থাকায়, সীমনের কর্তৃত্ব সময়ে সপত্তন নগর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায়, এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ সমুদ্র থাকায়, শত্রুপরোধের ভয় একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া, পেরিক্লিস্ নগরবাসী লোকদিগকে এই উপদেশ দিলেন যে, "তোমরা সমস্ত প্রদেশ শত্রুহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়া নগরমধ্যে অবস্থিতি কর, এবং কতকগুলি রণতরী পিলপনীসসের উপকূল ভাগ লুণ্ঠন করিতে পাঠাইয়া দাও।"

যদিও সমস্ত গ্রীক্‌দিগের মধ্যে আথেন্স্‌বাসীরা নগরবাস অপেক্ষা পল্লীগ্রামে বাস করিতে অধিক ভালবাসিত, তথাপি তাহারা পেরিক্লিসের শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন পশুপাল ইবুবিয়া দ্বীপে পাঠাইয়া দিল; এবং আপন আপন ঘর ভাঙ্গিয়া আথেন্সে দুষ্প্রাপ্য অসংখ্য কাষ্ঠ লইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আথেন্সে চলিয়া আসিল। যাহারা, কি বন্ধুগৃহ, কি দেবমন্দির, কুত্রাপি স্থান পাইল না, তাহারা ঐ সকল কাষ্ঠ দ্বারা নগরের অনাবৃত স্থানে, এবং প্রাকারের অভ্যন্তরবর্ত্তী যাবতীয় ভূমিভাগে কুটীরনির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করিল।

ইহা দেখিয়া বিপক্ষ স্পার্টীয়েরা এই যুক্তি করিল, যে স্বদেশীয় এবং মিত্রসৈন্য একত্র সমবেত করিয়া আটিকা আক্রমণপূর্ব্বক, তদ্দেশ ছারখার করা

এবং তত্রত্য ফলদ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি, নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিবেক, তাহা হইলেই আথীনীয়দিগকে স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশে আগমন করিতে হইবেক। এই স্থির করিয়া আটিকা-মধ্যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, দেশবাসীরা নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বদেশ গমনে উদ্যত হইল। কিন্তু পেরিক্লিস্, শত্রুরা যাবৎ কাল আটিকায় থাকিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, তাবৎ কাল আথীনীয়-দিগের উপর প্রভুত্ব করত অতি কষ্টে তাহাদিগকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেশ প্রতিগমন হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, শত্রুরা আটিকা হইতে প্রস্থান করিল, তখন পিলপনীসসের উপকূলে দুই দল নৌসেনা প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া উপকূল ছার খার করিয়া আটিকার উপর অত্যাচারের প্রতি-শোধ দিয়া আসিল।

আথেন্সের মহামারী।

আথেন্সবাসীরা যে প্রণালীতে সংগ্রাম চালাইতে-ছিল, তাহাতে তাঁহাদের বিজয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের অপেক্ষাও ভীষণ-তর যে এক অভিনব শত্রু আসিয়া আক্রমণ করাতে তাহাদিগকে একেবারে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল, তাহার নাম সুপ্রসিদ্ধ মহামারী। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ভয়ানক মারী আর যে কোন কালে হইয়াছিল, তাহা

কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, মিসর দেশই ইহার জন্মস্থান। মিসর হইতে ক্রমশঃ আশিয়ার সমুদায় উপকূল আক্রমণ ও উৎসন্ন করিয়া পরিশেষে এই সর্ব্বসংহারক মহামারী আথেন্সের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পিরস্‌ নগরে প্রবেশ করে। একেত সেই গ্রীষ্ম কালের উত্তাপ, তাহাতে আবার শত্রুদিগের আক্রমণনিবন্ধন অধিক সংখ্যক লোকে নগরে আশ্রয় লওয়াতে বায়ু বিষাক্ত হইয়া ভূরি ভূরি লোকের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল; এবং এই মরক ক্রমশঃ এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে মৃত দেহের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া ভার হইল। নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হওয়াতে চিকিৎসকদিগের চিকিৎসানৈপুণ্য একেবারে বিফল হইয়া গেল, এবং লোক সকলও নিঃসম্বল ও নিঃসহায় হইয়া পড়িল। কাহারও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি রহিল না; সকলেই বিধিবহির্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। যে হেতু তৎকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে লোকের মনে এরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কারের আবির্ভাব হইল যে, তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল, দেবতারা তাহাদের আনুকূল্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন, আর তৎকালে এমন কেহই নাই যে অপরাধীদিগের দণ্ড করেন; এবিধায় রাজনিয়মই বা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে। সুতরাং তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে যখন যমরাজ করাল কবল বিস্তার করিয়া দিন দিন লোকসমূহকে উদরসাৎ করিতেছিলেন; তখন লোকদিগের মধ্যে, ভয়ানক কুক্রিয়ার প্রাখর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা প্রায়ই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মরকের প্রাবল্যের সহিত কুক্রিয়ার প্রাবল্যও ঘটিয়া থাকে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে মরক হয়, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

মরক প্রায় চারি বৎসর প্রবল ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার নিবৃত্ত থাকিত। এই মরকে আথেন্সের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মরিয়া যায়। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পেরিক্লিস্ এক জন; মরকের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সমুদায় সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল একটী-মাত্র সন্তান জীবিত ছিল, তথাপি তাঁহার স্থির-চিত্ততার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার সেই শেষ পুত্রটীও গত হইল, তখন তিনি আর স্থির-চিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দেশের প্রথানুসারে সমাধি দিবার পূর্ব্বে যখন তিনি সেই মৃত সন্তানের মস্তকে মালা দিতেছিলেন, তখন তাঁহার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল, তিনি আর নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুজল প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

—:-:—

প্লেটিয়া নগরের অবরোধ।

যত দিন আথেন্সমধ্যে মহামারীর স্রোত রহিল, তত দিন পিলপনীসীয়েরা, শরীরে বিষাক্ত বায়ুর সংক্রমণ ভয়ে, আথেন্স-আক্রমণে নিবৃত্ত ছিল; এবং এই অবসরে তাহারা আথীনীয়দিগের স্থির মিত্র প্লেটীয়-দিগকে অবসন্ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। পিলপনি-সীয়েরা প্লেটীয়দিগের নিকট প্রস্তাব করিল, "যদি তোমরা আমাদের উপর কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া উদাসীন থাক, তবে আমরা বিরত হই।" যুদ্ধের প্রারম্ভে প্লেটীয়েরা তাহাদের স্বীয় পরিবারদিগকে আথেন্সে রাখিয়াছিল, এজন্য তাহারা আথীনীয়-দিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, উপস্থিত সে প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিল না, এবং তজ্জন্য আথেন্সে দূত পাঠাইয়া দিল; তাহাতে আথীনীয়েরা এই উত্তর দিল যে, "তোমরা উক্ত প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইও না, আমরা তোমাদিগের সাহায্য করিব"।

প্লেটীয়েরা প্রাচীরের মধ্য হইতে বলিল, "আমরা তোমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত নহি।" তখন আর্কিডেমস্ আপন বৈরনির্য্যাতনের ন্যায্যতা বিষয়ে দেবতাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই-লেন। নগর হইতে কোন ব্যক্তি পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশে তিনি প্রথমতঃ বৃক্ষ ছেদন-পূর্ব্বক নগরের চতুর্দ্দিকে বেড় দেওয়াইলেন। তৎ-পরে নগরের সম্মুখে এক উচ্চ সেতু নির্ম্মাণাভি-

লাগে, সিথরন্ পর্ব্বত হইতে বহু ডুরি কাষ্ঠ আনয়নপূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে পুঁতিয়া অন্তর্দ্দেশ কাষ্ঠ, কর্দ্দম ও প্রস্তর দ্বারা ভরাট করাইয়া তাহা নির্ম্মাণ করাইলেন। নগরের অভ্যন্তরপ্রদেশ বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ও তন্মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, এই উদ্দেশে পুরাকালের অবরোধকারীগণ নগরের নিকটে ঐরূপ উচ্চ স্থান নির্ম্মাণ করিত। অবরুদ্ধ ব্যক্তিরাও সেইরূপ, যাহাতে শত্রুরা নগরের অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে না পায়, ও অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সেই পরিমাণে প্রাচীর উন্নত করিত, প্লেটীয়েরা প্রাচীর আবশ্যক মত উচ্চ করিবার জন্য প্রথমতঃ প্রাচীরের উপর একটী কাষ্ঠের আবরণ দিল; ও পরে নির্ম্মাতাদিগকে বিপক্ষদিগের প্রখর বাণবর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি কাঁচা চামড়া ঐ কাষ্ঠাবরণের সম্মুখে দিল; এবং নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে ইষ্টক আনিয়া সেই আবরণের মধ্যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। কিন্তু এই কল্পনা আশানুরূপ ফলোপধায়িনী হইল না দেখিয়া, তাহারা সম্মুখস্থ দুর্গ প্রাচীর ফুটাইয়া, গোপনে গোপনে শত্রুকৃত উচ্চ ভূমির মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই অভ্যাপাত নিবারণের জন্য অবরোধকারীরা কতকগুলি নলের ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহা মৃত্তিকা পূর্ণ করত প্রাচীর পথের সম্মুখে ক্ষেপন করিতে লাগিল। অনন্তর

অবরুদ্ধ প্লেটীয়েরা সেই কৃত্রিম পর্ব্বতের নীচে দিয়া এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া তদ্দ্বারা মৃত্তিকা সকল স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা করিল।

পরিশেষে পিলপনীসীয়েরা শত্রুকৃত উচ্চভূমির উপর একটী দুর্গ ভাঙ্গিবার কল তুলিল; তদ্দ্বারা প্রাচীরের উপর এরূপ আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহা একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা নগরের আর আর স্থানও ঐরূপ যন্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিলে প্লেটীয়েরা ইহার প্রতীকারার্থ ক্ষিপ্ত যন্ত্র সকল কাছি দিয়া বাঁধিয়া পার্শ্বে ক্ষেপন করিতে লাগিল, এবং তাহাদের উপর বড় বড় কাষ্ঠ, লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, নিঃক্ষেপ করাতে, প্রতিঘাতজন্য ঐ সকল যন্ত্রের সম্পূর্ণ বেগ রুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার পর অবরোধকারীরা প্রাকার ও উচ্চ ভূমির মধ্যে রাশীকৃত ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া নগর দগ্ধ করিবার বাসনায়, সেই কাষ্ঠরাশির উপর গন্ধক ও তালুকাৎরা দিয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। অগ্নি এত প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, যদি নগরের দিকে বায়ু বহিত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। অবরোধকারীরা সকল রকমেই দেখিল, কেবল সৈন্য দ্বারা নগরকে উত্তমরূপ বেষ্টন করাই বাকী রহিল। তাহাও এইবার দেখিবেক; এই অভিপ্রায়ে তাহারা নগরের চতুর্দ্দিগে

দুইটী পরিখা খনন করিল; এবং দুইটীর ভিতরের দিকে ইষ্টকময় প্রাচীর দিল, সেই প্রাচীরের উপর, দশ হাত অন্তরে যুদ্ধকালের আশ্রয়োপযোগী দশ টাউয়ার নির্ম্মাণ করিল।

দুর্গমধ্যে, চারি শত মাত্র প্লেটীয় সৈন্য, অশীতি আথীনীয় সৈন্য, এবং ঐ সকল সৈন্যের আহারাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক শত দশ জনমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল নগর রক্ষা করিয়া, যখন দেখিল যে, তাহাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে, আর আথীনীয়েরাও এপর্য্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করিল না, তখন তাহারা বিপক্ষ-নির্ম্মিত প্রাচীর অতিক্রমপূর্ব্বক পলায়ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রাচীরের ইষ্টকশ্রেণী গণনাপূর্ব্বক প্রাচীর আরোহণোপযোগী মই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। মই প্রস্তুত হইলে, যাহাতে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারে, এমন একটী রাত্রির প্রতীক্ষায় রহিল।

ক্রমশঃ শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে। তাহারা আর কালক্ষেপ না করিয়া, একদা রাত্রিকালে, প্রবল বায়ুর সহিত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি এবং সূচীভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইলে, একশত বিংশতি জনমাত্র প্লেটীয় সাহসপূর্ব্বক নগর পরিত্যাগ করিল, অবশিষ্ট লোক ভগ্নোৎসাহ হইয়া নগরেই থাকিল। পাছে অস্ত্র শস্ত্রের শব্দ হয়, এজন্য তাহারা বিরলসন্নিবেশে গমন

করিতে লাগিল; কর্দ্দমে পা পিছ্‌লিয়া না যায়, এজন্য সকলেই দক্ষিণ পদের জুতা পরিত্যাগ করিল। যাহা-হউক, প্রবল বায়ু তাহাদিগের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়াছিল। প্রহরীরা প্রবল বায়ুতে থাকিতে না পারিয়া প্রাচীরের উপরিতন টাউয়ার দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা দুই দুই টাউয়ারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মই লাগাইয়া বারো জনমাত্র শুদ্ধ ছোরা গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া প্রত্যেক টাউয়ারে ছয় জন করিয়া রহিল; এবং তৎপশ্চাৎ বর্শা লইয়া কয়েক জন লোক উঠিল; তৎপরে ঢাল লইয়া কতকগুলি আরূঢ় হইল। ইহাদের আরোহণ কালে শত্রুরা কিছুই টের পায় নাই। দৈবাৎ এক জনের অসাবধানতায় প্রাচীরের এক খানি ইট পড়িয়া গেলে প্রহরীরা অত্যন্ত ভয় পাইল। ইতি পূর্ব্বেই যে কতকগুলি লোক নগরমধ্যে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত ছিল, তাহারা সেই সময় আসিয়া প্রাচীরের অন্য অংশ আক্রমণ করিলে, অবরোধকেরা তাহাদের প্রতি শিথিলপ্রযত্ন হইয়া, আক্রান্ত অংশের দিকে যাইল। ইত্যবসরে বিদ্রুতেরা দুই টাউয়ার সম্পূর্ণরূপ অধিকার করিয়া উহার উপরিভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক বাণ দ্বারা, কতক বা দ্রুতবেগে বহিঃপ্রাকারে আরোহণপূর্ব্বক বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা শত্রুদিগকে আহত করিতে লাগিল। এই সুযোগে অবশিষ্ট লোকেরা শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে থীব্‌সের অভিমুখে ধাবমান হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ

গমন করিয়া দেখিল, তাহারা যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই ঘটিয়াছে; বিপক্ষেরা আলোকহস্তে সীথরণ্ পর্ব্বতের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। তখন তাহারা ফিরিয়া আথেন্সের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিদ্রুত প্লেটীয়দিগের একজনমাত্র বিনষ্ট হয়, আর সাত জন মন্দোৎসাহ হইয়া নগরে প্রতিগমন করে। যাহারা নগরমধ্যে ছিল, তাহারা, বিদ্রুত প্লেটীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পর দিন প্রাতঃ-কালে অবরোধকদিগের নিকট তাহাদের মৃত শরীর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই বিদ্রুতেরা অবাধে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

যাহারা নগরমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে খাদ্যভাবে খৃঃ পূঃ ৪২৭ অগত্যা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, শত্রুরা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল; এবং স্ত্রীলোকেরা বিক্রীত হইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইল; নগর এবং ভূমি সমস্ত থীবীয়দিগকে প্রদান করিলে, থীবীয়েরা নগরকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। এখন বোধ হইতেছে যে, আথীনীয়দিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা প্লাটীয়দিগের অত্যন্ত অদূরদর্শি-তার কার্য্য হইয়াছিল। আর স্পার্টীয়েরাই তাহাদের এই সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিতে হইবেক; কারণ যদি তাহারা প্লেটীয়দিগকে আথীনীয়দিগের

সহিত মিলিত হইবার উপদেশ না দিত, তাহা হইলে তাহাদের এ অনর্থ ঘটিত না। প্লেটীয়েরা স্পার্টীয়-দিগের উপদেশে এই ভাবিয়াছিল যে, আথীনীয়-দিগের সাহায্যে তাহাদের প্রতি থীবীয়দিগের অত্যাচার অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক; কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। এক্ষণে সেই থীবীয়দিগের হস্তে পড়িয়া প্লেটীয়েরা এইরূপে নিহত হইল। আথীনীয়েরা যে তাহাদের পক্ষে কিছুই নৃশংসতা বা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক।

মিটিলিনির রাজবিদ্রোহ।

পারসীক সংগ্রামের পর আথীনীয়দিগের পোত-সেনা সমধিক উৎকৃষ্ট হইলে, তাহারা, যাবতীয় দ্বীপবাসী, এবং আশিয়ার উপকূলবর্ত্তী নগরবাসী-দিগকে, প্রজা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু দ্বীপবাসী, এবং নগরবাসী প্রজাবর্গ আথীনীয় ধুর-বহনে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক ছিল। তৎকালে যাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, আথীনীয়েরা নাকি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিল, এজন্য তাহারা তখন আর বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে সাহসী হয় নাই। আথীনীয়েরা পিলপনীসীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীনতা পুনরু-

দ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তাহাদের মধ্যে লেস্‌বস্‌ দ্বীপের প্রধান নগর মিটিলিনির অধিবাসীরা এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়া, জাহাজনির্ম্মাণ, খাদ্যাহরণ, এবং সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সংগ্রামোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনে নিযুক্ত হইল। কিন্তু তাহাদের প্রতিবাসীরা এই সংবাদ আথেন্সে প্রেরণ করিলে, তাহারা শ্রবণ মাত্র চত্বারিংশৎ রণতরী সুসজ্জিত করিয়া গুপ্তভাবে লেস্‌বস্‌ দ্বীপে যাইতে কহিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া দিল যে, যখন মিটিলিনীয়েরা ধর্ম্মমহোৎসবোপলক্ষে নগরের বহির্ভাগে আসিবেক, তখন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিবে। আথীনীয় রণতরীর মধ্যে দশ খানি মিটিলিনীয় জাহাজ ছিল। পাছে তাহারা মিটিলিনীয়দিগকে এই সম্বাদ দেয়, এই আশঙ্কায় আথীনীয়েরা সেই সমস্ত জাহাজের যাবতীয় লোককে কারারুদ্ধ করিল; কিন্তু যে ভয়ে আথীনীয়েরা এই সাবধানতা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোন ফল দর্শিল না; কারণ আথীনীয় পোত-সৈন্য লেস্‌বসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মিটিলিনীয়দিগের এক জন বন্ধু অগ্রে তাহাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছিল। সুতরাং তাহারা উক্ত মহোৎসবে নগরের বহির্গত হয় নাই।

আথীনীয়দিগের এই চাতুরী বিফল হইলে, এখন তাহারা মিটিলিনি অবরোধের সংকল্প করিল; এবং অবিলম্বেই পেকস্‌-নামক একজন সেনাপতি সসৈন্যে

আগমনপূর্ব্ব সমাগত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া জল এবং স্থল উভয় পথে মিটিলিনি অবরুদ্ধ করিলেন। লেসিডিমোনীয়েরা মিটিলিনীয়দিগের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; কিন্তু তথাকার সাহায্য আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মিটিলিনির খাদ্যসামগ্রী প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তৎকালে যে একজন স্পার্টীয় মিটিলিনিতে ছিলেন, তিনি সাধারণ লোকদিগকেও অস্ত্র ধারণ করাইবার জন্য শাসনকর্ত্তাকে অনুরোধ করিলে, তিনি বলপূর্ব্বক সামান্য লোকদিগকেও অস্ত্র ধারণ করাইলেন। কিন্তু তাহারা অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল, "যখন গবর্ণমেন্ট্ আমাদিগকে বলপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করাইলেন, তখন, আহার ফুরাইলে মিটিলিনীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা যদি তাহা আহরণ করিয়া না দেন, তাহা হইলে আমরা নগর শত্রু হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করিব।" তখন গবর্ণমেন্ট্ ভীত হইয়া অগত্যা শত্রুদিগের স্বয়ং শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে, বিপক্ষদিগের অনুমতি লইয়া আথেন্সে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন; এবং আথীনীয় সেনাপতি পেকসের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন, যেপর্য্যন্ত আথেন্স্ হইতে সংবাদ না আইসে, তত দিন কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না। পেকস্ তাহাতে সম্মত হইয়া অবরোধে নিরস্ত থাকিলেন; কিন্তু কিছু পরেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া মিটিলিনীয় প্রায় সহস্র লোককে বন্দী করিয়া আথেন্সে প্রেরণ করিলেন।

সম্পূর্ণ সহায়বল ব্যতিরেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা মিটিলিনীয়দিগের সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য হইয়াছিল বলিতে হইবেক। আর সহায় বল না থাকাতে অবশেষে শক্রুরা যে তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল, তাহাও নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আথীনীয়েরা তাহাদিগকে এইরূপে প্রতারিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না। সর্ব্ব সাধারণ সমাজে ক্লিয়নের প্রভাব অতিশয় বলবান্ থাকায়, সকলেই ক্লিয়নকে সবিশেষ সম্মান করিত। একারণ আথেন্স্-বাসীরা প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় ক্লিয়নের সবিশেষ অনুরোধে পতিত হইয়া, তদীয় অভিপ্রায়ানুরূপ পেকস যাহাদিগকে বন্দী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিল; এবং মিটিলিনিতে পেকস্কে এই বলিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, সমস্ত পরিণত বয়স্ক পুরুষদিগকে নিহত করিবেন; স্ত্রী এবং বালকদিগকে বিক্রয় করিবেন। যাহা হউক, যাহারা স্বভাবতঃ নির্দ্দয় নহে, শুদ্ধ ক্লিয়নের কুমন্ত্রণায় উক্ত বিষয়ে মত দিয়াছিল; তাহারা পর দিবস অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিল; এবং দয়ার্দ্র চিত্ত লোকেরা উক্ত হত্যা নিবারণের জন্য আর একটী সভাও করিলেন। তাহাতে কতকগুলি লোক ক্লিয়নের বিপক্ষে এক মত হইলে, উক্ত হত্যার নিষেধ লিখিয়া পেকসের নিকট আর একখানি যাহাজ প্রেরণ করা হইল। ক্লিয়নের প্রেরিত যাহাজ মিটিলিনিতে পৌঁছি-

বার পূর্ব্বে এই জাহাজ তথায় উপস্থিত হওয়া আব-শ্যক বিবেচনা করিয়া, মিটিলিনির প্রতিনিধিরা নাবিকদিগকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলে, নাবিকেরা শুদ্ধ রুটি আহার, এবং মদ্যপান করিয়া দিবা রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন বাহিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অনু-কূল বায়ুবশতঃ নির্ব্বিঘ্নে মিটিলিনিতে উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রতিনিধিরা এই সম্বাদ লইয়া পেকসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, পেকস্ ক্লিয়নের পত্রপাঠ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতে-ছেন। যাহা হউক, আথীনীয়েরা পেকসের প্রেরিত সমস্ত বন্দীদিগকে নিহত করিয়া, দয়া বিষয়ে তাহা-দের যে, মিতব্যয়িতা আছে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। অনন্তর মিটিলিনির সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও সমস্ত রণতরী অধিকার করিল; এবং প্রায় সমস্ত দ্বীপ, আথীনীয় ঔপনি-বেশিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের উপর ভূমির কর আদায়ের ভারার্পণ করিল।

কর্সাইরার হত্যা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, প্লেটিয়া, এবং মিটিলিনীয়েরা বিদেশীয়দিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক্ষণে আমরা কর্সাইরার যে ভয়ঙ্কর নরহত্যা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি; পরে দৃষ্ট হইবেক, তাহা দেশীয় লোকেরাই সম্পন্ন করিয়াছিল। গ্রীক্

প্রথানুসারে কর্সাইরায় দুইটী দল ছিল। মর্য্যাদাপন্ন লোকদিগের একটী, এবং সাধারণ লোকদিগের অন্যটী। এই উভয়পক্ষের পরস্পর অহিনকুলতা সম্বন্ধ ছিল; একারণ সময়ে সময়ে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ হইত। একদা সাধারণ সমাজের অধ্যক্ষেরা সম্ভ্রান্ত সমাজের কতিপয় অধ্যক্ষদিগের নামে অভিযোগ করিয়া, পরিশেষে পলায়ন পূর্ব্বক কোন দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। পরে সেনেটের সদস্যবর্গ আথীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইবেন, শুনিয়া তাহারা, এবং তাহাদের বন্ধু বান্ধবেরা, ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ, সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সভা মধ্যে দ্রুত বেগে সহসা প্রবেশ করিল, এবং ষাট্ জনের প্রাণ বধ করিল। এই কারণে, উভয় পক্ষের যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল; তাহাতে সাধারণ লোকেরা পরাস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই নগরের এক এক অংশ আশ্রয় করেন, প্রাতঃকালে উভয়পক্ষীয় লোকেরাই দেশীয় ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে, অধিকাংশ লোকেই সাধারণ লোকদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ইপিরসের বিপরীত উপকূল হইতে আট শত লোক আসিয়া, সম্ভ্রান্তদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতঃপর যে আর একটী সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সাধারণ লোকদিগের জয় লাভ হইলে, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অগ্নি সংযোগ দ্বারা নিজ গৃহ, এবং

নগরের অধিকাংশ দগ্ধ করিয়া ফেলায়। এইরূপ বিবাদ চলিতেছে, এমন সময়ে, এক জন আথীনীয় সেনাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষের এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য উভয় পক্ষের একটী সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলে, তবে তাহারা বিবাদে ক্ষান্ত থাকিল। অতি অল্পকাল পরেই প্রায় চারি শত সম্ভ্রান্ত লোক, তাহাদের শত্রুরা তাহাদের বিনাশের চক্রান্ত করিতেছে, এই সন্দেহ করিয়া, পলায়নপূর্ব্বক কোন দেবালয় আশ্রয় করিলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁহাদিগকে বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রেরণ করিয়া, তথায় তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া এক দেবালয়ে রাখিয়া দিল।

এই সময় এক দল আথীনীয় রণতরী তথায় আসিয়া পৌঁছিল। বোধ হয় এত দিন লোকেরা পিলপনীয়দিগের ভয়ে বৈরনির্যাতনে বিরত ছিল; এক্ষণে তাহারা সেই আশা পরিতৃপ্ত করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়া, এই বলিয়া সম্ভ্রান্তদিগকে দেবালয় ছাড়িয়া আসিবার প্রস্তাব করিল, যে, তাঁহারা আসিলে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হইবেক। সম্ভ্রান্তেরা তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ পবিত্র স্থানের সীমা অতিক্রম করিবামাত্র শত্রুগণ বিনাশসন্ধানে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণ বধ করিল; যাঁহারা দেবালয়ে রহিলেন তাহারা পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভয়ঙ্কর

শত্রু হস্তে বিনাশ অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর, বিবেচনায়, তৎ সম্পাদনে কৃতসংকল্পে হইয়া, কতকগুলি দেবালয়ের বৃক্ষে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন; কেহ কেহ অন্য প্রকারে মানবলীলা সম্বরণ করিল। এইরূপে সকলেই প্রাণত্যাগ করিলে, এক জনও জীবিত রহিলেন না। সাধারণ লোকের এইরূপ ক্রমাগত সাত দিন কাল নরহত্যা হইতে বিরত ছিল না। যাহার যাহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা হইল, সে তাহারই প্রাণনাশ করিতে লাগিল। এই সুযোগে অনেক অধমর্ণ ব্যক্তিরা উত্তমর্ণদিগের শোণিত দ্বারা আপন আপন ঋণ ক্ষালিত করিয়াছিল। এইরূপে নগরমধ্যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইলে, পিতা ও পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। শরণাগতদিগকে দেবালয় হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিল। কতকগুলিকে দ্বার বদ্ধ করিয়া দেবালয়ে রাখিলে, তাহারা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল। আথীনীয়েরা শান্তভাবে এই নৃশংস ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল; নিবারণের কোন চেষ্টাই করিল না।

প্রায় পাঁচ শত সম্ভ্রান্ত লোক তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিপরীত উপকূল আশ্রয় করিয়া ছিলেন। কিছু দিন পরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শত্রুদিগের অতিশয় হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় একদল আথীনীয় রণতরী কর্সাইবায় আসিয়া পৌঁছিলে, সেনাপতিরা সসৈন্যে

অবরূঢ় হইয়া দুর্গবাসী সম্ভ্রান্তদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা আথীনীয়দিগের শরণাগত হইলেন; আথীনীয়েরা, তাঁহাদিগকে যতদিন আথেন্সে না লইয়া যাওয়া হয়, ততদিন কর্সাইরার বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী দ্বীপে রাখিয়া দিল। যদি তাঁহারা পলায়নের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে সন্ধি ভঙ্গ জন্য সম্পূর্ণ দোষী হইতে হইত।

সম্ভ্রান্তদিগকে আথীনীয়েরা দ্বীপান্তরে বন্দী করিয়া রাখিলে, সাধারণ লোকদিগের কর্ত্তৃপক্ষেরা বৈরনির্যাতনের ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া, বন্দীকৃতদিগকে পাতিত করিবার জন্য যে এক ফন্দি করিল, তাহা এই। তাহারা প্রথমতঃ ঐ দ্বীপে কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দিল; প্রেরিত ব্যক্তিরা তথায় পৌঁছিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া বলিল; "আথীনীয়েরা তোমাদিগকে শত্রু হস্তে সমর্পিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি আমাদের পরামর্শ শুন; তবে এই সজ্জিত জাহাজে আরোহণ করিয়া এস্থান হইতে পলায়ন কর।" বন্দীরা তাহাদের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া পরিত্রাণ পাইবার, আশয়ে সেই জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া, এক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। অনন্তর সেই অট্টালিকা হইতে বিংশতিজন করিয়া বাহির করিয়া আনাইয়া শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রধারীদিগের মধ্যদিয়া গমন করিতে আদেশ

করিল। অস্ত্রধারী পুরুষেরা যে যাহাকে নিজ শত্রু বলিয়া বোধ করিল, সে তাহারই প্রাণবধ করিতে লাগিল। এইরূপে ষাট্‌ জন নিহত হইলে, অবশিষ্টেরা আপনাদের বিপদ জানিতে পারিয়া, আথীনীয়দিগকে অহ্বান করিয়া বলিল "তোমরা আইস আমাদিগকে বিনষ্ট কর, আমরা বাহিরে যাইব না।" যাহা হউক সাধারণ লোকেরা সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার অভ্যন্তরে ইষ্টক ও বাণ নিঃক্ষিপ্ত করিতে লাগিল; তখন অবরুদ্ধেরা পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, কেহ কেহ, শত্রুর বাণাঘাতে মরিল কতক বা উদ্বন্ধন দ্বারা আপন আপন প্রাণ বধে উদ্যত হইল। পর দিবস তাহাদের মৃত শরীর একত্র রাশীকৃত করিয়া শকট দ্বারা নগর হইতে বাহির করিয়া ফেলাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কর্সায়ার সামাজিক বিদ্রোহ পর্য্যবসিত হইয়া সম্ভ্রান্তদিগকে সমূলে উৎসন্ন করিয়াছিল॥

ফ্যাক্‌টীরিয়া দ্বীপে স্পার্টীয়দিগের অবরোধ।

মেসীনীয়োপকূলের অনতিদূরে ফ্যাক্‌টীরিয়া-নামক একটী দ্বীপ আছে। একদা আথীনীয়েরা সেই দ্বীপে কতকগুলি স্পার্টীয় সৈন্যকে যে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাই বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রাধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। এই অবরোধের স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। একদা কতিপয় আথীনীয় রণতরী

মেসীনিয়ার উপকূল হইয়া যাত্রা করিতে ছিল; এমত সময় ঐ রণতরীর একজন কর্ম্মচারী ডিমস্‌-থিনিস্‌, পাইলস্‌ অন্তরীপ অবলোকন করিয়া তথায় একটা সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণের মানসে নাবিকদিগের তথায় অবরোহণের প্রস্তাব করিলে, সেনাপতিরা তাহাতে অসম্মত হইলেন। দৈবযোগে এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অগত্যা সেই অন্তরীপ আশ্রয় করিতে হইল। সৈন্যেরা বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তথায় একটী প্রাচীর নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া তদুপযোগী উপকরণের মধ্যে প্রস্তর ও কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং তাহারা হস্ত ও পৃষ্ঠ দ্বারা কর্দ্দম আনয়ন পূর্ব্বক ছয় দিনের মধ্যে এক প্রাকার নির্ম্মাণ করিল। প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে সেনাপতিরা ইহার রক্ষণার্থ ডিমস্‌থিনিসের উপর ছয়খানি জাহাজের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণপূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ লেসিডিমোনীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা ত্বরায় আসিয়া জলে এবং স্থলে ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিল। ঐ দ্বীপের বন্দরের মধ্য দিয়া অবরুদ্ধ স্থানে প্রবিষ্ট হইবার একটী মাত্র পথ ছিল; এবং অন্তরীপের উভয় পার্শ্ব দিয়া বন্দরে প্রবিষ্ট হইবারও দুইটী বৈ পথ ছিল না। সুতরাং সেই পথদ্বয় রুদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, লেসিডিমোনীয়েরা চারি শত কুড়ি জন সৈন্য, এবং কতিপয়

জাহাজ রাখিয়া ঐ পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে, আথীনীয়-দিগের আর এমন পথ রহিল না, যদ্দ্বারা আসিয়া অবরুদ্ধদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু রক্ষকদিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ তাহাদের রক্ষণপ্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহাদের অনবধানতাবসরে, ডিমস্থিনিস্ কর্ত্তৃক আহূত আথীনীয় রণতরী আসিয়া অনায়াসে বন্দর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্পার্টীয়দিগকে পরাস্ত করিল; এবং স্পার্টীয়দিগের নির্গমের পথ অব রুদ্ধ করিয়া ফেলিল; সুতরাং বহির্গমের পথ না থাকায়, স্পার্টীয়দিগকে বন্দরেই অবরুদ্ধ থাকিতে হইল; এবং তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনের পথ একেবারেই বন্দ হইয়া গেল; কারণ আথীনীয়েরা, যাহাতে স্পার্টীয়দিগের আসার প্রসার বন্দ হয়, এই অভিপ্রায়ে দুই খানি যাহাজ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সেই যাহাজ সমস্ত দিন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া চৌকী দিত। রাত্রি হইলে, সমস্ত যাহাজ আসিয়া শত্রুদিগকে বেষ্টনপূর্ব্বক নঙ্গর করিয়া থাকিত। এইরূপে শত্রুদিগের আর কোন দিকে নড়িবার যো রাখিল না। কিন্তু স্পার্টীয়েরা, তত্রত্য স্বাধীন ব্যক্তিদিগকে, পুরস্কার স্বীকার, এবং হেলটদিগকে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া দ্বীপ হইতে ময়দা, মদ্য, এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর আয়োজনার্থ গুপ্তভাবে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারাও গুপ্তভাবে এই সকল সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল। যে সময় বায়ু

অতিশয় প্রবল হইত, আথীনীয় জাহাজ সকলের চলিবার সামর্থ্য থাকিত না, সেই সময় তাহারা নৌকাযোগে যাইয়া তীর হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিত; এবং ডুবুরীয়া-ব্যাগ পরিপূর্ণ করিয়া পোস্তদানা, শণের বীজ প্রভৃতি এমনি আনিয়া দিত যে, কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। এ জন্য দ্বীপের রক্ষকেরা আশার অতিরিক্ত কাল জীবন ধারণ করিয়াছিল। আথীনীয়েরাও যখন খাদ্যসামগ্রী এবং ভাল জলের অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল, তখন কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসার জন্য সেনাপতিরা আথেন্সে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

সমস্ত লোক সভায় একত্র সমবেত হইলে, নীচাশয় গর্জ্জনকারী এবং মিথ্যাবাদী ক্লিয়ন্‌ সকলের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, ডিমস্থিনিস্‌ যে জন্য অভিযোগ করিয়াছে, সে সমস্তই অলীক। এই বলিয়া সেনাপতি নীসীয়সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি সেনাপতিদিগের পুরস্কার থাকিত তবে, ঐ দ্বীপ শীঘ্র অধিকৃত হইত; যদি আমি স্বয়ং ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে ঐ দ্বীপ এত দিন অধিকৃত হইত, সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া নীসিয়স্‌ ক্লিয়ন্‌কে যে কোন সৈন্যদল লইয়া উক্ত যুদ্ধে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিলে, ক্লিয়নের মুখ শুখাইয়া গেল। ক্লিয়নের মুখে যত ফলিত কাজে তাহার একাংশও সম্পন্ন হইত না। যাহাহউক ক্ষতিপ্রিয় লোকেরা নীসীয়সের

প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য ক্লিয়ন্‌কে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্লিয়ন্‌ এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, বাহিরে প্রসন্নতা প্রকাশ করত অগত্যা পাইলস্‌ যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন; এবং আর কিছু সৈন্য প্রার্থনা করিয়া এই শপথ করিলেন যে, বিংশতি দিবসের মধ্যে, হয় স্পার্টীয়দিগকে সেই দ্বীপে নিহত করিয়া আসিবেন, নয় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আথেন্সে আনয়ন করিবেন। ক্লিয়ন্‌ মনে মনে জানিতেন, যে তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য কার্য্যে নিতান্ত অপটু; একারণ বুদ্ধিপূর্ব্বক ডিমস্‌থিনিস্‌কে আপনার সহকারিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ক্লিয়ন্‌ পাইলসে উপস্থিত হইয়া স্পার্টীয়দিগকে তাঁহার শরণাগত হইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে, আথীনীয় সৈন্যেরা রাত্রিযোগে জাহাজ হইতে দ্বীপে অবতীর্ণ হইল। প্রাতঃকালে স্পার্টীয়দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের প্রচুর অভিনিবেশ নিবন্ধন যুদ্ধ, অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে যখন শতাধিক স্পার্টীয় নিহত হইল, তখন অবশিষ্টেরা তাহাদের বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তীরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ফলতঃ তাহাদের সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কিন্তু আথীনীয়েরা একজন দূত পাঠাইল; এবং একজন স্পার্টীয় আসিয়া স্বপক্ষদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা

করিলে, স্পার্টীয়েরা আথীনীয়দিগের শরণাগত হইল। যাহাহউক স্পার্টীয়েরা এইটী অতি বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল। ক্লিয়ন্‌ মুখে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিলেন। কুড়ি দিনের মধ্যেই স্পার্টীয়দিগকে আথেন্সে লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া এই প্রচার করিয়া দিলেন; যদি কখন স্পার্টীয়েরা আটিকা আক্রমণ করে, তাহা হইলে বন্দীদিগকে নিহত করিবে। স্পার্টীয়েরা এপর্য্যন্ত কখন কাহারও শরণাগত হয় নাই, তাহারা এই মাত্র শরণাগত হইল। ফলতঃ এই ঘটনা গ্রীকদিগের অতিশয় বিস্ময়জনক হইয়াছিল।

ক্লিয়ন্‌ এবং ব্রাসিডাস্‌।

এই ঘটনা দ্বারা ক্লিয়ন্‌ অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়া, আপনাকে প্রথমশ্রেণীস্থ সেনাপতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, প্রসিদ্ধ স্পার্টীয় সেনাপতি ব্রাসিডাস্‌, থ্রেসে থাকিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে আথেন্সের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার পরামর্শ দিলে, তাহারা তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া অখিল সৈন্যের কর্তৃত্বভার তাঁহার উপর সমর্পণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রেরণ করিল। তিনি আম্ফিপোলিস-নগরের আসন্নবর্ত্তী ষ্ট্রাইমন্‌-নদীর মোহানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি যে যে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, আম্ফিপোলিস্‌-নগর

তন্মধ্যে প্রধান ছিল। ব্রাসিডাস্ নগরের প্রতি শত্রু-দিগের আক্রমণের প্রতিরোধ জন্য ত্বরাবান্ হইয়া নগরের সন্নিহিত এক পর্ব্বত আশ্রয় করিলেন। ক্লিয়নের সৈন্যগণ, তদীয় কাপুরুষতা ও চাতুরীবিহীনতা-নিবন্ধন অতিশয় অপদার্থ ও হেয়জ্ঞান করিত, এজন্য তাহারা কলহ আরম্ভ করিল; ক্লিয়ন্ শুদ্ধ লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে নগরের সম্মুখবর্ত্তী কোন উচ্চস্থানে সৈন্যচালনা করিলেন; ফলতঃ ইহাতে তাঁহার যুদ্ধ করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। ব্রাসিডাস্ নগরে ফিরিয়া আসিলেন; এবং যদিও তদীয় সৈন্য শত্রু-সৈন্য অপেক্ষা বলে নিকৃষ্ট ছিল, তথাপি তিনি আপন বিজ্ঞতা ও সংগ্রাম-পারদর্শিতা দ্বারা শত্রুর সে সুবিধা অতিক্রম করিতে সম্পূর্ণ সাহস করিয়াছিলেন।

ক্লিয়ন্ ক্রমশঃ নগরের এত নিকটবর্ত্তী হইলেন যে, তথা হইতে, নগরাভ্যন্তরে দেবতোদ্দেশে ব্রাসিডাসের বলি-প্রদান, এবং সসজ্জ পদাতিসৈন্য ও অশ্বগণের চরণসমূহ পুরদ্বার দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ নদীর মোহানায় হটিয়া যাইবার মানস করিয়া, সৈন্যদিগকে এরূপ বিশৃঙ্খলরূপে ফিরাইলেন যে, সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব শত্রু-সৈন্যের দিকে সম্পূর্ণরূপ অরক্ষিত হইয়া পড়িল। ব্রাসিডাস্ এই সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইয়া আথীনীয় সৈন্যের মধ্যভাগ

আক্রমণ করিলেন ; এবং অন্য একজন স্পার্টীয় সেনা-পতি নগরের অন্য দ্বার দিয়া সসৈন্যে বহির্গত হইয়া আক্রমণ করিলেন, তাহাতে বামপার্শ্বের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে, ব্রাসিডাস্ দক্ষিণপার্শ্বস্থ সৈন্য দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া কোন অদৃষ্ট ব্যক্তির হস্তে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ক্লিয়ন্‌ও যেমন ভয়ে অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে-ছিলেন, অমনি এক জন বিপক্ষ সৈনিকপুরুষ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে আথীনীয়দিগের সাত শত এবং বিজয়ীদিগের সাত জন মাত্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

ফ্যাক্‌টীরিয়ার যুদ্ধে লেসিডিমোনীয় দিগের যে সকল লোক বন্দীকৃত হয়, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত লেসিডিমোনীয়েরা সন্ধি সংস্থাপনে একান্ত উৎসুক ছিল ; এবং নীসিয়স্ ও আথেন্সের অন্যান্য কুলীন বংশীয়েরা বহুকালাবধি সন্ধিবিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন ; কিন্তু ব্রাসিডাস্ এবং ক্লিয়ন্ এই দুই ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের কণ্টকস্বরূপ থাকায় তাহা সফল হয় নাই. এখন (খৃঃ পূঃ ৪২২) নীসীয়স্ বহুকাল বাঞ্ছিত সন্ধি সংস্থাপন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং তাহা নীসি-য়স্-কৃত সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

আল্সিবাইডিস্।

তৎকালে আথেন্স্ নগরে আল্সিবাইডিস্ নামে সংগ্রামযশঃপ্রিয় যে এক সম্ভ্রান্ত যুবক নীসিয়সের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনিই পূর্ব্বোক্ত নীসিয়স্-কৃত সন্ধি-ঘটনা অধিককাল স্থায়ী হইতে না দিবার কারণ হইলেন। ইনি অতিশয় দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন; যেমন রূপবান্, তেমনি মহাকুল-প্রসূত; যেরূপ ধনবান্, সেইরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন; এজন্য দেশের যাবতীয় লোক, বিশেষতঃ আথেন্স্বাসীরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিত, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। কিন্তু লেসিডিমোনিয়ার অধিবাসীরা আল্সিবাইডিস্ অপেক্ষা নীসিয়সের অধিক সম্মান করিত; এবং নীসিয়সের নিকটেই সকল বিষয়ের অভিযোগ করিত; এজন্য তিনি স্পার্টীয়দিগের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া, যাহাতে স্পার্টীয়দিগের সহিত আথীনীয়দিগের বৈরভাব পুনরুদ্দীপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সন্ধি বিঘটিত হয়; এবং যাহাতে আপন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসদ্ব্যয় নিবন্ধন যে সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, সমর-লোপ্ত্র দ্বারা তাহার পূরণ হয়; তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বেই আর্গাইবদিগের সহিত স্পার্টী-

য়দিগের বিগ্রহ ঘটনা দ্বারা সে চেষ্টা সফল করিলেন। এই বিবাদ সূত্রে আর্কেডিয়া প্রদেশে মান্টানিয়া-ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে লেসিডিমোনীয়েরা জয়ী হয়, এবং ফ্যাক্‌টীরিয়া যুদ্ধে আপনাদের বিলুপ্ত যশের পুনরুদ্ধার করে।

আথীনীয়েরা আল্‌সিবাইডিসের পরামর্শে মেলস্‌ দ্বীপস্থ লোকদিগের প্রতি যেরূপ নৃশংসতাচরণ করিয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত লোকের মনে জাজ্বল্যমান আছে; এবং কস্মিন্‌ কালেও মার্জ্জিত হইবার নহে। মেলস্‌-দ্বীপের অধিবাসীরা স্পার্টার উপনিবেশিক হইলেও এই সংগ্রামের প্রারম্ভে কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই, তথাপি আথীনীয়েরা সন্তুষ্ট না হইয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ বাধাও প্রাপ্ত হইল; সুতরাং এখন দ্বীপবাসীরা স্পার্টীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। অতীত সন্ধি-পত্রে মেলিয়ান্‌দিগের নাম থাকিলেও আথীনীয়েরা তথায় নৌসেনা ও পদাতিসেনা প্রেরণ পূর্ব্বক তাহা-দিগকে অন্যান্য দ্বীপবাসীদিগের ন্যায় অধীন হইতে বলিলে, দ্বীপবাসীরা সম্মত হইল না; এজন্য আথীনী-য়েরা তাহাদিগের নগর, স্থল ও জল উভয় পথে অব-রুদ্ধ করিল। মেলস্‌বাসীরা যাহাদের ভরসায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাছিল; দীর্ঘসূত্রী স্পার্টাবাসীরা মেলিয়ান্‌-দিগের রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার চেষ্টাই করিল না; সুতরাং তাহারা অগত্যা আথীনীয়দিগের শরণাগত

হইল। আথীনীয়েরা, কি বৃদ্ধ কি যুবক, সকলকেই নিহত করিয়া, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা দিগকে বিক্রয় করিতে লাগিল; এবং ভূমি সকল আথেন্সের ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল। আথেন্সের সাধারণ-তন্ত্র পক্ষের লোকেরা ইহাকে স্বাধীনতা বলিতেন। আল্‌সিবাইডিস্‌ আথেন্সকে উৎসন্ন দিবার নিমিত্তই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন: একারণ আথীনীয়দিগকে সিসিলি আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিবার বিষয়ে তিনিই এক জন সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী ছিলেন; সিসিলি আক্রমণই পরিশেষে আথেন্সের বিনিপাতের কারণ হইয়া উঠিল।

সিসিলি যাত্রা।

অতি পূর্ব্বকালে সিসিলি দ্বীপে যে সমস্ত গ্রীক-জাতীয় ঔপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কতকগুলি ডোরীয় ও কতকগুলি আইয়োনীয়। উভয় দলের পরস্পর বৈরভাব থাকায় নিরন্তর বিরোধ উপস্থিত হইত। অত্রত্য ডোরিক প্রদেশের মধ্যে সিরাকিউস্‌ নগরী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল; ও কতকগুলি আইয়োনীয়-প্রদেশের লোকেরা সিরাকিউসীয় দিগের উৎপীড়নে নিতান্ত নিপীড়িত বা নগরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আপন স্বজাতীয় আথীনীয়দিগের নিকটে আপনাদের রক্ষার্থ শরণাগত হইল। পিলপনীসার সংগ্রাম কালে সময়ে সময়ে

আথীনীয়েরা প্রায়ই সিসিলিতে নৌসেনা প্রেরণ করিয়াছিল, পরন্তু তৎকালে তদ্দেশবিজয়ের কোন চেষ্টাই করে নাই। এক্ষণে সিসিলি হইতে দূতমুখে সিরাকিউসীয় শক্তির অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি শুনিয়া, আথীনীয়দিগকে এই প্রভাবশালী ও ধনসম্পূর্ণ দ্বীপকে পরাজিত করিয়া আথেন্সের অধীন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেখিতেছি উক্ত দ্বীপ অধিকৃত হইলে ইটালি জয় করা দুঃসাধ্য হইবেক না, এবং বহু প্রভাবশালী বিস্তৃত বাণিজ্যসম্পন্ন কার্থেজ ও তাহাদের হস্তগত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এবং ঐ সকল দেশ জয়ানন্তর তোমরা দুর্নিবার্য্য প্রভাবশালী হইয়া অনায়াসে পিলপনীসীয় দিগকেও আক্রমণ করিতে পারিবে।" অল্‌সিবাইডিস্ ইত্যাদি নানা যুক্তি ও লোভ দেখাইয়া আথীনীয়দিগকে সিসিলি আক্রমণে সসজ্জ করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ এরূপ চেষ্টায় যে অধিকতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং ইহা যে যার পর নাই অদূরদর্শিতার কার্য্য, তাহা আথীনীয়দিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত নীসিয়স্ যে আন্তরিক চেষ্টা পাইলেন, তাহা বৃথা হইল। ইহাতে অধিক সৈন্যের আবশ্যকতা বলিয়া নীসীয়স্ যে ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না; কারণ আথীনীয়েরা তাহাতে ভীত না হইয়া, বরং সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা প্রদান

পূর্ব্বক আল্‌সিবাইডিস্‌ ও লামেকস্‌ক তাহার সহযোগীত্বে নিযুক্ত করিল। এই চেষ্টা সফল হইবেক বলিয়া, কি বৃদ্ধ কি যুবা, সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ; অন্ততঃ ইহাও নিশ্চয় হইয়াছিল যে, যদিও ইহা সফল না হয়, তথাপি আথেন্সের বিশেষ ক্ষতি হইবেক না।

সিসিলি যাত্রার প্রায় সমুদায় উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, যুদ্ধযাত্রার দুর্নিমিত্তসূচক যে একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়া আথেন্স্‌ মধ্যে মহাগোলোযোগ উপস্থিত হয়, তাহা এই :—দ্বারে দ্বারে এক চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর হার্মিস্‌-দেবের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি রাখা আথেন্সের চিরন্তন প্রথা ছিল। এক দিবস রাত্রি যোগে যাবতীয় প্রতিমূর্ত্তি গুলি ভগ্ন ও বিশ্রী হইয়া ভূতলে পতিত আছে, প্রভাতকালে ইহা নিরীক্ষণ করিয়া নগরবাসীগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি যে এই গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে আল্‌সিবাইডিস্‌ ও তাঁহার উদ্দাম সহচরগণের প্রতি সকলেরই সন্দেহ জন্মিল ; বহু অনুসন্ধানের পর, ইতি পূর্ব্বে আর একবার কতকগুলি দেবপ্রতিমূর্ত্তি তিনিই ভগ্ন ও বিশ্রী করিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন আথিনীয়দিগের অতি পবিত্র ইলিউসিনীয়-নামক মন্ত্র-রহস্য পরিহাস প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হইয়াছিল ; ইহা প্রকাশ হওয়ায়, তাঁহার শত্রুরা নানা অলঙ্কার দ্বারা ঐ সকল অপবাদ বাড়াইয়া বলিলে,

তাঁহাকেই উক্ত গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্থির করিল; কিন্তু তিনি উহার কিছুই স্বীকার না করিয়া তদ্দণ্ডে উহার বিচারের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ের বিচার হয়, তদীয় শত্রুপক্ষের এরূপ অভিসন্ধি ছিল না; কারণ আথীনীয় সাধারণ লোকের উপর তাঁহার যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে দদ্দণ্ডে বিচার হইলে, তিনি অনায়াসেই পরিত্রাণ পাইবেন; এই আশঙ্কায়, এবং তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহাকে এককালে বিপদ্‌জালে জড়িত করিবার বাসনায়, যাহাতে যুদ্ধযাত্রার আর বিলম্ব না হয়, এবং যাহাতে আল্‌সিবাইডিস্‌ সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগত হইলে তদ্বিষয়ের বিচার হয়, এ বিষয়ে যত্নবান্‌ হইলেন। (খৃঃ পূঃ ৪১৫) গ্রীষ্মকালের মধ্যসময়ে যুদ্ধযাত্রার সমুদায় উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে; যাত্রার দিবস প্রাতঃকালে যাবতীয় পুরবাসীগণ যাত্রা দর্শনার্থ পাইরিয়স্‌ বন্দরে উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ যখন আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় লইয়া রণপোতে আরোহণ করিতে যায়, তখন তাহাদের আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু এতাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব যুদ্ধসমারোহ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মন সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কারণ ইহার পূর্ব্বে এতাদৃশ নৌসেনা সমারোহে আর কখন গ্রীক্‌ উপকূল হইতে বহির্গত হয় নাই। সেনাগণ পোতে আরোহণ করিলে, নীরব হইবার নিমিত্ত তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; এবং

সকলেই নিরাপদ ও যাত্রার সাফল্যের নিমিত্ত দেবতা দিগের বন্দনা করিতে লাগিল। তনদন্তর রণ-পোত সকল বাহিতে বাহিতে ইজাইনা দ্বীপে উপস্থিত হইল, তথা হইতে যাত্রা করিয়া পিলপনীসস্ বেষ্টন পূর্ব্বক কর্সাইরা দ্বীপে পৌঁছুছিল, ততঃপর তথা হইতে ইটালির পূর্ব্ব উপকূলে, এবং পরিশেষে সিসিলিতে উপস্থিত হইল।

আল্‌সিবাইডিসের পুনরাহ্বান ও পদচ্যুতি।

যাহা হউক, বহুদর্শী বিজ্ঞতম নীসিয়স্ ইতি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, পরিশেষে ঠিক তাহাই ঘটিল; আথেন্সবাসীরা সিসিলি দ্বীপে উপস্থিত হইবার পর দূতমুখে সমস্ত অবগত হইয়া দ্বীপবাসীরা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সাহায্যের প্রাপ্তি-বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হইল; এবং তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ভাবভঙ্গী ও আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চক বলিয়া স্থির করিল। অতঃপর কি করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য যে এক সভা বসিল, তাহাতে নীসি-য়স্ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, আপনাদিগের সৈন্যসম্পত্তি প্রকাশার্থ দ্বীপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করাই শ্রেয়স্কর কার্য্য। কিন্তু আল্‌সি-বাইডিস্ তথায় কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সিরা-কিউস্ নগরী আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলে, লামেকস্‌ও তদীয় মতের অনুমোদন করিলেন। এই-

রূপ কর্ত্তব্যতাবধারণের তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় আথেন্স্‌ হইতে একখানি জাহাজ আসিয়া হার্ম্মিস্‌-দেবের প্রতিমূর্ত্তি ভঙ্গাভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত আল্‌সিবাইডিসের গৃহ প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তিনি অক্ষুব্ধ চিত্তে লোক সমক্ষে গমনসম্মতি প্রকাশ করত নৌকারোহণপূর্ব্বক সিসিলি পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রতিগমনকালে ইটালির উপকূলে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে দোষী জ্ঞানেই হউক বা বিপক্ষদিগের ভয়েই হউক, তিনি তথায় লুক্কায়িত হইলেন। পরে এই সংবাদ আথেন্সে প্রচারিত হইলে সর্ব্বস্ব আক্রমণ পূর্ব্বক আল সিবাইডিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ইহা শুনিয়া আল্‌-সিবাইডিস্‌, প্রতিশোধ দিবার জন্য, যতদূর সাধ্য, আথেন্সের অপকার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্পার্টা যাত্রা করিলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সিরাকিউস্‌ হইতে সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত দূত আসিয়াছে দেখিয়া, তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আথেন্স-বাসীদিগের সর্ব্বাতিশায়িনী দুরাকাঙ্ক্ষতা এবং সময়ে যদি তাহার প্রতিবিধান করা না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিপোষকতা করিলে, সিরাকিউসীয়দিগের সাহায্য করা স্থির হইল; এবং গিলিপস্‌ নামক এক ব্যক্তিকে, রণতরীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে প্রেরণ করা হইল।

সিরাকিউসের অবরোধ।

আথীনীয়েরা সিরাকিউস্ নগর অবরোধ করিলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে কোন যুদ্ধে আথীনীয় সেনাপতি লামেকস্ নিহত হয়েন; সৈন্যগণ সেনানীর বিনাশে হতাশ্বাস না হইয়া একরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, সেই সংগ্রামে সিরাকিউসের অশিক্ষিত সৈন্যদিগের উপর সম্পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই দিনই নগর অধিকারের প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময় গিলিপস্ সসৈন্যে পিলপনীসস্ হইতে সমাগত হইয়া তাহাদের সে আশা বিফল করিয়া দিলেন। এখন গিলিপসের আগমনে আপনাদিগকে হীনবল বিবেচনা করিয়া নীসিয়স্ তৎক্ষণাৎ আথেন্সে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, "প্রথমে যে পরিমাণে সৈন্য তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ আর এক দল সেনা যদি পত্রপাঠ আসিয়া সহায়তায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে অবরোধ শিথিল-প্রযত্ন হইয়া অগত্যা পলায়ন করিতে হইবেক।" আথেন্স্বাসীরা জয়লাভের স্বপ্নে অভিভূত থাকিয়া অদ্যাপি জাগরিত হয় নাই, এখন নীসিয়সের পত্র পাইবামাত্র তাহারা ডিমস্থিনিস্কে সৈন্যাপত্য প্রদান পূর্ব্বক নীসিয়সের সাহায্যার্থে আর এক দল সৈন্য সিসিলি প্রেরণ করিল। ডিমস্থিনিস্ তৎকালে একজন বিলক্ষণ সমর্থ সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিরাকিউসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আথীনী-

য়েরা সিরাকিউসের বন্দরে দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। ডিমস্থিনিস্‌ উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা, কোন একটা উন্নত স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, এবং যদি, সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তবে অবরোধ ছাড়িয়া সসৈন্যে পলায়ন করিবেন; এই স্থির করিয়া সৈন্যদিগের পাঁচ দিনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী এবং এক দুর্গ নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক রজনীমুখে সসৈন্যে [illegible] হইয়া অভিপ্রেত উন্নত প্রদেশে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিবিধ প্রকার বিভীষিকা ও নানা অশুভ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, সৈন্যগণ ভীত হইয়া চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; এবং তাহাতে তাহাদের অনেক ক্ষতি হইল; বিশেষতঃ ডিমস্থিনিসের সৈন্যদিগের বিশেষ হানি হইল। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া দেশের পথ ঘাট না জানাতে অপথে গমন করিলে, প্রভাতে সিসিলীয় তুরগ-সেনার সম্মুখে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল।

এখন ডিমস্থিনিস্‌ সৈন্য বিনাশে ভগ্নোৎসাহ হইয়া গৃহ গমনের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু নীসিয়স্‌ একথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না; সুতরাং সৈন্যদিগকে থাকিতে হইল। কিছু দিন পরেই যখন গিলিপস্‌ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রভূত বলসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; তখন নীসিয়স্‌ আপ-

নার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করা শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন। পলায়নের উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় দৈবাৎ চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হইল। নীসিয়স্ উপধার্ম্মিক ছিলেন, একারণ দৈবজ্ঞেরা অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সৈন্যদিগের গমন নিষেধ করিলে, পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিনি কোনপ্রকারে সৈন্যদিগকে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এদিকে সিরাকিউসীয়েরা, আথীনীয়দিগকে পলায়ন করিতে না দিবার পরামর্শ করিয়া স্থলপথে আথীনীয় স্কন্ধাবার আক্রমণ করিল; এবং নৌসেনা, আথীনীয় নৌসেনা আক্রমণ করিতে গেল। এতদ্দর্শনে জাহাজের নঙ্গর উত্তোলনপূর্ব্বক জাহাজ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সিরাকিউসীয়দিগের রণকর্ম্মের কৌশলে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে যে যে সিরাকিউসীয় পদাতি-সেনা আথীনীয় শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা আথীনীয় সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আথীনীয় রণতরীবৃন্দ অপথে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল। সিরাকিউসীয়েরা জলযুদ্ধে জয় লাভ দ্বারা অতিমাত্র আহ্লাদিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া সমগ্র আথীনীয় তরণীসেনা এবং পদাতি-সৈন্য বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায় করিল, এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অর্ণবপোত সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থাপিত করিয়া বন্দরে

প্রবিষ্ট হইবার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, দেখিয়া আথীনীয়েরা এই পরামর্শ স্থির করিল যে, তাহাদের যতগুলি জাহাজ আছে সমস্ত জাহাজ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বলপূর্ব্বক এক পথ আবিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবে, যদি সে প্রযত্ন সফল না হয়, তবে জাহাজ সমস্ত দগ্ধ করিয়া অবশেষে স্থলপথে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। এই পরামর্শ স্থির হইলে, সকলে পোতে আরোহণ পূর্ব্বক বেগে বাহিয়া গিয়া বন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সিরাকিউসীয়েরা তাহাদের অনুধাবনে ত্বরাবান্ হইল, এবং সৈন্যের কিয়দংশ আথীনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরিশেষে নিহত হইল। এদিকে আথীনীয়েরা, সিরাকিউসীয়দিগের যে সকল জাহাজ বন্দরে প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সমস্ত জল যানের নঙ্গর শিথিল করিয়া দিবার উদ্যম করিল। তাহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, এমন সময় অবশিষ্ট সিরাকিউসীয় রণ-তরী আসিয়া উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতি পূর্ব্বে কোন যুদ্ধেই উভয় পক্ষের এরূপ অধ্যবসায় দেখা যায় নাই। এই সময় আথীনীয়েরা আপনাদিগের সম্পূর্ণ সঙ্কট ভাবিয়াছিল, এবং সিরাকিউসীয়েরাও, রণতরী বিধ্বস্ত হইলে বিপক্ষ সেনারা সবল হইয়া উঠিবে এইরূপ আন্দোলন করিতেছিল। এদিকে আথীনীয়-সৈন্যেরা তীরে

দণ্ডায়মান হইয়া মহান্ ঔৎসুক্যের সহিত সমর-ব্যাপার অবলোকন করত পরিশেষে আথীনীয় নৌসে-নাকে জয় লাভে বিভূষিত এবং সিরাকিউসীয়-দিগকে হতাশধ্বনি করত আথীনীয়দিগের শরণাগত হইতে দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অব-শেষে যখন, সমস্ত আথীনীয় নৌসেনা পলায়ন করি-তেছে, এবং শত্রুরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হই-তেছে দেখিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে এক শোক-সূচক উন্নত ধ্বনি উত্থিত হইল ; এবং সকলে পলায়মান রণতরী রক্ষার্থ দ্রুতবেগে ধাবমান্ হইল। যাহা হউক আথীনায়েরা এই পরাভবে এত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল যে, আহত সৈন্যদিগকে সমাহিত করা যে এক তাহা-দের অপরিবর্ত্তনীয় রীতি ছিল, তদনুসারে আহত সৈন্য-দিগকে সমাহিত করিবার জন্য লোক পাঠাইতেও পারিল না।

আথীনীয়দিগের পলায়ন।

বিপক্ষেরা তাহাদিগের এই পরামর্শ জানিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে, আথীনীয়েরা সেই রাত্রেই পলাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু কোন সিরাকিউসীয় সেনাপতির চাতুরী নিবন্ধন তাহাদিগের সে রাত্রে যাত্রার উদ্যম ভঙ্গ হইয়া গেল। সিরাকিউসীয় সেনানী আথীনীয়দিগের পলায়নের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, সমস্ত সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাহাদের

পথ রুদ্ধ করিবার মানস করিলেন। কিন্তু সেই দিন সিরাকিউসীয়েরা জয়োৎসবে মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত ছিল, তখন তাহাদের সেই আমোদে বাধা দেওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। ফলতঃ আথীনীয়েরা পলায়ন করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে, ভূমণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হইলে, আথীনীয় স্কন্ধাবারে কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দিলেন। এবং যাহা বলিতে হইবেক, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। তদনুসারে তাহারা আথীনীয় স্কন্ধাবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমরা আপনাদের নগরস্থিত বন্ধুদিগের প্রেরিত। সিরাকিউসীয়েরা সমস্ত রাজপথ রুদ্ধ করিয়াছে একারণ অদ্য রাত্রে প্রতিগমন নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।" এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আথেন্স্-বাসীরা সে রাত্রি, এবং খাদ্যাদি আহরণার্থ পরদিবস পর্য্যন্ত প্রতিগমন স্থগিত রাখিল; সেই অবকাশের মধ্যে শত্রুপক্ষেরা বিলক্ষণ সসজ্জ হইয়া পলায়নের সর্ব্বপ্রকার সুবিধাই বন্ধ করিয়া ফেলিল। গিলিপস্ পরদিবস যাত্রা করিয়া রাজ পথ সকল রুদ্ধ করিয়া বসিলেন, এবং নদীপার স্থানে এবং প্রান্তর মধ্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এমতে সহজে পালাইবার পথ মাত্রেই রুদ্ধ হইয়া গেল। অতঃপর আথীনীয়-সৈন্যগণের প্রতিগমনকালে তাহাদিগের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহাদের ভাগ্যে কখন যাহা ঘটে নাই তাহাও ঘটিল, যাত্রা-

কালে, মৃতশরীর সকল অসমাহিত হইয়া পড়িয়া রহিল ; পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদিগকে যখন শক্রদিগের নৃশংসতার করাল কবলে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিলেও প্রাণভয়ে কেহই তাহাদের সে অনুনয়ে সম্মত হইতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেল ; ফলতঃ কোন নগর অবরুদ্ধ হইলে, নাগরিকদিগের পলায়ন ব্যাপার যেরূপ শোচনীয় হয়, ইহাদের পলায়ন ব্যাপার ও ঠিক্ সেইরূপ হইল। পলাতকদিগের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ সহস্র ছিল। পলায়নকালে, ভৃত্যগণ অবসর পাইলেই পলায়ন করিতে লাগিল, একারণ তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া ; কি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, কি অন্যান্য লোক, সকলেই আপন আপন খাদ্য সামগ্রী আপনার সঙ্গেই লইয়াছিল ; এবং এই অবস্থায় সৈন্যদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। নীসিয়স্ প্রথম দলের, এবং ডিমস্থিনিস্ দ্বিতীয়দলের অধ্যক্ষ হইয়া দ্রব্যাদি সকল এবং ভৃত্যবর্গকে উভয় দলের মধ্যে রাখিয়া গমন করিবার আদেশ করিলেন।

সৈন্যগণ এনাপস্ নদীর অবরোহ হইয়া দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সাইসেল্-নামক প্রদেশের অভিমুখে অন্যূন আড়াই ক্রোশ পর্য্যন্ত অবাধে গমন করিয়া, অবশেষে একদা সিরাকিউসীয় অশ্ব-সৈন্য এবং পদাতি-সৈন্য কর্ত্তৃক এরূপ নিরন্তর উদ্বেজিত হইল যে, গমন বন্ধ

করিয়া সে রাত্রি কোন এক উন্নত স্থানে আশ্রয় লইতে হইল। পর দিবস প্রত্যুষে পুনর্ব্বার যাত্রা করত এক সঙ্কট গিরি-পথে উপস্থিত হইয়া দেখিল সিরাকিউসীয়েরা পথের মধ্যে একটা প্রাচীর দিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। পথ অতিক্রমণের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া যখন সে চেষ্টার কোন ফল দর্শিল না, তখন অন্য পথ দিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু শত্রু পক্ষের তুরঙ্গ-সেনা এবং পদাতি-সেনা তাহাদিগকে এত উদ্বেজিত করিতে লাগিল যে, তাহারা সমস্ত দিনেও ক্রোশাংশের অধিক পথ যাইতে পারিল না। এখন তাহারা অনুসৃত পথ দ্বারা দেশের মধ্য ভাগ প্রাপ্ত হইবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে যাইবার পরামর্শ করিল এবং অগ্নি প্রজ্জ্বালন দ্বারা শত্রুদিগকে প্রতারিত করত রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া নিরাপদে উপকূলভাগ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মধ্যভাগ প্রাপ্ত হইবার মানসে কোন স্রোতঃস্বতীর ধার দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল।

পর দিন প্রাতে, সিরাকিউসীয়েরা, শত্রুগণ পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া, দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ডিমস্থিনিস্-রক্ষিত সৈন্যের এক ভাগের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে প্রাকার বেষ্টিত এক ডিম্বাকার স্থানে কৌশলে রুদ্ধ করিয়া সমস্ত দিন বর্ষাদ্বারা উদ্বেজিত করিলে পর, আথীনীয়েরা, এই অঙ্গীকারে সন্ধ্যার

সময় সিরাকিউসীয়দিগের শরণাগত হইল যে, কোন রূপে কেহ কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। এই-রূপে ডিমস্থিনিসের সৈন্যদল বশীভূত করিয়া, পর দিবস নীসিয়সের সৈন্যকে আক্রমণ করিল, এবং নীসিয়স্‌কেও ডিমস্থিনিসের মত শরণাগত হইবার আদেশ করিল। নীসিয়স্, শত্রুপক্ষেরা পূর্ব্ব সৈন্য-দলের যেরূপ অবস্থা বর্ণন করিল তাহা যথার্থ স্থির করিয়া কহিলেন, "যদি তোমরা আমাকে সসৈন্যে দেশ প্রতিগমনের অনুমতি কর, তবে এই সংগ্রামে তোমাদিগের যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা দিতে সম্মত আছি।" সিরাকিউসীয়েরা তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি পূর্ব্ববৎ রাত্রিযোগে পলাইবার চেষ্টায় থাকিলেন; কিন্তু শত্রুপক্ষেরা সতর্ক ছিল বলিয়া সেই রাত্রে কেবল তিন শত লোক অপক্রান্ত হইল, অবশিষ্টেরা পারিল না। প্রত্যূষে নীসিয়স্ অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে কোন নদীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া আশা করিলেন যে, নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাঁহারা কতকটা পরিত্রাণ পাইবেন। কিন্তু শত্রুসৈন্যের সতত আক্রমণে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া সেনাগণ নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং পিপাসায় ও নদী পারের বাসনায় জলে পতিত হইল। সিরাকিউ-সীয়েরা তীর হইতে তাহাদের প্রতি ভল্ল, বর্শা প্রভৃতি এরূপ অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে অনে-কেই পঞ্চত্ব পাইল, এবং যদিও তখন নদী কর্দ্দমিত

এবং শোণিত দ্বারা পরিপূর্ণ হইল, তথাপি পিপাসার ভরে সকলে সেই জলই পান করিতে লাগিল। নীসিয়স্, ইহার পর বাধা দিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, (খৃঃ পূঃ ৪১৩) গিলিপসের শরণাগত হইলেন। অনন্তর সিরাকিউসীয়েরা, অপক্রান্ত তিন শত সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া, সমস্ত সেনা-বিভাগকে বন্দী করিয়া সিরাকিউসে লইয়া গেল।

গিলিপস্ আপনার যশ প্রথিত করিবার মনাসে বন্দীকৃত আথীনীয় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে স্পার্টায় লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাকিউসীয়-দিগের ভয়ানক বৈরনির্যাতনের মুখ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহারা উভয়েই শত্রু-দিগের হস্তে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বন্দী দিগকে নগরের নিকটবর্ত্তী কোন প্রস্তর খনিতে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, সেই খনির উপর কোন আচ্ছাদন অর্থাৎ ছাদ না থাকায় বন্দীদিগকে সমস্ত দিন রৌদ্রে কষ্টভোগ করিয়া, রাত্রে শীতে ও শিশিরে পড়িয়া থাকিতে হইত; এবং যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আহার প্রাপ্ত হইত। এইরূপ নানা কষ্টে যাহারা প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তাহাদের মৃত শরীর সেই খানেই পচিতে লাগিল; এবং তাহার ভয়ানক দৌর্গন্ধে তত্ত্বা-বধারকেরাও পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। সপ্ততি দিবস অতীত হইলে সিরাকিউসীয়েরা মৃতাবশিষ্ট বন্দীদিগকে বাহির করিয়া আনিল এবং বাজারে বিক্রয় করিতে

আরম্ভ করিল। এইরূপে সমস্ত দ্বীপ গ্রীকত্বত্যে পরিপূর্ণ হইল।

সেই সময় আথেন্স্ নগরে করুণ নাটকের অভি-প্রণেতা ইউরিপিডিস্ বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে অধিকাংশ গ্রীক্ নাটক্ অশ্লীল ও উপহাসাস্পদীভূত ছিল, প্রায়ই লোকের হৃদয়গ্রাহী হইত না। কিন্তু ইউরিপিডিসের করুণ নাটক সকল লোক সমাজে যার পর নাই আদরনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল, এবং সহৃদয় পাঠকবর্গের এতাদৃশ মনোহরণ করিয়াছিল যে, কিছুদিন পরে, যাহারা সিসিলীয় সংগ্রামে গমন করিয়া অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও তদ্দেশীয়দিগের ক্রীত-দাস হইয়াছিল, তাহারা ঐ মহাকবি প্রণীত করুণ নাটকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া স্বপ্রভুদিগকে এত সন্তুষ্ট করিয়াছিল যে, প্রভুরা সন্তুষ্ট হইয়া প্রণে-তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করত অসদ্ব্যবহার পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ভৃত্যদিগের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন; এবং অনেকে খাদ্যাভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল, অত-এব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেক্ষা সমাজে স্বীয় নাটকের অভিনয়কালে লোকের নিকট তিনি যে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা এই ব্যাপারে সমধিক পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়।

আথীনীয়দিগের অবস্থা।

সিসিলির সংগ্রামে আপনাদিগের সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আথীনীয়দিগের মনে যতদূর উদ্বেগ ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এত আর কিছুতেই নহে। কিন্তু তাহাদিগের এ অবস্থায় বিনিপাত অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া লেসিডিমোনীয় প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়দিগের মন আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে আথেন্সবাসীরা যাহাদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার ও নৃশংসাচরণ করিয়াছিল, তাহারা এখন বদ্ধ পরিকর হইয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইল। যে জাতি বহুকালাবধি গ্রীকজাতিসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করে নাই, সেই পারসীকেরাও আজ আথেন্স নগরকে উৎসন্ন দিবার মানসে অন্যের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। আলসিবাইডিস্‌ও এই সময় বৈরনির্যাতনের অবসর পাইয়া, যতশীঘ্র হয়, স্বদেশের বিনাশসাধনে যত্নবান হইলেন।

এইরূপে সকলেই আথেন্সের বিনিপাতে কৃত-সংকল্প হইলেন; কিন্তু যিনিই যত করুন, আথেন্স নগর সহজে বিনিপাতিত হইবার নহে। এই ক্ষতির অল্পকাল পরেই তাহারা এমন একদল সুশিক্ষিত

রণতরী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইল যে, তাহারা সংগ্রামে নিরন্তর উৎকর্ষ লাভ করত ক্রমে ক্রমে জনপদবাসী সমস্ত প্রজাবর্গকে পূর্ব্ববৎ বশীভূত করিয়া আসিল। এই সময় আল্‌সিবাইডিস্ স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থ পারস্যের শাসনকর্ত্তা টিসাফার্ণিস্‌কে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আশিয়ায় গমন করিয়া, যখন শুনিলেন যে, স্পার্টীয়েরা তাঁহারই বধের চেষ্টা পাইতেছে, তখন তিনি টিসাফার্ণিসের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণপণে স্বদেশের হিতসাধনে চিত্তসমাহিত করিলেন। অতঃপর যে যে ঘটনার পর আল্‌সিবাইডিসকে অন্যতম সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনরাহ্বান করা হয়, এই ক্ষুদ্রপুস্তকে তত্তাবৎ বিবরণ পরিহৃত হইল।

আল্‌সিবাইডিসের পুনরাগমন।

মহাত্মা আল্‌সিবাইডিসের জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনই সমধিক উজ্জ্বল ও প্রসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। তিনি ছয় বৎসর পূর্ব্বে যথায় নৌকারোহণ পূর্ব্বক সিসিলীয় সাংঘাতিক সম্পরায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে নগরবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া তদীয় বিদায়লি যাত্রা সন্দর্শনে গমন করিয়াছিল, আজ তিনি সেই পাইরিয়স্ বন্দরের সন্নিহিত হইয়াছেন, শুনিয়া, নগরবাসীরা তদীয় পোতাবরোহণ অবলো-

কনার্থ বন্দরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলিল, আল সিবাইডিস্ পরমদেশহিতৈষী সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাগরিক, তাঁহার কোন দোষই ছিল না; শুদ্ধ কতিপয় বিপক্ষ নাগরিকের চক্রান্তে বিনাপরাধে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। অন্যেরা কহিল, আথেন্‌সে, এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিপদ্‌ঘটনা হইয়াছে, আল্‌সিবাইডিস্‌ই সকলের মূলীভূত কারণ; বাস্তবিক তিনিই যে, সকল অনর্থের মূল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনি বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া, নগরবাসীরা তাঁহাকে সমুচিত-সম্মান-পুরঃসর গ্রহণ করে কি না, এই সন্দেহে নৌকার বহির্ভাগে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু সেই নিবিড় জনতার মধ্যে স্বীয় বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়বর্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল; এবং নৌকা হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্ব সমক্ষে, আপন নির্দ্দোষিতাবিষয়ে এরূপ বক্তৃতা করিলেন যে, তাহার উপর আর কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর তিনি প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া অবিলম্বে স্বীয় পুরুষকারের উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন। সিসিলীয়-সংগ্রাম কালে স্পার্টাবাসীরা তাঁহারই পরামর্শে আটিকার অন্তঃপাতী ডেসীলিয়া-নামক স্থানে এক

দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে, আথীনীয়দিগের যে সমস্ত অসুবিধা ঘটিয়া ছিল, তন্মধ্যে একটীর বিষয় পশ্চাৎ লেখা যাই-তেছে। তৎকালে আথেন্স্ নগরে বৎসর বৎসর মিষ্টি-নামক এক একটী ধর্ম্মবিষয়ক মহোৎসব-যাত্রা হইত; সেই উপলক্ষে আথেন্সবাসীরা মহাসমারোহে আথেন্স্ নগর হইতে পদব্রজে ইলিয়ুসিস্ নগরে গমন করিত; কিন্তু ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ অবধি আথীনীয়দিগের পদব্রজে মহোৎসব-যাত্রা একেবারে বন্দ হইয়া, ঐ যাত্রা জল-পথে সম্পন্ন হইত। কিন্তু আলসিবাইডিস্, এক্ষণে আর তাহাদিগকে অপমান সহ্য করিতে হইবেক না, বলিয়া অভয়প্রদান পূর্ব্বক, নগরবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ সমারোহে মহোৎসব-যাত্রার আদেশ করিয়া, স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, লেসিডিমোনীয়েরা আর বাধা দিতে সাহস করিল না। এইরূপে আথেন্স্বাসীরা মহোৎসব-যাত্রা সম্পন্ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

লাইসাণ্ডর্ এবং সাইরস্।

যাহা হউক আল্সিবাইডিসের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। স্পার্টীয়েরা, আশিয়ার উপকূল বিজয়ার্থ এপর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অযোগ্য থাকায় কৃত-কার্য্য হয় নাই; এজন্য তৎকালীন স্পার্টীয় সেনাপতি ব্রাসিডাস্ এবং গিলিপসের সমকক্ষ অসামান্য বুদ্ধি

সম্পন্ন লাইসাণ্ডর্-নামক বীর পুরুষকে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক প্রেরণ করিল। ইনি স্পার্টা হইতে যাত্রা করিয়া একায়েক ইফিসসে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময় পারস্যাধিপতি ডেরায়স্ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সাইরস্‌কে সমস্ত আশিয়িক উপকূলের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে, রাজকুমার সার্ডিসে উপস্থিত ছিলেন। পরেই প্রতীত হইবেক, যে, রাজকুমার স্পার্টীয়দিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য আন্তরিক যত্নবান ছিলেন। লাইসাণ্ডর্ রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে, সার্ডিসের রাজভবনে উপস্থিত হইলে, রাজকুমার সমুচিত-সম্মান-পুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন; এবং অনেক কথোপকথনের পর সাইরস্ বলিলেন "আমার পিতৃদেবের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, তিনি আপনাদের কিছু অর্থ সাহায্য করেন; এবং সেই অভিপ্রায়ে কতকগুলি মুদ্রাও পাঠাইয়াছেন। যদি তাহাতেও না হয় তবে, আমি আপন সৌবর্ণ সিংহাসন ভাঙ্গিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিব।" যে অভিপ্রায়ে লাইসাণ্ডরের সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, রাজকুমার আপনিই তাহার প্রস্তাব করিলে, লাইসাণ্ডর্‌কে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে হইল না; অথচ কার্য্যসিদ্ধি হইল। স্পার্টীয়দিগের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, পারস্যরাজের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নাবিকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং প্রলোভন দ্বারা আথীনীয় নাবিকদিগকে ভাঙ্গাইয়া আনে।

এক্ষণে লাইসাণ্ডর্ স্বাভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়াতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সাইরসের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “পূর্ব্বে যাহা স্বীকৃত হইয়াছি, তাহার উপর আর কিছু চাই?।” লাইসাণ্ডর্ কহিলেন, আর প্রয়োজন নাই। এইরূপ আলাপ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে উভয়ে একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনের পর সাইরস্ পারসীক রীত্যনুসারে লাইসাণ্ডর্কে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিতে দিয়া কিছু প্রার্থনা করিতে কহিলেন। লাইসাণ্ডর এখন, রাজকুমার যে পরিমাণে নাবিকদিগের বেতন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার উপর আরও কিছু প্রার্থনা করিলে, সাইরস্ তৎক্ষণাৎ তাহাও দিতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর লাইসাণ্ডর্ ইফিসসে প্রত্যাগমন করিয়া নাবিকদিগের সমস্ত বেতন চুকাইয়া দিলেন, এবং এক এক মাসের অগ্রিম দিলেন। ইহাতে নাবিকেরাও বিশ্বাস পরিপূর্ণ হইয়া, আথীনীয়েরা সম্মুখীন হইলেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত থাকিল। ফলতঃ এরূপ করিয়া অর্থ লওয়া লাইসাণ্ডরের নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছিল।

আথীনীয় নৌসেনার পরাজয়।

লাইসাণ্ডর্ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া ইফিসসে অবস্থিতি করিলে, আল্সিবাইডিস্ সসৈন্যে আথেন্স্

হইতে যাত্রা করিয়া, মেলস্ দ্বীপে উপনীত হইলেন; এবং অধিকাংশ রণতরীকে ইফিসস্‌নগরীস্থ লাইসাণ্ডরের রণতরীর আক্রমণে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া, অণ্টিয়োকস্ নামক এক জন কর্ম্মচারীর প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণপূর্ব্বক, স্বয়ং কোন আথীনীয় সেনাপতির অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। এবং এই বিশেষ আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসেন, ততক্ষণ যেন আক্রমণ করিবার কোন উদ্যোগ না করা হয়। কিন্তু তিনি সেই শাসনে অনবহিত হইয়া, কতিপয় রণতরী সমভিব্যাহারে ব্রাভেডো হইয়া ইফিসসের বন্দরে প্রবিষ্ট হইলে, লাইসাণ্ডর্ কতকগুলি নৌকা লইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে উভয় পক্ষের নৌকা আসিয়া সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া আথীনীয়েরা পরাস্ত হইল, এবং তাঁহাদের পঞ্চদশ রণতরী শত্রুহস্তে পতিত হইল। আল্‌সিবাইডিস্ ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের প্রস্তাব করিলে, লাইসাণ্ডর্ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এই পরাভবেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত লয় পাইল। অনন্তর যুদ্ধে পরাভব সংবাদ আথীনীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে, সমস্ত দোষ আল্‌সিবাইডিসের স্কন্ধে পাতিত করত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিল। তিনি পদচ্যুত হইয়া হেলেস্পণ্টের তীরে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কালিক্রাটিডাস্।

লাইসাণ্ডরের সময় অতিক্রান্ত হইলে, স্পার্টীয় প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ সরলচিত্ত কালিক্রাটিডাস্ তৎপদে পদার্পণ করিলেন। তিনি সাহসে লাইসাণ্ডর সদৃশ ছিলেন। ইনি যে সময় স্পার্টার সেনাপতি, এই সময় আল্‌সিবাইডিসের পদে কোনন্ আথেন্সের সেনানায়ক ছিলেন। লাইসাণ্ডর্ কালিক্রাটিডাসের হস্তে সমস্ত রণতরীর ভারার্পণ করিয়া কহিলেন যে, "আমার এই রণতরীকে জলযুদ্ধের প্রিয়মোহিনী স্বরূপ জ্ঞান করিবেন" ইহা শুনিয়া কালিক্রাটিডাস্ কহিলেন, "যদি এমনই হয়, তবে এই তরণীবৃন্দ লইয়া বিপক্ষসেনাধিষ্ঠিত সেমস্ দ্বীপ, এবং আশিয়ার তটের মধ্য দিয়া ইফিসস্ হইতে মিলিটসে যাত্রা করিকরিবার কোন হানি নাই।" লাইসাণ্ডর্ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথাগর্ব্ব মাত্র হয়। যাহা হউক, লাইসাণ্ডর্ কালিক্রাটিডাস্‌কে উদ্বেজিত করিবার মানসে সাইরসের নিকট হইতে যত অর্থ আনিয়াছিলেন, সে সমস্ত ফেরৎ পাঠাইলেন। সুতরাং আবশ্যক টাকার জন্য কালিক্রাটিডস্ রাজভবনে গমন করিয়া টাকা চাহিলে, রাজকুমার দুই দিবস অপেক্ষা করিতে কহিলেন। কিন্তু গর্ব্বিত স্পার্টীয়সেনানী ইহাতে অপমান বোধ করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক এই শপথ করিয়া বহির্গত হইলেন যে, আমি যত শীঘ্র পারি স্পার্টা পৌঁছিয়া

যাহাতে আথীনীয়েরা এবং স্পার্টীয়েরা বিবাদে ক্ষান্ত হয়, সাধ্যপক্ষে তাহা করিতে ক্রটি করিব না, আর যাহাতে গ্রীক্‌দিগকে মুদ্রার জন্য পারসীকদিগের উপাসনা করিতে না হয়, তাহাও করিব"। কিছু দিন পরে যখন লেস্‌বস্‌ দ্বীপের মিথিম্নি নগরে উপস্থিত হইয়েন, তখন সকলে তথাকার অধিবাসীদিগকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি এই উত্তর করিলেন যে, গ্রীক্‌বিধানানুসারে, এবং তিনি সেনাপতি থাকিতে, গ্রীক্‌দিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে দিবেন না ; বরং সকলকে মুক্ত করিয়া দিবেন।

আর্জিনিউসীয় সংগ্রাম।

অতঃপর আথীনীয়েরা আটজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া কোননের প্রতি প্রধান কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ পূর্ব্বক অসংখ্য রণতরী সংগ্রামে প্রেরণ করিল। প্রেরিত সৈন্যগণ আর্জিনিউসা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিষ্ঠান করিল। বিপক্ষদল আর্জিনিউসায় সমবেত হইয়াছে শুনিয়া, কালিক্রাটিডাস্‌, স্বয়ং ক্ষীণবল থাকিলেও, অবিলম্বে বিপক্ষদলের আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তদীয় তরণীর অধ্যক্ষ দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কালীক্রোটিডাস্‌কে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলে, তিনি কহিলেন "আমি সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিলে বীরবতী স্পার্টার কিছুই ক্ষতি হইবেক না। কিন্তু যদি এখন আমি এতদূর অগ্রসর হইয়া

ফিরিয়া যাই তবে, আমার এবং স্পার্টা নগরের লজ্জা, কলঙ্ক এবং অযশের ইয়ত্তা থাকিবেক না; অতএব ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।” এই বলিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলে, সংগ্রাম আরম্ভ হইল; এবং সেই সংগ্রাম বহুক্ষণ চলিয়া অবশেষে ঘটনাক্রমে কালিক্রাটিডাস্ নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন, এবং তাঁহার যাবতীয় রণতরী পরিবেষ্টিত হইলে সংগ্রাম সাধারণ হইল। এই সংগ্রামে আথীনীয়দিগের যে পঞ্চবিংশতি রণতরী লোক সমেত বিনষ্ট হইল, আথীনীয়েরা সেই সকল রণতরী এবং লোকদিগের উদ্ধারার্থ চত্বারিংশৎ রণতরী নিযুক্ত করিবার পরামর্শ ক'রিয়া অবশিষ্ট জাহাজ মিটিলিনির উৎপীড়ন নিবারণার্থ প্রেরণ করিবার মানস করিল; কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাহারা সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিল না; হঠাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল, সুতরাং তাহাদিগকে সে উদ্যম পরিহার পূর্ব্বক আর্জ্জিনিউসা দ্বীপ আশ্রয় করিতে হইল; দুর্ভাগ্য নাবিকেরা সমুদ্রেই রহিয়া গেল এবং তাহাদের মৃতশরীরও সমাহিত হইল না।

আর্জ্জিনিউসার যুদ্ধে এই যে শোচনীয় ঘটনাটী উপস্থিত হয়, তাহা আথীনীয় সেনাপতিদিগের দোষেই বলিতে হইবেক; কারণ যদি তাহারা তদ্দণ্ডে প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিত তবে, কখনই তত্তলোকের অস-

ক্ষাতি হইত না। আট জন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে ছয়জন রণতরী সমেত আথেন্সে ফিরিয়া আসিলেন; এবং মহাসভায় উপস্থিত হইয়া সমর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে ঝড়ে তাহাদের যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহাও বর্ণন করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা পরিত্রাণ না পাইয়া কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। থেরামিনিস্ নামক যে সেনাপতি জলমগ্নদিগের উদ্ধারার্থ নিযোজিত হইয়াছিলেন, তিনি এবং আর কয়েকজন কর্ম্মচারী পর দিবস উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাগত সেনাপতিদিগের উপর এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, সেনানীরা আমাদিগকে মৃত্যুহস্তে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।" ইহাতে সেনাপতিরা এই বলিয়া আপনাদের দোষ খণ্ডন করিলেন "যে আমরা যে থেরামিনিস্ প্রভৃতিকে জলমগ্নদিগের উদ্ধারার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অনুসন্ধান করিলে ইহার যথার্থ্য সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এবিষয়ে কেহই দোষী নহে, কারণ ঝড়েই সমস্ত নষ্ট করিয়াছিল।" তাহাদের বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইল এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে সে দিবস সকলেই স্ব স্ব আবাসে গমন করিল।

তৎকালে আথেন্স্ নগরে অপাটূরিয়া নামক একটী মহোৎসব হইত। দেশের রীতি অনুসারে বৎসর বৎসর সকলকেই সপরিবারে যাইয়া তথায় সমবেত হইতে হইত। এই মহোৎসব উপস্থিত হইলে, থেরা-

মিনিস্ এবং তৎপক্ষ লোকেরা পরামর্শ করিয়া কতক-গুলি লোককে কেশ কর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে ঐ মহোৎসবে প্রেরণ করিয়ালেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, লোকেরা তাহাদের সেই বিরুদ্ধ বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, " যে সকল লোক আর্জ্জিনিউসার সংগ্রামে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা তাহাদের আত্মীয় " এই সময় আর এক ব্যক্তি হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল " আমি জলমগ্ন সেই সকল জাহাজের এক খানায় ছিলাম ; আমি একখানি কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আমাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিরা চীৎকার করিয়া বলিল যে, সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিল, এবং তাহাদের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিল না। এই কথা আমাকে বলিতে বলিয়াছিল বলিলাম, এখন আপনাদের যাহা বিবেচনা হয় করুন। " তাহার এই কথা শ্রবণ মাত্র সকলে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সেনাপতিদিগের বন্ধুবর্গ তাহাদের দোষ খণ্ড-নার্থ বহু প্রয়াস পাইয়া কিছুতেই লোকের ক্রোধ শান্তি করিতে পারিল না। লোকেরা গুটিকাপাত দ্বারা তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাঁহারা নিহত হইলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আথী-নীয়দিগের আচরণ অতিশয় বিগর্হিত ছিল।

ইগস্‌পোটেমীর সংগ্রাম।

এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ অনেক লোকই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা প্রাণান্তেও ন্যায়বিরুদ্ধ শাসন প্রণালীর অনুরোধে নৃশংসতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন না; কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে এরূপ সাধুলোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে কাহাকেও যথার্থ ন্যায় পথে থাকিয়া চলিতে দেখাযায় না এবং দণ্ডবিধানদ্বারা জাতীয় দোষ সংশোধনেরও চেষ্টা করেন না; বর্ত্তমান বিষয়টীই তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দেখ আথেন্সের উচ্ছেদের সহিত তথাবার সেনাপতিদিগের ও হত্যা আরম্ভ হইল।

স্পার্টীয়েরা (৪০৫ খৃঃ পূঃ) লাইসাণ্ডর্‌কে সমস্ত রণতরীর অধিনায়কত্ব পুনরর্পণ করিয়া বিদায় করিল। তিনি যাত্রা করিয়া হেলেস্পণ্টে উপস্থিত হইলে, আথীনীয় রণতরী তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তিনি আসিয়া নিম্নগা ইগস্পোটেমীর আশিয়িক কূলে লাম্‌সেকস্‌ নামক স্থান আশ্রয় করিলে, আথীনীয়েরা আশিয়ার অপরপারে ইগস্পোটেমী নদীতে ছাউনি করিল। লাইসাণ্ডর চাতুরী অবলম্বনপূর্ব্বক সেই দিনই আপনার উভয়বিধ সেনাকে সসজ্জ থাকিতে আজ্ঞা করিলে, আথীনীয়েরা স্থির করিল যে, পরদিন প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবেক। প্রভাত হইলে আথীনীয়েরা সসৈন্যে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে, লাইসাণ্ডর সম্মত হইলেন না; সুতরাং তাহারা নিবৃত্ত ও

নিশ্চিন্ত হইয়া তটে ভোজনাদি করিতে লাগিল। আথীনীয়েরা প্রতিদিনই সসজ্জ হইয়া আসিয়া যুদ্ধের প্রস্তাব করে, লাইসাণ্ডর যুদ্ধ দিতে অসম্মত হওয়াতে ফিরিয়া যায়; আথীনীয়েরা যেমন ফিরিয়া যায়, অমনি লাইসাণ্ডর্ আথীনীয়দিগের গতিবিধি, এবং কখন কি অবস্থায় থাকে, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যহ কতকগুলি দ্রুতগামী জাহাজ প্রেরণ করেন, এবং ঐ সমস্ত যতক্ষণ ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ জাহাজের বাহিরে লোক নিযুক্ত রাখেন। আল্‌সিবাইডিস্ আশিয়িক উপকূলে অবস্থিতি করত স্বদুর্গের উপরিভাগ হইতে উভয়পক্ষের সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, আথীনীয়দিগকে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া খাদ্যাহরণ করিতে হয়, এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বদাই অসজ্জ থাকিতে হয়, এদিকে বিপক্ষেরা আশ্রিতবন্দর হইতেই আহার প্রাপ্ত হয়; এজন্য সর্ব্বদা সসজ্জ থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেশ হিতৈষী আল্‌সিবাইডিস্ আর উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না, এবং আথীনীয়দিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন; "তোমরা এস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া সেষ্টস্ নগরে অধিষ্ঠান কর, নচেৎ তোমাদের বিপদ ঘটিবেক।" কিন্তু আথীনীয়েরা অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে, তিনি, তাহাদের কপালে যাহা আছে তাহাই হউক, এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চম দিবসে স্পার্টীয়সেনাপতি আথীয়দিগের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রেরণ করিয়া এই আদেশ করিলেন, "যখন তোমরা আথীনীয় নাবিকদিগকে খাদ্যাহরণার্থ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতে দেখিবে, সেই সময় সঙ্কেত-স্বরূপ এক ঢাল উত্তোলিত করিবে।" সেনাপতির এই আদেশ পাইয়া তাহারা সেই দিকেই সতর্ক থাকিল, এবং যখন দেখিল যে, আথীনীয়েরা জাহাজ ছাড়িয়া আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ গমন করিল, তখনি অমনি ঢাল উত্তোলিত করিয়া সংবাদ করিল। সংবাদ পাইবা মাত্র লাইসাণ্ডর্ সসজ্জ হইয়া সমস্ত রণতরী সমভিব্যাহারে সত্বর যাত্রা করিয়া সমস্ত আথীনীয় রণতরী আক্রমণ করিলেন। তৎকালে আথীনীয়দিগের যাবতীয় সেনানীর মধ্যে কেবল কোনন্ জাহাজে ছিলেন, আর সকলেই আহারার্থ দূরে গিয়াছিল। কোনন্ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নাবিকদিগকে জাহাজ আনয়ন পূর্ব্বক জাহাজ সকল সসজ্জ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করি-লেন, কিন্তু সে সময় তাহারা এতদূর গিয়া পড়িয়া-ছিল যে, সময়ে জুটিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর যখন দেখিলেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া আসিল, তখন আর কি করেন, আপনার জাহাজ খুলিয়া পলা-য়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পলায়নকালে আর যে সাত খানি জাহাজ সজ্জিত ছিল, তাহাই সঙ্গে লইয়া সাই-প্রস্ দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলে, অবশিষ্ট রণতরী এবং নাবিকগণ লাইসাণ্ডরের হস্তে পতিত হইল।

লাইসাণ্ডর্ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অনুচরবর্গে প্রায় তিন সহস্র লোককে অক্ষুব্ধ চিত্তে বিনষ্ট করিলেন। এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া লাইসাণ্ডর্ উপকূলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সর্ব্বত্র এই ডিণ্ডিম প্রচার করিলেন যে, আথেন্সের অধিবাসী যত লোক ঐ উপকূলে আছে, সকলকেই ত্বরায় আথেন্সে প্রস্থান করিতে হইবে, যে না যাইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকবাহুল্য হইলে নগরমধ্যে ত্বরায় দুর্ভিক্ষ হইবে, সেই সুযোগে তিনি অনায়াসেই উক্ত নগর পরাজিত করিতে পারিবেন। অতএব যাহাতে আথেন্সে অধিক জনতা হয়, এখন তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সর্ব্বনাশের সংবাদ লইয়া পাইরসের বন্দরে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে রাত্রি হইয়াছিল। পরাস্ত আথীনীয়েরা বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহা আথেন্স্‌বাসী লোকদিগের কর্ণগোচর হইল। বিপদ ঘটিয়াছে, এই বিবেচনায় সকলেই আত্মীয়বন্ধুবর্গের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। হায় কি হইল, বলিয়া কপালে করাঘাত করত বলিতে লাগিল “হায়; আমরা যেমন কত লোককে কত যাতনা দিয়াছি, তেমনি আমাদিগকেও না জানি কত যাতনা ভোগ করিতে হইবে!” ফলতঃ তাহারা এই সর্ব্বনাশেও একেবারে হতাশ না হইয়া দৃঢ়তর-অধ্যবসায়-সহকারে শত্রুদিগের

নিবারণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার সসজ্জ হইবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

আথেন্‌স-সমর্পণ।

এই ঘটনার অল্প কাল পরেই লাইসাণ্ডর্ দুই শত রণতরী সমভিব্যাহারে পাইরিস্ বন্দরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে স্পার্টা হইতে সমস্ত পদাতিসৈন্য এবং যাবতীয় সহকারী সৈন্যগণ মিলিত হইয়া স্থলপথে আগমনপূর্ব্বক আথেন্স্ নগরের সন্নিহিত একাডেমি নামক স্থানে ছাউনি করিল। ক্রমশঃ নগরের আসার প্রসার বন্দ হইয়া আসিলে, নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষের কষ্ট দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। তৃতীয় মাসের শেষে দুর্ভিক্ষ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তন্নিবন্ধন ভূরি ভূরি প্রাণী আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তখন আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আথীনীয়েরা বিজেতার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনার্থ স্পার্টার অধিপতি আজিসের নিকট দূত পাঠাইয়া দিল। দূত তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলে, রাজা কহিলেন, যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে আথীনীয়দিগকে নগর ও বন্দরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, সমস্ত বিদেশীয় অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে, পোতসৈন্য কিছুই রাখিতে পারিবেক না, এবং চির কাল স্পার্টার সহকারী হইয়া থাকিতে হইবে; নচেৎ—

হইবে না। দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে, নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, এই কথায় আথেন্স্‌বাসীরা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। এমন কি এক জন সাধারণ সমাজের সভ্য এই বিষয়ের পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাবাসে নিঃক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। ক্লিয়োফন্ নামক সাধারণ-পক্ষপাতী এক জন আথীনীয় এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, কেহ সন্ধি সংস্থাপনবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ করিবে, অথবা তদ্বিষয়ে সম্মতি দিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইবে। কিন্তু যখন দুরন্ত দুর্ভিক্ষ অতিশয় প্রবল হইয়া আপনার ভীষণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকদিগকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল, তখন থেরামিনিস্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আথীনীয়দিগের প্রতি স্পার্টীয়দিগের প্রকৃত অভিসন্ধি জানিবার ছল করিয়া স্বয়ং লাইসাণ্ডরের নিকট যাত্রা করিলেন, এবং তিন মাস কাল তথায় অবস্থিতির পর পুনর্ব্বার আথেন্সে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কাল বিলম্ব করিবার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আথেন্স্‌বাসীরা যখন আহারাভাবে অতিশয় নিপীড়িত হইবে, তখন আপনারাই আসিয়া স্পার্টার শরণাগত হইবে। কিন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় সফল হইল না, কারণ আথীনীয়েরা প্রাচীরের উপর দিয়া গোপনে গোপনে আহার সামগ্রী আনাইয়া তিন মাস অতিবাহিত করিয়াছিল; সুতরাং

থেরামিনিস্‌ সত্বর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, লাইসাণ্ডর তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি পুনর্ব্বার স্পার্টা যাইবার প্রস্তাব করিলে, তিনি এবং আর নয় জন স্পার্টায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা স্পার্টায় উপস্থিত হইলে পর সমস্ত মিত্ররাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটী সভা হইল। তাহাতে মিত্র থীবীয় এবং করিন্থীয়েরা, যাহাতে আথেন্স্‌ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লেসিডিমোনীয়েরা এই বলিয়া তাহাদের মত খণ্ডন করিল যে, যাহা হইতে সমস্ত গ্রীস্‌দেশের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই আথেন্স্‌কে একেবারেই উৎসন্ন দেওয়া কোন রূপেই পরামর্শ সিদ্ধ হইতে পারে না। অবশেষে এই বলিয়া বাক্য সমাপন করিল যে, যদি আথেন্স্‌বাসীরা নগরের এবং বন্দরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেয় এবং বার খানি মাত্র জাহাজ রাখিয়া সমস্ত জাহাজ অর্পণ পূর্ব্বক স্পার্টার মিত্র-রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে হানি নাই। এখন আথীনীয়েরা (খৃঃ পূঃ ৪০৪) খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সন্ধিবন্ধনে সম্মত হওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলে লাইসাণ্ডর্‌ পাইরসে প্রবিষ্ট হইলেন, নগরের এবং ছাউনির সমস্ত স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তথায় একত্র মিলিত হইল, এবং সংগীত আরম্ভ করিল।

এদিকে নগরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

ত্রিংশৎ পুরুষের প্রভুত্ব।

এই সন্ধি-স্থাপনের পর, লাইসাণ্ডর (খৃঃ পূঃ ৪০৪) আথেন্সের শাসনকার্য্যের ভার যে ত্রিশ জন পুরুষের হস্তে সমর্পণ করেন, থেরামিনিস্ তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। কিন্তু ক্রীটিয়স্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্। বুদ্ধিমান্ এবং অধিক সাহস-সম্পন্ন ছিলেন। লাইসাণ্ডরের প্রভুত্ববলে তাঁহারা আপনাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্ত স্পার্টা হইতে কতকগুলি সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে রাখিলেন, এবং তাহাদের বলে সহোথায়ী নাগরিকদিগের উপর ভয়ঙ্কর উৎপাড়ন আরম্ভ করিয়া লুঠ, নির্ব্বাসন, এবং প্রাণদণ্ড প্রভৃতি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইলেন। আথীনীয়েরা স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষা, এবং পূর্ব্বতন সামাজিক ব্যবস্থা পালনবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইলে, ঐ দুর্দ্দান্তেরা ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ নরহত্যা আরম্ভ করিল যে, শুনিলে অজ্ঞান হইতে হয়, তিন মাসের মধ্যে অন্যূন পঞ্চদশ শত লোকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল।

থেরামিনিস্ই প্রথমতঃ উহাদের সহিত ঐ অসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন দেখিলেন যে, ঐ ব্যাপার উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, তখন তিনি

স্বয়ং ক্ষান্ত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে ভিন্ন মতাবলম্বী দেখিয়া ক্রীটিয়স্‌ এবং তৎসপক্ষ লোকেরা থেরামিনিসের বিনাশসাধনের পরামর্শ করিলেন, এবং কতকগুলি সাহসী যুবককে অস্ত্র শস্ত্র গোপনপূর্ব্বক সাধারণ সমাজে আসিতে আদেশ করিলেন। তাহারা তাঁহাদের আদেশানুসারে সসজ্জ হইয়া সাধারণ সমাজে যখন উপস্থিত হইল, তখন ক্রীটিয়স্‌ সর্ব্বসমক্ষে থেরামিনিসের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলে, থেরামিনিস্‌ এই নরহত্যা নিবারণবিষয়ে এরূপ বক্তৃতা করিলেন যে, সকলে শুনিয়া মুগ্ধ হইল। এতদবলোকনে ক্রীটিয়স্‌ বহির্গত হইয়া সেই সশস্ত্রযুবকদিগকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে কহিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনাদিগকে বঞ্চিত হইতে দেওয়া আমার উচিত হয় না; আর ঐ যে সকল লোক বাহিরে দণ্ডায়মান আছে, তাহারাও এই বিশ্বাসঘাতককে ছাড়িয়া দিবে না।" এই বলিয়া থেরামিনিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া থেরামিনিস্‌ সত্বর উন্নত বেদীর উপর লাফাইয়া উঠিলে কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলাইয়া দিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সভাসদগণ বিস্ময়াপন্ন ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। অনন্তর থেরামিনিস্‌কে বান্ধিয়া যখন বিপণীর মধ্য দিয়া কারাগারে লইয়া যাইতে লাগিল,

তখন তিনি বরাবর ত্রিংশৎ দুরাত্মার অত্যাচার তার স্বরে ব্যক্ত করিতে করিতে গেলেন, কিন্তু দুরাত্মা-দিগের ভয়ে কেহই তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাহস করিতে পারিল না। যাহা হউক, পূর্ব্বে আথেন্সে প্রাণ-দণ্ডের এই নিয়ম ছিল যে, যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইত, তাহাকে এক রকম বিষবৃক্ষের রস খাওয়াইয়া দিত। তাহাতেই তাহার প্রাণদণ্ড হইত। থেরামিনিসের হস্তে সেই রস এক গেলাস দেওয়া হইলে, তিনি তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গেলাসের মধ্যে অবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিৎ থাকিল, তাহা ফেলাইয়া দিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন যুবকগণ! এই অবশিষ্ট রস ক্রীটিয়সের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল।

থীব্‌স্ এবং অন্যান্য নগর সকল তৎকালে আথী-নীয় পলাতক ব্যক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, একারণ স্পার্টী-য়েরা এই আজ্ঞা দিল যে, যে যেখানে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া আছে, সকলকেই ত্রিংশৎ দুর্দ্দান্তের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কেহই সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না। এদিকে থীব্‌সের অধিবাসীরা বিয়োসিয়ার গৃহে গৃহে এবং নগরে পলাতক ব্যক্তি দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য আদেশ করিল। থ্রীব্‌স্ নগরে থ্রাসিবলস্ নামে একজন পলাতক ত্রিংশৎ দুরা-ত্মার দৌরাত্ম্য হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিবার জন্য সুযোগ প্রতিক্ষা করত থীব্‌স নগরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। শীতকালের মধ্য সময়ে থ্রাসিবুলস্ সত্তর জন

মাত্র লোক সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া আটিকা এবং বিয়োসিয়ার প্রান্তসীমাস্থ ফাইন্ নামক দুর্গ অধিকার করিলে, দুরাত্মারা সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল ও তাড়িত হইল, এবং আবার যখন তাহারা ঐ দুর্গ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে রাশীকৃত বরফ আসিয়া পড়িলে তাহারা ভগ্নোদ্যম হইয়া নগরে পলায়ন করিল। এই সুযোগে অনেক বিদ্রুত আথীনীয় থ্রাসিবূলসের সহিত মিলিত হইলে তিনি স্বদুর্গে সাত শত লোক সংগ্রহ করিলেন। একদা রজনীযোগে থ্রাসিবূলস্ এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে ক্রোশাভ্যন্তরে অবস্থিত ঐ দুরাত্মাদিগের ছাউনি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের শতাধিক লোককে হতাহত করিয়া পরিশেষে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অবিলম্বেই তাঁহার সৈন্যবল সহস্র সংখ্যক হইয়া উঠিল। সৈন্যসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াতে তাঁহার কিছু সাহস বাড়িয়া উঠিলে, এক দিবস রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া অবাধে পাইরস্ বন্দর অধিকার করিলেন। দুরাত্মারা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিলে, উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধে ক্রীটিয়স্ এবং তাঁহার অনুচর সত্তর জন লোক প্রাণত্যাগ করিল। ক্রীটিয়সের মৃত্যু লাভের পর আর আর দুরাত্মারা ভীত হইল, এবং প্রধান হইয়া আথেন্সের মধ্যস্থিত

শক্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। পরিশেষে তাহারা চারি মাস কর্ম্ম করিবার পর অগত্যা আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। অতঃপর যাহারা তাহাদের পদে নিযুক্ত হইল, তাহারাও পূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না; তাহারাও থ্রাসিবুলসের সহিত সংগ্রাম চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিল। এই সংবাদ স্পার্টায় প্রেরিত হইলে লাইসাণ্ডর্ তথায় একশত ট্যালেন্ট মুদ্রা প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত স্বয়ং পদাতিসৈন্যের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক, নিজ ভ্রাতাকে নৌসেনার অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া যাত্রা করিলেন। পসেনিয়স্ নামক এক জন রাজা লাইসাণ্ডরের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। আটিকায় যে সমস্ত লেসিডিমোনীয় এবং মিত্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহাদের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে, প্লাইরস্ নগরে স্পার্টিয়দিগের যাবতীয় সৈন্যের বিনাশ হইত। তিনি বিবদমান উভয় পক্ষের বিবাদ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে সন্ধিস্থাপন দ্বারা বিবাদ মিটাইয়া দিলেন, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ উপকার দর্শিল। এই সম্পত্তিতে ত্রিশ জন শাসনকর্ত্তা, তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ, এবং অন্যান্য লোককে আথেন্স্ ছাড়িয়া যাইতে হইল। এবং যাহার ইচ্ছা হয়, সে ইলিউসিকে যাইয়া অবস্থিতি করিতে পারিবে;

এইরূপ আদেশ হইল। এইরূপে রাজবিদ্রোহী অপ-রাধী ব্যক্তিদিগের প্রতি ক্ষমা করা হইলে ত্রিংশৎ পুরুষের শাসন বিলুপ্ত হইল; এবং যতদূর সম্ভব, সোলনের নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। থ্রাসি-বুলস্ যৎপরোনাস্তি দেশের উপকারী এবং হিতৈষী ছিলেন; একারণ তাঁহার নাম চিরকাল সম্মানের সহিত কীর্ত্তিত হইল।

আল্‌সিবাইডিসের মৃত্যু।

ত্রিংশৎ পুরুষের শাসনকালে আল্‌সিবাইডিসের পরলোক হয়। যেরূপে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

আথীনীয় প্রভুশক্তি উন্মূলিত হইলে, আল্‌সিবাই-ডিস্ আর ইয়ুরোপে বাস করিতে ভরসা করিলেন না; পারস্যের রাজদরবারে যাইবার মানসে ইয়ুরোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আশিয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন। এদিকে সেই ত্রিংশৎ দুরাত্মা অভিযোগ দ্বারা লাইসাণ্ডরের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিল যে, আল্‌সিবাই-ডিস্ যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন স্পার্টীয়-সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব হইবে না। অতঃপর রাজা আর্জি-সের নিকটও তাই বলিয়া অভিযোগ করিলে স্বভাবতঃ আল্‌সিবাইডিসের বিষম বিদ্বেষী নরপতি আজিস্ আরো জ্বলিয়া গিয়া লাইসাণ্ডরকে এই বলিয়া পাঠা-

ইলেন, যে যথাসাধ্য আল্‌সিবাইডিস্‌কে নিহত করিবার চেষ্টা করুন। অনন্তর লাইসাণ্ডর এইরূপ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, আল্‌সিবাইডিস্‌ যথায় আছেন, সেই প্রদেশের পারসীক শাসনকর্ত্তা ফার্নাবেজসের নিকট আল্‌সিবাইডিসের প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করিলে তিনি সম্মত হইয়া, আল্‌সিবাইডিস্‌ নিজ পত্নী টিমেন্দ্রার সহিত যে গ্রামে আছেন, তথায় কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু পারসীক সৈন্যেরা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া তদীয় গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। আল্‌সিবাইডিস্‌ এক হস্তে তরবারি এবং অন্য হস্তে কুর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নির মধ্য দিয়া বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, অপদার্থ আক্রমণকারীরা তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক মারিয়া ফেলিল। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুর বিষয় ভিন্নপ্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তাহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এক উপপত্নী ছিল, তাহার ভ্রাতারা বংশের এই কলঙ্কে আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া আল্‌সিবাইডিসের গৃহে আগুণ দিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

দশম অধ্যায়।

সাইরসের সংগ্রামযাত্রা।

আথেন্সের ত্রিংশৎ নরপতির উন্মূলনের পর কিছু দিনের জন্য গ্রীস্‌দেশ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। এই সময় এক দল গ্রীক্‌সৈন্য পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পারসীকদিগের সহিত এক সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়, এবং যুদ্ধে অকৃতার্থ হইয়া দেশে প্রতিগমন করে; কিন্তু তাহারা তাহাতেই পারসীকদিগকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। পরে দৃষ্ট হইবেক যে, এই সংস্কার গ্রীক্‌দেশের পক্ষে বিলক্ষণ ফলোপধায়ক হইয়াছিল।

পারস্যের অধিপতি ডেরায়সের দুই পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম আর্টাজার্ক্সিস্, এবং কনিষ্ঠের নাম সাইরস্। পিতার পরলোকের পর জ্যেষ্ঠ আর্টাজার্ক্সিস্ পিত্রসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠ সাইরস্‌কে আশিয়িক উপকূলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সাইরস্ এখন জ্যেষ্ঠকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার বাসনায় জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং গ্রীক্-সৈন্যদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সমরনিপুণ জানিয়া, কৌশলে প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র গ্রীক্ ভৃতিগ্রাহীসৈন্য সংগ্রহ করি-

লেন, কিছু দিন পরেই সমরযাত্রার মানসে উহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বয়ং উহাদিগের এবং বহুসংখ্যক আশিয়িক সৈন্যের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতীয় পাইসীডীয়দিগের দমনচ্ছলে যাত্রা করিলেন; যাহারা মধ্যে মধ্যে তদীয় অধিকারে প্রবেশপূর্ব্বক উপদ্রব করিত। যাহা হউক, টিসাফার্ণিস্ সাইরসের এইরূপ সমারোহে রণযাত্রা দেখিয়া, তাঁহার যে কোন প্রকার উচ্চ আশয় আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সত্বর সুসা গমনপূর্ব্বক রাজাকে সতর্ক থাকিতে বলিয়া আসিলেন।

কিন্তু সাইরস্ টিসাফার্ণিস্‌কে নিজব্যাপারে সন্দিহান জ্ঞান করিয়া, পাইসীডীয়দিগের আক্রমণে বিরত হইয়া, যে পথে যাত্রা করিলে সিলীসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া সীরিয়া এবং ইউফেটিস্ নদীতীরে উপস্থিত হওয়া যায় সেই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সত্বর সিলীসিয়াভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। এখন গ্রীক্‌সেনারা সাইরসের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সম্রাটের প্রতিকূলে যাত্রা করিতেছেন যদি এমন হয়, তবে আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই।" তাহাদের অধ্যক্ষ, ক্লিয়ার্কস্ নাকি সাইরসের অভিসন্ধিতে সংসৃষ্ট ছিলেন, এজন্য তিনি সৈন্যদিগের গমনাসম্মতি শ্রবণে, অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিলে, সৈন্যেরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশ

চেষ্টা করিলে তিনি পলায়ন করিলেন। ফলতঃ সাই-বস্‌ উপস্থিত বিভ্রাট দেখিয়া গ্রীক্‌সেনার নিকট এই ভান করিয়া বলিলেন, আমি সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, ইয়ুফ্রেটিস্‌ নদীর কূলে আমার যে এক জন গূঢ় শত্রু আছে, তাহার দমনের জন্য যাইতেছি। অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে চল, আমি তোমাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব।" এইরূপ লোভ ও প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে আবর্জ্জিত করিলেও তাহা-দিগের মন হইতে ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইল না।

সৈন্যগণ সিলীসীয় বহির্দ্বার-নামক সংকীর্ণ পথ অবাধে অতিক্রম করিয়া সীরিয়ায় প্রবেশ করিল। তথা হইতে নিরন্তর গমন করিয়া ইয়ুফ্রেটিসের তীরবর্ত্তী থাপ্সেকস্‌ নগরে উপস্থিত হইল। সাইরস্‌ তথায় গ্রীক্‌-সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি পারসীকরাজ আর্টাজার্ক্সিস্‌কে আক্রমণ করিতে যাই-তেছি, অতএব তোমরা আপন আপন সৈন্যদিগকে বলিয়া তাহাদের মত করাও।" অনন্তর সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্যদিগের নিকট সাইরসের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে, তাহারা সেনাপতিদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং স্পষ্টাক্ষরে অধিক বেত-নের দাওয়া করিয়া বসিল। অনন্তর সেনাপতিরা অধিক বেতনের প্রার্থনা জানাইলে, সাইরস্‌ কহি-লেন, বাবিলনে পৌঁছিয়া সকলকে কিছু কিছু পারি-তোষিক দিবেন; এবং পুনর্ব্বার উপকূলে পৌঁছিয়া

তাহাদের সম্পূর্ণ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। তখন তাহারা যাইতে সম্মত হইল ; এবং ইয়ুফ্রেটিসের তীরে উপস্থিত হইয়া যেখানে এক বুকের অধিক জল ছিল না, সেই স্থান দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল। গ্রীক্‌দিগকে পদব্রজে নদী পার হইতে দেখিয়া থাপ্সেকস্‌বাসীরা বিস্ময়াপন্ন হইল। কারণ তাহাদিগের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, উক্ত, নদী অতিগভীর এবং নৌকা ব্যতিরেকে পার হওয়া যায় না।

অধুনা সৈন্যগণ নদীর বামপার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিল ; যাইতে যাইতে তাহাদিগকে যে সমস্ত স্থান অতিক্রম করিতে হইল, তাহা নিরবচ্ছিন্ন সমতল বালুকাময় মরুভূমি ; তথায় একটী ঘাস বা বৃক্ষ কিছুই ছিল না ; শুদ্ধ স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গুল্ম ছিল। গ্রীকেরা জন্মাবচ্ছিন্ন কখন বন্যগর্দ্দভ, কৃষ্ণসার বা অষ্ট্রিস্‌, মৃগ প্রভৃতি জন্তু সকল দেখে নাই। এই স্থানে অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই সকল জন্তু যথেষ্ট অবলোকন করিয়া সানন্দচিত্তে মৃগয়া করত সকল জন্তুই শীকার করিল, কেবল অষ্ট্রিস্‌ শীকার করিতে পারিল না। কারণ তাহারা এত দৌড়িতে পারে যে, ঘোটকদিগকেও অতিবর্ত্তন করিয়া যায়।

রাজা বাবিলনের নিকটে আছেন, এইরূপ জনরব শুনিয়া সাইরসের সৈন্যেরাও বহুদিন ব্যাপিয়া ক্রমিক তদভিমুখে যাত্রা করিল। পরিশেষে যখন সাইরস্‌ বুঝিলেন যে, তিনি রাজ-অনীকিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া

ছেন, তখন তিনি সমস্ত সৈন্য একত্র সমবেত করিয়া সংখ্যা করিয়া দেখিলেন যে, গ্রীক্‌সৈন্য প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র এবং আশিয়িকসৈন্য এক লক্ষ, আর তরবারিযুক্ত রথ বিংশতিমাত্র হইল। প্রবাদ আছে এই সংগ্রামে পারসীকরাজের দশলক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য সমাগত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত তরবারিযুক্ত রথ দুইশত এবং শরীর রক্ষক ছয় সহস্র ছিল। কিন্তু উল্লিখিত সৈন্যের চতুর্থাংশ সৈন্যও কার্য্যকালে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

সম্রাট্, সাইরসের আগমন নিবারণার্থ পূর্ব্বেই টাইগ্রীস্ হইতে ইয়ুফ্রেটিস্ পর্য্যন্ত এক জলপূর্ণ পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন। সাইরসের সেনা ক্রমিক অগ্রসর হইয়া পরিশেষে ঐ পরিখাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিল, উক্ত পরিখা পার হইবার জন্য প্রায় ত্রয়োদশ হস্ত পরিমিত একটী মাত্র সংকীর্ণ পথ ইয়ুফ্রেটিসের দিকে উদ্ঘাটিত আছে। কিন্তু ঐ পথ রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে কোন রক্ষক নিযুক্ত ছিল না; সুতরাং সাইরসের সৈন্যেরা তদ্দ্বারা পরিখা পার হইয়া পড়িল। তৃতীয় দিবসে যখন সাইরস্ কতকগুলি শরীররক্ষক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন, এবং তদীয় সৈন্যগণ বিনা অস্ত্রে ছত্রভঙ্গ হইয়া গমন করিতেছিল, এমন সময় একজন পারসীক কর্ম্মচারী, যে সর্ব্বাগ্রে প্রস্থিত হইয়াছিল, অশ্বারোহণে আসিয়া গ্রীক্ এবং লাটিন

ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল সম্রাট্ রণসজ্জা করিয়া সসৈন্যে আসন্নপ্রায় হইয়াছেন।

ইহা শুনিয়া সাইরস্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শকট হইতে নামিয়া ত্বরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে তৎপর রণসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র সৈন্যগণ সজ্জিত হইলে, গ্রীক্‌সৈন্যেরা দক্ষিণ পার্শ্ব বিস্তার করিয়া ইয়ুফ্রেটিসের দিকে থাকিল। এদিকে সাইরস্ শস্ত্রধারী তুরগসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্য ভাগে রহিলেন।

কিউনাক্সার সংগ্রাম।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত শত্রুসৈন্যের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল না। অপরাহ্নভাগে রণক্ষেত্রের কিছুদূরে শ্বেতাভ্রবৎ ধূলিরাশি উড্ডীন হইয়া ক্রমশঃ যত সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিল, ততই প্রগাঢ় অন্ধকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল; এবং তাহার মধ্যদিয়া অস্ত্রাদির উজ্জ্বলপ্রভা নির্গত হওয়াতে বোধ হইল, যেন মেঘের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে। ক্রমশঃ অধিক নিকটবর্ত্তী হইলে, শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী এবং পদাতিসৈন্য স্পষ্টরূপ নয়নগোচর হইল। সেই সৈন্যসাগরের মধ্যে রাজকীয় সৈন্যব্যূহের বামভাগ পারসীক অশ্বারোহী সৈন্যে এবং ঈজিপ্টীয় পদাতি সৈন্যে বিরচিত ছিল, এবং ঐ ব্যূহের সম্মুখভাগ তরবারিযুক্ত রথসমূহে সুরক্ষিত ছিল; টিসাফা-

র্নিস্‌ তাহার রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার উপর শুদ্ধ গ্রীক্‌সৈন্য নিবারণের ভারার্পণ ছিল। এদিকে সাইরস্‌ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনেক অনুবাদক সমভিব্যাহারে গ্রীকসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্লিয়ার্কস্‌কে রাজরক্ষিত সৈন্যব্যূহের অন্তর্ভেদ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, যদি ব্যূহমধ্যবর্ত্তী রাজাকে পরাস্ত করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় জয়লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ক্লিয়ার্কস্‌ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন "রাজকীয় বলবিন্যাস যেরূপ বিস্তৃত দেখিতেছি, এই অল্প সৈন্য লইয়া তাহার মধ্যভেদ করিতে চেষ্টা করিলে কোন ফল দর্শিবেক না, বরং বিপদ ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা থাকিবেক; অতএব এই নদীতীরে অবস্থিতি করা আমার মতে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হইতেছে; অথবা যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিতে সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিব না; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।" ইহা শুনিয়া সাইরস্‌ তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর ভৃতিভোগী গ্রীকসৈন্যেরা বিপক্ষসৈন্যকে অর্দ্ধক্রোশান্তরে উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রণধ্বনি করত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; এবং শত্রুপক্ষীয় অশ্বগণকে ভয়প্রদর্শন করিবার মানসে গভীর গর্জ্জন এবং ঢালের উপর বর্শাঘাত করত অভিমুখে ধাবমান হইল; পরন্তু একটীও শরপাত না হইতেই তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, পারসীক অশ্বারো-

হীগণ দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল এবং শকটবৃন্দ নিজ নিজ সারথী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিত্রস্ত হইয়া কতক বা স্বপক্ষ সৈন্যের, এবং কতক বা বিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। এইরূপে জয়শ্রী গ্রীক্‌-দিগের পক্ষপাতিনী হইলে সাইরস্‌ আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং সাইরসের পার্শ্ববর্ত্তী জনসমূহ সাইরস্‌কে রাজা বলিয়া প্রণাম করিল। সাইরস্‌ রাজাকে নিজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব মধ্যভাগ দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিতে দেখিয়া এই বিবেচনা করিলেন যে, হয় ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিবেন, নয় গ্রীক্‌সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করি-বেন এজন্য তিনি ছয় শত মাত্র শরীর-রক্ষক সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ছয় সহস্র রাজ-শরীর-রক্ষকদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের অধ্যক্ষকে নিহত করিলেন; এবং তদীয় অনুচরগণের অনেকেই আক্রান্ত শত্রুদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; অত্যল্পমাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিল। এখন সাইরস্‌ রাজাকে দেখিতে পাইয়া, “ঐ রাজা” “ঐ রাজা” বলিয়া তদভিমুখে বেগে ধাবমান্‌ হইয়া বর্শাদ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে সেই মুহূ-র্ত্তেই তদীয় অন্যতর নেত্র আহত হইল; তথাপি তিনি এবং তৎসমভিব্যাহারী লোকেরা সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে সমরশায়ী হইলেন। তৎকালে সমরশায়ী ব্যক্তির মস্তক এবং দক্ষিণ হস্ত

কাটিয়া ফেলা পারস্যের রীতি থাকায়, তৎক্ষণাৎ সাইরসের মস্তক এবং দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল।

অনন্তর রাজা সাইরসের ছাউনি লুঠ করিবার মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে, সাই-রসের সৈন্যের বামকক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত আরিয়স্ আক্র-মণ নিবারণের কোন চেষ্টা না করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বরাত্রে সৈন্যেরা যে স্থান আশ্রয় করিয়াছিল সেই স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আর্টাজার্ক্সিস্ এখন অবাধে সাইরসের ছাউনি লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে শুদ্ধ গ্রীক্ সৈন্যমাত্র রহিল এবং তাহারা টিসাফার্নিসের সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া যখন জানিতে পারিল যে, রাজসেনা সাইরসের ছাউনি লুঠ করিতেছে, তখন তাহারা পূর্ব্ব অনুসরণে ক্ষান্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া লুণ্ঠনকারীদিগের আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইল। নদী তাহাদের পশ্চাতে রহিল। গ্রীক দিগকে প্রস্তুত দেখিয়া পারসীক সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সৈন্য ফিরা-ইয়া আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু যখন গ্রীকেরা সমরধ্বনি পূর্ব্বক সংগ্রামে ব্যাপৃত হইল, তখন আর অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রীকেরাও তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া, যেখানে ঢালের উপর চীল লেখা রাজার এক সৌবর্ণ পতাকা উড্ডীন ছিল, সেই স্থানের সন্নিহিত হইলে, পতাকা রক্ষণে নিযুক্ত অশ্বা-রোহীরা গ্রীক্‌দিগকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া পলায়ন

করিল। গ্রীকেরা সূর্য্যাস্ত সময়ে এক পর্ব্বতের পাদ-দেশে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে লাগিল, এবং একাল পর্য্যন্ত সাইরসের কোন সংবাদ না পাইয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু আবার ভাবিল, হয়ত সাইরস শত্রুর অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া জয়লাভের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই বিবেচনা করিয়া, বিশ্রামের পর সেনানিবেশে প্রত্যা-গমন করিয়া দেখিল, শত্রুরা যাবতীয় খাদ্য-সামগ্রী লুঠ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং তাহা-দিগকে সে রাত্রি অনাহারেই অতিবাহিত করিতে হইল। রাজসেনা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে. দিবসেও আহার হয় নাই। এইরূপে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, এই যুদ্ধ কিউনাক্সা-নামক স্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, একারণ এই সংগ্রাম কিয়ুনক্সীয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

রাজা এবং গ্রীক্‌দিগের পণ নির্দ্ধারণ বিষয়ক কথোপকথন।

পর দিবস গ্রীকেরা সাইরসের অনুসন্ধানে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়, আরিয়সের নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়া সাইরসের মৃত্যু সংবাদ দিয়া কহিল “সেনাপতি আরিয়স্ উপকূলে ফিরিয়া যাইবার মানস করিয়াছেন এবং আজিকার দিবস তোমাদের অপেক্ষা করিবেন; যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হও।”

ক্লিয়ার্কস্‌ এই প্রস্তাবের কোন উত্তর না দিয়া, শুদ্ধ এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, “ গ্রীকেরা জয়লাভ করিয়াছে, এখন যদি আরিয়স্‌ ইচ্ছা করেন, তবে অনায়াসেই পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন।” ক্লিয়ার্কস্‌ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সম্রাটের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া বলিল “ সম্রাটের আদেশ হইয়াছে যে তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হও।” ক্লিয়ার্কস্‌ আর্টাজাক্সিসের এই সাহঙ্কার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ আমরা সম্রাটের এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিনা, তবে যদি তিনি আমাদের বেতন দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে সম্মত হইতে পারি।” অনন্তর আরিয়স্‌ দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা নাই, অতএব তাহারা অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হউক। তদনুসারে ক্লিয়ার্কস্‌ সন্ধ্যার পর যাত্রা করিয়া রাত্রি দুইপ্রহরের সময় আরিয়সের ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক তদীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রভাতে উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু আগমন কালে যে পথে আসিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে সে পথে না যাইয়া উভয় সেনা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলে এবং সন্ধ্যা হইলে যে সকল গ্রামে থাকিয়া রাত্রিযাপন করিবার মানস করিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজ-সৈন্যেরা অগ্রেই সেইস্থান লুঠ

করিয়া অগ্নিসংযোগ দ্বারা ছার খার করিয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে, রাজসেনা নিকটেই আছে, এই বিবেচনা করিয়া অতিশয় ভীত হইল। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে সম্রাটের নিকট হইতে সন্ধিসংস্থাপনের সংবাদ লইয়া একজন দূত আসিল। রাজদূতের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্লিয়র্কস্ বহিঃস্থিত রক্ষকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সংবাদ না দিলে যেন দূতকে প্রবিষ্ট হইতে না দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তিনি বঞ্চনা করিবার মানসে কতকগুলি রূপবান পুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত ও অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া সৈন্যবিন্যাস পূর্ব্বক দূতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মদীয় সৈন্যেরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অতএব অগ্রে তাহাদের আহারের অনুষ্ঠান না হইলে, কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হইবেক না।" দতেরা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "যদি রাজার সহিত সন্ধি করেন, তবে সৈন্যেরা আমাদের সঙ্গে আসুক; আমরা প্রচুর খাদ্যপূর্ণ গ্রামে লইয়া যাইতেছি।" গ্রীকেরা তাহাতেই সম্মত হইল, এবং যেখানে খেজুর তাড়ি প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, সেই সেই গ্রামে নীত হইল। তথায় তিন দিবস অবস্থিতি করিলে পর, টিসাফার্নিস্ চারিজন ভদ্র পারসীক সমভিব্যাহারে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধুতার ভান করিয়া বলিলেন "আমি মধ্যস্থ; কি কারণে আপনারা সম্রাটের

সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসার জন্য রাজা আমাকে পাঠাইয়াছেন।” ক্লিয়ার্কস্ কহিলেন “রাজার সহিত বিরোধ করিবার আমাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; শুদ্ধ সাইরস্ প্রবঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন; প্রথমেই জানিতে পারিলে আমরা কদাচ রাজার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতাম না। পরে যখন জানিতে পারিলাম তখন ফিরিয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু সাইরসের অনেক অনুরোধে থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে যদি তোমরা অত্যাচার না কর, তবে আমরা নিরুপদ্রবে দেশে ফিরিয়া যাই।” ক্লিয়ার্কসের এই কথা শুনিয়া পারসীযেরা সে দিবস চলিয়া গেলেন। তিন দিবস পরে টিসাফার্নিস্ পুনর্ব্বার আসিয়া কহিলেন “রাজা আমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে চাহেন নাই, অনেক কষ্টে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি উপকূল পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে যাইব এবং পথে সৈন্যদিগের আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিব; তাহা হইলে প্রজাদিগেরও কোন অনিষ্ট হইবেক না, আপনারাও সুখে যাত্রা করিতে পারিবেন।” পরে উভয় পক্ষেই শপথ করিলে টিসাফার্নিস্ রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া গমনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের অবরোধ এবং বিনাশ।

টিসাফার্নিস্ স্বীয় সৈন্য এবং আরিয়সের যাবতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বিংশতি দিবসের পর গ্রীক্শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রীকেরা টিসাফার্নিসের এতাবৎ কাল বিলম্ব দর্শনে, আরিয়স্ ও রাজা উভয়ে মিলিয়া যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্লিয়ার্কসের নিকট আপনাদের পলায়নের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ক্লিয়ার্কস্, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, সুতরাং তাহারা ক্ষান্ত ছিল। ফলতঃ এখন তাহারা যে একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিল, এমত নহে; প্রত্যহ রাত্রে পারসীকদিগের ছাউনি হইতে অনেক দূরে ছাউনি করিয়া থাকিত। যাহা হউক, টিসাফার্নিস্ এবং রাজা, গ্রীকদিগকে পররাজ্যের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে আর গ্রীসে ফিরিয়া যাইতে না দিবার অভিসন্ধি থাকায়, উপকূল যাইবার প্রকৃত পথে না যাইয়া টাইগ্রীসাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিলেন।

গ্রীকেরা টাইগ্রীস্ উত্তীর্ণ হইয়া মীডিয়ায় উপস্থিত হইলে, টিসাফার্নিস্ গ্রীকদিগকে রাজ্ঞী কুইন্-মদারের অধিকারভুক্ত কতিপয় পল্লীগ্রাম লুঠ করিতে আদেশ করিলেন। কুইন্মদার সাইরসের জননী। সাইরসের প্রতি জননীর বিশেষ পক্ষপাত থাকায় টিসাফার্নিস্ তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। অতঃপর

গ্রীকেরা জাব্‌-নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিন দিবস তথায় বিশ্রাম করিল। এক্ষণে পারসীকদিগের সহিত গ্রীক্‌দিগের যে আন্তরিক অসদ্ভাব ছিল, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়া বিবাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ক্লিয়ার্কস্‌ উভয় জাতির আন্তরিক অসদ্ভাব জানিতে পারিয়া, তন্নিবারণার্থ টিসাফার্নিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে, টিসাফার্নিস্‌ তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। ক্লিয়ার্কস্‌ যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সসৈন্যে রাজার কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার কথা পুনরুত্থাপন করিলেন। টিসাফার্নিস্‌ ক্লিয়ার্কসের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং বলিলেন, "সকলে একত্র সমবেত হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিবেন;" এই বলিয়া একত্র ভোজন করিবার নিমিত্ত সে রাত্রি ক্লিয়ার্কস্‌কে আটক করিয়া রাখিলেন। পর দিবস ক্লিয়ার্কস্‌ স্বীয় শিবিরে আগমন পূর্ব্বক প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং পূর্ব্ব রাত্রে টিসাফার্নিসের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সমস্ত বলিলেন। পরে তাঁহাদিগকে টিসাফার্নিসের উপকার্য্যায় গমন করিয়া আহারাদি এবং আমোদ প্রমোদের জন্য যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলেরই বিলক্ষণ বিবেচনা হইল যে, টিসাফার্নিসের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু তাহা-

দের কেহই শুদ্ধ টিসাফার্ণিসের কথায় বিশ্বাস করিতে সাহসী না হইয়া বিনা সৈন্যে যাইতে অসম্মত হইল। তথাপি ক্লিয়ার্কস্ অনেক কষ্টে তাঁহাদের সম্মতি করাইয়া পাঁচ জন প্রধান পুরুষ, কুড়ি জন কাপ্তেন এবং দুই শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পারসীক স্কন্ধাবারে যাত্রা করিলেন।

তাহারা টিসাফার্ণিসের নিবেশ-ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র সৈন্যাধ্যক্ষেরা তদীয় পটভবনের অভ্যন্তরে নীত হইলেন, এবং অন্যান্য সকলেই বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিছু পরেই পারসীকেরা সঙ্কেত করিলে, তৎক্ষণাৎ সৈন্যাধ্যক্ষেরা ধৃত হইলেন, এবং বহিঃস্থিত অন্যান্য লোকেরাও অবরুদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল। ঠিক এই সময় কতকগুলি অশ্বারোহীকে এই অভিপ্রায়ে পাঠাইয়া দিল যে, তাহারা সম্মুখে যাহাকে পাইবে তাহাকেই বিনষ্ট করিবেক। গ্রীকেরা ছাউনি হইতেই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে যাহারা সেনাপতিদিগের সহিত পারসীকশিবিরে গমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আহত এক জন কোনরূপে পলায়নপূর্ব্বক উক্ত ঘটনা সমস্ত স্বপক্ষদিগকে নিবেদন করিলে, গ্রীকেরা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সজ্জীভূত হইয়া থাকিল। ক্ষণকাল পরেই আরিয়স্ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া স্কন্ধাবারে প্রবিষ্ট হইলেন,

এবং সকলকেই কর্ণপাত করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "দুই জন সেনাপতির এজাহারে ক্লিয়ার্কসের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, আর তাহারা সম্রাটের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছে। সাইরস্‌ রাজভৃত্য, তোমরা সেই সাইরসের ভৃত্য; অতএব তোমাদের প্রতি সম্রাটের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায়, তোমাদিগের প্রতিও সম্রাটের অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগের আদেশ হইয়াছে।" যাহা হউক, গ্রীকেরা আরিয়সের বিশ্বাসঘাতকতানিবন্ধন তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করত এই বলিয়া নিরস্ত হইল যে, যে সকল সেনাপতিরা ক্লিয়ার্কস্‌কে দোষী করিয়াছে, পারসীকেরা তাহাদিগকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেউক। ইহা শুনিয়া পারসীকেরা চলিয়া গিয়া পাঁচ জন গ্রীক্‌সেনাপতিকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজাও তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলে, রাজসমক্ষে তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করা হইল।

গ্রীক্‌দিগের পলায়ন।

সেনাপতিদিগের মৃত্যুসংবাদে গ্রীকেরা ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া গৃহ গমনের আশা ভরসা সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। গ্রীক্‌দিগের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; একে বিদেশ, তাহাতে পথ ঘাট সমস্ত অপরিচিত,

ও নদী পর্ব্বত নিতান্ত দুর্গম; এখন তাহাদের তাদৃশ সৈন্যবল নাই যে, বলপূর্ব্বক প্রতিগমনের পথ আবিষ্কৃত করিতে পারে; এমন আহার সামগ্রীও নাই যাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করত অন্যূন পাঁচ শত ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত স্বদেশে ফিরিয়া যায়। ফলতঃ সাক্ষি-রসের পারসীক সৈন্যেরাই তাহাদিগকে এই ঘোর বিপদে পাতিত করিয়াছিল। তাহারা যদি বিশ্বাসঘাত-কতা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে তাহাদের পদাতি সৈন্যবল প্রচুর থাকিত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রায় কেহই সে দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আস্বাদ করে নাই, রাত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে নাই, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রাও যায় নাই।

গ্রীক্‌ সৈন্যের মধ্যে জিনফন্‌ নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন; ইনি আথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন; এবং প্রধান বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা সক্রেটিসের ছাত্র ও পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অগ্রে সেনাসংক্রান্ত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন না। এই প্রথম সেনাপতি প্রক্সি-নসের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিয়া আসিয়া-ছিলেন। ফলতঃ তিনি আপন সদ্গুণ ও সচ্চরিত্রতায় সৈন্যদিগের মধ্যে বিশেষ আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া প্রক্সিনসের সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে মন্ত্রণার্থ আহ্বান

পূর্ব্বক বলিলেন, "কোন মতেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং আবশ্যক হইলে পথে শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, আমার এই মত।" সকলে তাঁহার মত গ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, তাঁহারাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে সকলের অভিপ্রায়মতে পূর্ব্বতন পাঁচজন সেনাপতির পদে আর পাঁচজন নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করা হইলে জিনফন্ উহাদের মধ্যে এক জন হইলেন। প্রভাত হইলে নূতন সেনাপতিরা নিজ নিজ বিভাগের সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমস্ত অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ শপথপূর্ব্বক সেনাপতিদিগের উপদেশ যথাবদনুপালনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, প্রধান সৈনাপত্যের ভার লেসিডিমোনীয় কেরিসোফসের উপর ন্যস্ত হইল; নবযৌবনোদ্ধত জিনফন্ এবং টিমাসন্‌কে সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত করা হইল। অনন্তর সৈন্যগণ জিনফনের আদেশানুসারে নিতান্ত আবশ্যক বস্তু রাখিয়া তাঁবু, শকট প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ভস্মসাৎ করিল। তাহারা মধ্যাহ্ন করিতে

বসিয়াছে, এমন সময় সাইরসের কর্ম্মচারীদিগের অন্যতম মিথ্রিডেটিস্ নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বন্ধুতাব্যপদেশে তাহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রীকেরা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; ইহাতে মিথ্রিডেটিস্ কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ কার্য্য করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।" যাহা হউক, তাঁহার আকার ইঙ্গিতে গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে টিসাফার্নিসের প্রেরিত বলিয়া নিশ্চয় করিল। পরে যখন জানিতে পারিল যে, মিথ্রিডেটিস্ কুড়ি জন সৈন্যের সহিত একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তখন তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা এই অবধি কোন দূতকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না, বা তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিবেক না। এই স্থির করিয়া আহারান্তে প্রস্থান করিল। তাহারা কতক দূর যাইলে, মিথ্রিডেটিস্ পুনর্ব্বার কতকগুলি অশ্বসৈন্য এবং পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বশতঃ তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল না, তখন তিনি তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমস্ত দিন তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌দিগের তুল্যরূপ সৈন্য না থাকায় গ্রীকেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইল না।

সন্ধ্যার সময় কোন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীরা উক্ত দুর্ঘটনার কতকদোষ জিনফনের

উপর আরোপ করিলে, তিনি কহিলেন, “ইহাতে আমার কোন দোষ নাই, আমাদিগের অশ্ববল ও লঘু সৈন্য না থাকায় ঐ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, অতঃ-পর যথাসাধ্য উক্তরূপ সৈন্য সংগ্রহে তৎপর ও যত্ন-বান্ হইতে হইবেক।” এই বলিয়া জিনফন্ প্রধান কর্ম্ম-চারী এবং অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে পঞ্চাশ জনকে অশ্বারোহণে নিযুক্ত করিলেন; এবং যাহারা ফিঙ্গা চালাইতে পারে এবং যাহারা ধনুর্দ্ধারণে সমর্থ, এমন কতকগুলি লোককে ফিঙ্গাধারণ এবং ধনুর্দ্ধারণের আদেশ দিয়া তাহাদিগের সমস্ত সরঞ্জম করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিবসে যখন মিথ্রিডেটিস্ জয় লাভের সম্পূর্ণ আশা করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার লোকদিগের কতক বা তাড়িত, কতক বা আহত হইয়া পলায়ন করিল। সেই দিবস গ্রীকেরা টাইগ্রীসের তীরবর্ত্তী ভগ্নাবশিষ্ট লারিসা-নামক নগর প্রাপ্ত হইল। সেই পুরধ্বংসবিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, মহাবীর সাই-রসের রাজত্বকালে মীডীয়দিগের সহিত বিবাদসূত্রে পারসীকেরা ঐ নগর আক্রমণ পূর্ব্বক বহুকষ্টে নগর-বাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া উক্ত নগর বিধ্বস্ত করিয়া-ছিল। লারিসা হইতে যাত্রা করিয়া মিপ্সিলা নামক ভগ্নাবশিষ্ট নগরে উপস্থিত হইল। এই নগরও পার-সীকেরা লারিসা আক্রমণ কালে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া কার্ডুসিয়ার পর্ব্বতময় প্রদে-

শের শত্রুদিগের সন্তত আক্রমণে তাহাদের অধিক কালবিলম্ব হইয়াছিল। অতঃপর টিসাফার্নিস্ বহু সৈন্যসহ আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করত বহু দিন তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহস পূর্ব্বক সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীকেরা যে যে গ্রামে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পায়, প্রতিরাত্রে সেই সেই গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিল। টিসাফার্নিস্ এইরূপ সন্তত অনুসরণ দ্বারা গ্রীকদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে যে যে গ্রামে গ্রীস্‌বাসীরা আশ্রয় লইবে বলিয়া বিবেচনা করিলেন, অগ্রেই সেই সেই গ্রাম দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস গ্রীকেরা ইহার প্রতি শোধ দিবার জন্য যে যে গ্রামে আসা নিতান্ত অসম্ভব, সেই সেই স্থান লুঠ ও দগ্ধ করিল।

কার্ডুসিয়া অতিক্রম।

এক্ষণে গ্রীকেরা এক পর্ব্বতময় প্রদেশের সীমায় উপস্থিত হইল। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতবৃন্দে আকীর্ণ এবং অতি দুর্দ্দান্ত স্বাধীন অসভ্য জাতির বাসস্থান। পূর্ব্বে এই দেশের লোকদিগকে কার্ডুসীয় কহিত, সম্প্রতি ইহাদিগকে কুর্দ্দ্ কহা যায়। এই প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গ্রীসে যাইবার দুইটীমাত্র পথ ছিল; কার্ডুসীয় পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী, এবং টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রোটিস্ পুনরতিক্রম করিয়া অন্যটী। অতঃপর

গ্রীক্‌দিগের বিপদ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল, কারণ তাহাদিগকে এখন নদী পার হইতে হইবেক; নদী পারের জন্য তথায় সেতু বা নৌকা কিছুই ছিল না; এবং নদীর গভীরতাবশতঃ হাঁটিয়া পার হইবারও যো ছিল না; এজন্য তাহারা পার্ব্বতীয় পথে যাইবার মানসে, কাড়ু সীয়দিগের অগোচরে রাত্রিযোগে যাত্রা করিল। পর দিবস সূর্য্যোদয়কালে পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক উপত্যকার আসন্নবর্ত্তী গ্রামসমূহে অবতীর্ণ হইয়া খাদ্যাহরণ করিতে লাগিল। গ্রামের অধিবাসীরা অলক্ষিত বিপদের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত পলায়ন পূর্ব্বক পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। অবশেষে গ্রীকেরা অতি ভয়ঙ্কর অপ্রশস্ত কোন দুর্গম পথে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শিখরদেশে কাডুর্সীয়েরা বলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এতদ্দর্শনে জিনফন্ ঐ সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ দ্বারা দুই জনকে ধৃত করিয়া, যদি তাহাদের দ্বারা পর্ব্বতের উপর দিয়া অন্য কোন পথের সন্ধান পান এই আশয়ে, তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই পথ বলিয়া দিল না। অবশেষে একজনকে অন্যের সমক্ষে নিহত করিলে সে ভীত হইয়া কহিল, "পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যে দেশে যাইতে হইবেক, তথায় আমার এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে, একারণ আমি কিছুই বলি নাই। ফলতঃ আমি জানি ঐ পর্ব্বতের

শিখর দিয়া একটী পথ আছে। যদি তোমরা অগ্রেই পর্ব্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি সেই পথ দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিতাম।” ইহা শুনিয়া কতকগুলি লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিল; এবং পলাইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে, সেই ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া পথ দেখাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের শিখর দেশ অধিকারের মানসে সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিল। এদিকে জিনফন্ কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, অগ্রসর হইয়া যথায় শত্রুরা অবস্থিতি করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে, শত্রুসৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল; এই অবসরে যাহারা শিখর অধিকারার্থ গমন করিয়াছিল, তাহারা অনায়াসেই শিখর অধিকার করিল। এতদ্দর্শনে কার্ডুসীয়েরা বিস্মিত হইল। প্রভাত হইলে গ্রীক্‌দিগের সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া, কার্ডুসীয়েরা যে যে স্থানে পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়িত করত অবশেষে পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক দেশে অবতীর্ণ হইল; এবং সেই গিরির আসন্নবর্ত্তী গ্রাম সকলে সেনানিবেশ করিল। পর্ব্বত অতিক্রমকালে গ্রীক্‌দিগের কতকগুলি লোক পর্ব্বতোপরি বিনষ্ট হয়। গ্রীকেরা এই বলিয়া তাহাদিগের মৃত শরীর চাহিয়া পাঠায় যে, যদি তাহারা উক্ত ব্যক্তিদিগের মৃতকলেবর পাঠাইয়া না দেয়, তবে

গ্রাম সকল ও পথদর্শককে বিনষ্ট করিবেক, এই বিভীষিকায় কার্ডুসীয়েরা মৃতশরীর পাঠাইয়াদিলে গ্রীকেরা তাহা সমাহিত করিল।

পর দিবস গ্রীকেরা যাত্রা করিলে, সে দিবসও কার্ডুসীয়েরা তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ইহারা উন্নতভূমি এবং সংকীর্ণ পথ সকল আশ্রয় করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা গ্রীক্‌দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে গ্রীকেরা সমতলক্ষেত্রবর্ত্তী কতিপয় পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইল। তথায় যে একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই নদী অতিক্রম করিয়াই আর্ম্মীনিয়ার সীমা। কার্ডুসিয়া অতিক্রম করিতে গ্রীক্‌দিগের সাত দিন লাগিয়াছিল। সেই কয়েক দিবসের মধ্যে প্রতিদিনই তাহাদিগকে যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

আর্ম্মীনিয়া প্রবেশ।

গ্রীকেরা তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, নদীর অপরপারে তুইজন পারসীক সেনাপতি প্রবল পরাক্রান্ত অশ্বসৈন্য এবং পদাতি সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছে। গ্রীকেরা হাঁটিয়া পার হইবার মানসে নদীতে নামিল, কিন্তু নদীর জল প্রায় স্কন্ধ প্রমাণ থাকায় এবং তল প্রদেশ পিচ্ছিল ও প্রস্তর-

সমূহে আকীর্ণ থাকায়, প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাই-বার যো হইল; সুতরাং তাহারা হাঁটিয়া পার হই-বার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেরাত্রি নদী তীরেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক কার্ডুনীয় সেনা তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী পর্ব্বতে মিলিত হইযাছে দেখিযা, গ্রীকেরা অতিশয় ভীত হইয়া কহিতে লাগিল, "আজ আমরা যেরূপ বিপদ্‌জনক অবস্থায় পড়িয়াছি, ইতি-পূর্ব্বে কুত্রাপি এরূপ অবস্থা ঘটে নাই; অগ্রে এবং পশ্চাতে শত্রু, সম্মুখে দুস্তর নদী; অতএব বোধ হয় আজ্ আর এবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না।" এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। পর দিবস প্রাতঃকালে জিন-ফন্ আহার করিতেছেন এমন সময় দুইজন যুবক আসিয়া তাঁহাকে কহিল "মহাশয়! আমরা কাষ্ঠা-হরণ করিতে গিয়াছিলাম, নদীর অপর পারে প্রায় ক্রোশাংশ অন্তরে একজন পুরুষ, একটী স্ত্রী এবং কতকগুলি বালিকা নদীতীরবর্ত্তী কোন পর্ব্বতগুহায় কি লুকাইয়া রাখিল; বোধ হইল যেন কতকগুলি বস্ত্র গুহায় রাখিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া আমরা ঐ বস্ত্র অপহরণ করিবার জন্য উলঙ্গ হইয়া সন্তরণ দ্বারা পার হইবার মানসে নদীতে নামিলাম; কিন্তু নামিয়া দেখিলাম তথায় এক হাঁটুর অধিক জল নাই; সুতরাং অবাধে নদী উত্তীর্ণ হইয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার হইয়া আসিলাম।" ইহা শুনিয়া

জিনফন্‌ সেই যুবকদ্বয়কে কেরিসোফসের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদের মুখেই সমস্ত শুনাইলেন, পরিশেষে সেই স্থানে নদী পার হইয়া গমন করাই স্থির হইল। অনন্তর সেই যুবকদ্বয় পথ প্রদর্শন করিলে, কেরিসোফস্‌ অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া অগ্রে যাত্রা করিলেন; তাঁহার পশ্চাৎ ভারবাহী পশুগণ যাইতে লাগিল, এবং জিনফন্‌ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সকলের পশ্চাৎ চলিলেন। ইতি মধ্যে বিপক্ষদিগের তুরঙ্গম সেনাও নদীর ঊর্দ্ধভাগে গমন করিয়াছিল।

সেই যুবকদ্বয় যেস্থানে নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কেরিসোফস্‌ তথায় উপস্থিত হইয়াই নদীতে প্রবেশ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবতীয় সৈন্য এবং যাবতীয় স্ত্রী, পুরুষ, উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করত নদী পারে প্রবৃত্ত হইল। অপর পারে শত্রুগণ গ্রীক্‌দিগের ক্ষতি করিবার বাসনায় বহু দূর হইতে বাণবর্ষণ এবং প্রস্তরাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্দর্শনে জিনফন্‌, যেখানে তীর পর্য্যন্ত গিয়া পথের শেষ হইয়াছে, ফিরিয়া সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং এমনি উদ্যম দেখাইলেন, যেন সেই স্থানে গিয়াই নদী পার হইবেন। ইহা দেখিয়া বাণবর্ষণকারীরা ভীত হইয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে পলায়ন করিল। এদিকে কেরিসোফস্‌ অবাধে সসৈন্যে নদীর অপর পারে পৌঁছিলেন। জিনফন্‌ এখনও নদী পার হন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, কার্ড়ুসীয়েরা

তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; তখন দ্রুত-বেগে কেরিসোফসের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেরিসোফস্ শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া অপর পারের ভূমি অধিকার করিলেন। কার্ডুসীয়েরা নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র জিনফন্ পরম কৌশলে সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কেরিসোফসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যাবতীয় সৈন্য নদী পার হইয়া কার্ডুসীয় পর্ব্বত বৃন্দের নিকট চিরকালের জন্য বিদায় লইল।

আর্মীনিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীক্‌দিগের গমন।

কার্ডুসীয়দিগের অত্যাচার নিবন্ধন নদীর আসন্নবর্ত্তী স্থানে আর্মীনীয়দিগের বসতি ছিল না; এজন্য গ্রীকেরা অবাধে বহু দূর গমন করিয়া যে এক পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইল, তাহা অতিশয় বিস্তৃত এবং খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া টাইগ্রীসের উৎস-মালা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম আর্মীনিয়ায় প্রবেশ করিল। পারসীক সম্রাটের অতিশয় প্রিয়পাত্র টেরিবেসস্-নামক এক ব্যক্তি তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি গ্রীক্‌দিগের সহিত যে সন্ধি করিলেন, তাহাতে এই কথা থাকিল যে, গ্রীকেরা ঘর দ্বার দগ্ধ করিবেক না, আর আর্মীনীয়েরাও তাহাদের কোন হানি করিবেক না, বরং প্রয়োজন হইলে তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিবেক। তথা হইতে ছাউনি উঠা-

ইয়া যাত্রাকালে, টেরিবেসস্‌ এবং তদীয় সৈন্যগণ গ্রীক্‌সৈন্য হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে থাকিয়া গমন করিতে লাগিল। এক দিবস গ্রীকেরা কতিপয় পল্লী-গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেনানিবেশ করিলে, সেই রাত্রে তথায় হঠাৎ ভয়ানক বরফ্‌ পড়িয়াছিল। প্রভাত হইলে গ্রীকেরা শত্রুদিগের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না, এবং তুষার শিলাপাতে শত্রু সমা-গমের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে তাহাদিগের ছাউনি উঠাইয়া পল্লীগ্রামে লইয়া গেল। তাহারা পল্লী-গ্রামে আছে, এমন সময় কএকজন পর্য্যটক আসিয়া এই প্রচার করিল যে, তাহারা গত রাত্রে একদল সেনা এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি দেখিয়াছে। ইহা শুনিয়া গ্রীকেরা, আর পল্লীগ্রামে থাকা বিধেয় নহে, এই স্থির করিলে, এবং সমস্ত সৈন্য একত্র মিলিত হইলে, ছাউনি উঠাইয়া কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইল। দৈবযোগে সেই রাত্রে অতিশয় বরফ্‌ পড়িয়া, মনুষ্য এবং পশুগণ যে যেখানে নিদ্রা যাইয়াছিল, সে সেইখানেই বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিল। আমরা প্রায়ই দেখিতেছি যে, গ্রীক্‌দিগের পটভবন না থাকায়, তাহারা প্রতি-গমনের সমস্ত কাল প্রায়ই অনাবৃত স্থানে দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে; যদি ঘটনাক্রমে পল্লী-গ্রামে আসিয়া পৌঁছে তবেই ঘর দ্বারে আশ্রয় পায়। যাহা হউক, তাহারা জাগরিত হইয়া দেখিল, সমস্ত শরীর বিকল হইয়া গিয়াছে; এজন্য তাহারা আগুন

জ্বালিয়া সর্ব্বশরীর সেঁকিতে লাগিল। পরে তথা হইতে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিল; এবং এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে কতকগুলি লোক সমভিব্যাহারে, যথায় অগ্নি দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে প্রেরণ করিল. সে যাইয়া অগ্নি দেখিতে পাইল না, কেবল এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিল। যাহাকে বন্দী করিয়া আনিল, সে আপনাকে টেরিবেসসের সেনাসমবেত পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিল, "আপনারা যে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইবেন, তাহার উপর দিয়া একমাত্র সংকীর্ণ পথ আছে, টেরিবেসস্ আপনাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে পর্ব্বতের সেই সংকীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া আছেন।" গ্রীকেরা এই কথা শুনিবামাত্র অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কতকগুলি সৈন্যকে পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিল, এই সকল প্রেরিত সৈন্য দ্রুতবেগে যাইয়া হঠাৎ শত্রুদিগের নিকট পৌঁছিলে, শত্রুরা ভয়ে পলায়ন করিল। টেরিবেসসের তাম্বু, আস্‌বাব্, এবং অনুচরবর্গ সমস্তই বিজয়ীদিগের হস্তে পতিত হইল। অনন্তর অবশিষ্ট গ্রীক্‌সৈন্য পশ্চাৎ আসিয়া মিলিত হইলে, তাহারা, যে শিখরদেশে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল, তাহা অবাধে অতিক্রমপূর্ব্বক বরাবর যাত্রা করিয়া ইয়ুফ্রেটিস্ তীরবর্ত্তী যে স্থানে পৌছিল, তথা হইতে নদীর উৎপত্তির স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে, এবং সেখানে এক কোমরের

অধিক জল ছিল না। এখন তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই গভীরনীহারে গমনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, এবং সুতীক্ষ্ণ অস্বাস্থ্যকর উত্তরবায়ু দ্বারা ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগকে অনাবৃত স্থানে বরফের উপর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, সুবিধার মধ্যে জ্বালানি কাষ্ঠ প্রচুর প্রাপ্ত হইয়া অনেক কষ্ট নিবারণ করিয়াছিল। প্রভাত হইলে, গ্রীকেরা ক্রমিক বরফের উপর দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, অনেকে ক্ষুধায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু জিনফন্ তাহাদিগকে কিছু কিছু আহার দিয়া সবল করিয়া দিলে, তাহারা পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া আসিলে, কেরিসোফস্ সহচরবর্গের সহিত একপল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার স্ত্রীলোকেরা জল আনিতে যাইতেছে। তাহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অন্যলোক দ্বারা কহিলেন, "আমরা তোমাদের রাজার নিকট হইতে দেশের শাসনকর্ত্তার নিকট যাইতেছি।" তখন সেই অবলারা কহিল, আমাদের শাসনকর্ত্তা এখানে নাই, দুই তিন মাইল অন্তরে আছেন।" যাহা হউক, কেরিসোকস্ অধিকাংশ সহচরবর্গ সমেত সেই মহিলাদিগের সহিত উক্ত পল্লীগ্রামে গমন করিয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। অবশিষ্ট লোকেরা অনাহারে ও শীতে

বাহিরেই রাত্রি যাপন করিলে, কতকগুলি লোক দুরন্তর শিশিরে প্রাণত্যাগ করিল, কতক বাবর ফের চাকচিক্যে নেত্রহীন হইল, কতক বা দুরন্ত শিশিরে বিকলাঙ্গ হইয়া আর পা বাড়াইতে সমর্থ হইল না। জিনফন্‌ ঐ সমস্ত অশক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইতে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইহার উপর আবার আসন্নবর্ত্তী শত্রুরা আসিয়া সময়ে সময়ে আক্রমণ করত তাঁহাদিগগকে অতিশয় কষ্টদিতে আরম্ভ করিলে, গ্রীকেরা শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া তাড়াইয়া দিল।

পর দিবস কেরিসোফস্‌ পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যদিগের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলে, ঐ প্রেরিত ব্যক্তি-দিগকে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, এবং অশক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অবিলম্বে কেরিসোফসের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি কিছুকালের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে বিশ্রাম করিবার মানস করিলেন।

এই সময় জিনফন্‌ যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন, তাহার একটী বিশেষ বৃত্তান্ত তিনিই লিখিয়া গিয়াছেন যথা— তথাকার অধিকাংশ গৃহই ভূমি নিমগ্ন, গৃহের দ্বার সকল কূপের মুখের ন্যায় অপ্রশস্ত, লোকেরা সিঁড়িদ্বারা নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিত; পশুগণের যাইবার জন্য কেবল গড়ানিয়া পথ ছিল, এবং তন্মধ্যে ছাগ মেষ গো প্রভৃতি নানাবিধ

গৃহপালিত পশুশাবক এবং তাহাদের আহারসামগ্রী থাকিত। তাহার ভিতর গোধূম যব প্রভৃতি শস্য এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নলের সহিত পাত্র পূর্ণ মদ্য ও থাকিত। যাহাদের মদ্যপানের ইচ্ছা হইত, তাহারা সেই নল দিয়া পান করিত। সেখানকার বিয়ার্ মদ এত তীক্ষ্ণ যে, তাহাতে জল না মিশাইলে পান করা যাইত না। জিনফন্ সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যদিগের কোন উপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন, এবং তাঁহারা এবং তদীয় পরিবারবর্গের কোন অনিষ্ট করিবেন না। ইহা শুনিয়া সেই প্রধান ব্যক্তি, যথায় সুরাভাণ্ড নিহিত ছিল, দেখাইয়া দিলেন।

সৈন্যগণ এক সপ্তাহ সেই গ্রামে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ভোজন ও সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিল। জিনফন্ কহিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি বিয়ার খাইতে ইচ্ছা করিত, তিনি তাহাকে সেই পাত্রের নিকট লইয়া যাইতেন, এবং পাত্রে মুখ ডুবাইয়া পশুর মত পান করিতে আদেশ করিতেন। সেই পল্লীগ্রামে রাজাকে কর দিবার জন্য যে সমস্ত অশ্ব সংগৃহীত ছিল, গ্রীক্ কর্ম্মচারীরা সেই সকল ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়াইত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, কেমন করিয়া অশ্ব ও ভারবাহীপশুদিগের

পায়ে থলি বান্ধিয়া দিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। পায়ে থলি বান্ধিয়া দিলে পশুরা বরফে ডুবিয়া যাইত না। যাত্রাকালে গ্রীক্‌সেনা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে পথদর্শক করিয়া এবং তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার এক শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করত, তিন দিনের মধ্যে কোন গ্রামই প্রাপ্ত হইল না। কেরিসোফস্ ইহাতে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যে অংশে যাইতেছেন, সেদিকে গ্রাম নাই। এখন তিনি কুপিত হইয়া পথদর্শককে আঘাত করিলে পথ-দর্শক সেই রাত্রেই নিজ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রস্থান করিল, আর দেখা দিল না। যে ব্যক্তি ঐ বালকের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে তাহাকে গ্রীসে লইয়া গেল। এই কার্য্যটী কেরিসোফস্ ; এবং জিনফনের পরস্পর বিরাগের কারণ হইয়াছিল এবং সমস্ত প্রতিগমনকাল মধ্যে এরূপ ঘটনা আর উপ-স্থিত হয় নাই।

সমুদ্রতীর যাত্রা।

গ্রীকেরা এক্ষণে ফেসিস্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক কিছু-দিন ব্যাপিয়া কালীবীয় এবং অন্যান্য অসভ্য জাতীয় প্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিল, এখানে ও সেই রূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে যাইতে

যাইতে অবশেষে এক পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, এবং বিবেচনা করিল যে, তাহারা সেই পর্ব্বত হইতেই সমুদ্র দেখিতে পাইবেক। যখন অগ্রগামী সৈনিকেরা শিখর দেশে অধিরোহণ করিয়া তাহাদিগের চিরকাঙ্ক্ষিত অভিলাস স্বরূপ বিস্তীর্ণ জলধিদর্শন অধিগত হইল, তখন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিনফন্ নাকি সর্ব্বদাই পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতেন, এজন্য যখন ঐ চীৎকার তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি, অগ্রবর্ত্তী লোকেরা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া, তাহাদের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যদিগের একদলের পর অন্য দল যত শিখরে উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাদের চীৎকার ধ্বনি ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে "সমুদ্র! "সমুদ্র!" এই ধ্বনি স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইলে, সকলেই ব্যগ্রতা সহকারে শিখরদেশে আরোহণ পূর্ব্বক একত্র হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল। পরে কতকগুলি প্রস্তর সংগ্রহ পূর্ব্বক এই সুখজনক ঘটনার চিহ্নস্বরূপ এক উন্নত মন্দির নির্ম্মাণ করিল।

অনন্তর কিছুদিন গমন করিয়া গ্রীকেরা কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী ট্রিবিজণ্ড্ নামক গ্রীক্ উপনিবেশে উপস্থিত হইল। তথা হইতে উপকূল হইয়া হেলেস্পন্টের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। আজ্ এক বৎসর তিনমাস হইল, তাহারা সাইরসের সহিত যাত্রা

করিয়া এতাবৎ কালমধ্যে দুই সহস্র ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। এই সুবিখ্যাত প্রতিগমন "দশ সহস্র গ্রীক্‌সৈন্যের প্রতিগমন" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ ত্রয়োদশ সহস্র গ্রীকসেনার মধ্যে দশ সহস্র মাত্র গ্রীসে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রীক্‌দিগের প্রতিগমনের ফল।

দশ সহস্র গ্রীক্‌সৈন্য পারস্য হইতে ফিরিয়া আসিলে, গ্রীকেরা পারসীকদিগকে অত্যন্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। অতি অল্প দিন পরেই স্পার্টার রাজা আজিসিলায়স্‌, পারসীক সাম্রাজ্য উন্মূলিত করিবার আশয়ে, কতকগুলি সৈন্য লইয়া আশিয়ায় যাত্রা করিলেন। যদি স্পার্টীয়দিগের অহঙ্কার এবং পারসীকদিগের উৎকোচে, থীবস্‌বাসী ও আথেন্স্‌-বাসী এবং অন্যান্য জাতিরা স্পার্টার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ না করিত; তাহা হইলে তিনি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা স্পার্টার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁহাকে আশিয়া

পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল। যাহা হউক গ্রীক্‌দিগের পরস্পর বিদ্বেষ এবং আন্তরিক অসদ্ভাবে আর্টাজারাক্‌সিসের প্রভুশক্তি সমধিক বাড়িয়া উঠিলে (খৃঃ পূঃ ৩৮৭) তাঁহার সহিত গ্রীক্‌দিগের যে এক সন্ধি হইল, তাহা আন্টাল্‌সিডাস্‌ কৃত সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে তাহারা আর্টাজারাক্‌সিস্‌কে আশিয়ার উপকূলবর্ত্তী সমস্ত গ্রীক নগর ছাড়িয়া দিয়াছিল।

কাড্‌মিয়ার অবরোধ।

এই সন্ধি স্থাপনের অতি অল্পকাল পরেই একদা কতকগুলি লাসিডিমোনীয় সৈন্য বিয়োশিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে থীব্‌স্‌ নগরে অবস্থিতি করিয়াছিল। থীব্‌স্‌ নগরে তুই জন পলিমার্ক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইহাঁরা পরস্পর অসদ্ভাবসম্পন্ন থাকায় কেহ কাহারও মতানুসারে কর্ম্ম করিতেন না। এই তুই জন বিচারপতির মধ্যে যাঁহার নাম লিয়ন্টাইডিস্‌ তিনি স্পার্টার সেনাপতিকে সমুচিত সম্মান পুরঃসর যত্ন করিলেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি তাঁহার কোন খবরই লইলেন না। লিয়ন্টাইডিস্‌ তাহাদের নিকট থীব্‌সের তুর্গ-ক্যাড্‌মিয়া অবরোধের প্রস্তাব করিলেন; এবং বলিলেন এ বিষয়ে থীব্‌স্‌ সম্পূর্ণ স্পার্টার অধীন হইবে। তখন স্পার্টার সেনাপতি তাহাতে সম্মত হইলেন। এই সময় তথায় এক মেলা হইত। তদুপ-

লক্ষে ক্যাডমিয়ার যাবতীয় পুরুষ ক্যাডমিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইত, এমন কি সাধারণ সমাজের লোকেরাও পণ্যবীথিকার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে যাইত। ক্যাড-মিয়া শুদ্ধ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহারাও সেই সুযোগে থাকিল। অনন্তর এই মহোৎসব উপস্থিত হইলে, পথে এক প্রাণীর সমাগম নাই দেখিয়া, ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে স্পার্টীয়দিগকে লইয়া গিয়া (খৃঃ পূঃ ৩৮২) অবাধে ক্যাড্‌মিয়া অধিকারপূর্ব্বক লিয়ন্টাইডিস্‌ আপন সহকারীকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং স্পার্টায় গিয়া রাজার নিকট এই সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। তথাকার রাজপুরুষেরা, অনুমতি ব্যতিরেকে এই কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সেনা-পতির উপর অতিশয় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজা আজিসিলায়স্‌ বলিলেন, যাহাতে নিজ সাম্রাজ্যের উপকার দর্শিতে পারে, সেনাপতি যদি রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে স্বয়ং সেই কার্য্য করে, তাহা কখনই ন্যায়বিরুদ্ধ হইতে পারে না। আর থীব্‌সের দুর্গ স্পার্টার অধিকৃত থাকা তাহাদের অনেক সুবিধা ও উপকারের জন্য হইবে। এই প্রকার প্রলোভন দ্বারা অতি সহজেই তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক স্পার্টীয়েরা বাহিরে দেখাইবার জন্য সেনাপতির অর্থ দণ্ড করিয়া ক্যাড্‌মিয়া রক্ষার জন্য আর এক জন অধ্যক্ষ প্রেরণ করিল।

কাদ্‌মিয়ার পুনরুদ্ধার।

এই কার্য্য দ্বারা লাসিডিমোনীয়দিগের যত দূর নীচাশয়তা, জঘন্যতা, ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইতে হয়, তাহা পাইয়াছিল। যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে স্পার্টীয়েরা এই কার্য্য দ্বারা এক প্রকার স্বরাজ্য উন্মূলনের বীজ বপন করিয়াছিল বলিতে হইবেক। কিন্তু এত করিয়াও এই দুর্গ তিন চারি বৎসরের অধিক রক্ষা করিতে পারে নাই। কিয়দ্দিন পরে কতকগুলি থীবীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তি আসিয়া যেরূপে এই দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

পলিমার্ক আর্কিয়াসের সেক্রেটরি ফিলিডাস কোন কারণ বশতঃ আথেন্স গিয়াছিলেন। তৎকালে থীব্‌সের কয়েক জন নির্ব্বাসিত পুরুষ তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে থীব্‌সের বর্ত্তমান্ অবস্থা সমস্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপনারি সম্পূর্ণ অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা তথায় রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিলে, ফিলিডাস্ অব্যাজে তাহাতে সম্মত ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থীব্‌স্ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে থীব্‌সের নির্ব্বাসিতদিগের দশ বার জন লোক রাত্রিযোগে আথেন্স্ পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ার বেশে থীবসে প্রবেশ করিল। তাহারা দিবাভাগে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রমজীবী কৃষকদের সহিত নগরে প্রবেশ করিল। প্রবেশকালে কেহই

তাহাদের পরিচয় লইল না। তাহারা সেই রাত্রে চারণ নামক একব্যক্তির গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সে রাত্রি এবং পর দিবস সমস্ত দিন তাহার আলয়ে অবস্থিতি করিল।

পলিমার্কদিগের বিচারালয় হইতে বহির্গত হইবার সময় ফিলিডাস্ তাঁহাদিগের নিকট এই আবেদন করিলেন, যদি তাঁহারা অনুমতি করেন, তবে তিনি তাঁহাদের বিনোদনের নিমিত্ত থীব্সের কয়েকটী পরমা-সুন্দরী স্ত্রীলোক আনিয়া দেন, তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ফিলিডাস্কে ঐ কামিনীদিগকে আনিয়া দিবার জন্য অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিলে, ফিলিডাস্ সম্মত হইলেন। বিচার পতিরা মধ্যাহ্ন ভোজনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আথেন্স্ হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়া আর্কিয়স্কে দিল। পত্রে এই চক্রান্তের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। দূত সেই পত্রে বিশেষ খবর আছে বলিয়া তাহা পাঠ করিবার জন্য ত্বরা করিতে লাগিল। কিন্তু আর্কিয়স্ "কল্য যাহা হয় করা যাইবে" এই বলিয়া পত্রগুলি বালিশের নীচে ফেলিয়া রাখিলেন। অনন্তর বিচারপতি সুরাপান করিয়া অতিশয় মত্ত হইয়া ফিলিডাস্কে সেই কামিনী-দের আনয়নের জন্য ত্বরা করিতে লাগিলেন। ফিলিডাস্ তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া তিনজন চক্রান্তকারীকে স্ত্রী-বেশ এবং তিনজনকে তাহাদের দাসীর বেশ ধারণ করাইয়া একটী অভ্যন্তরবর্ত্তী গৃহে আনয়ন করিলেন।

এবং বাহিরে আসিয়া আর্কিয়স্‌কে অভ্যন্তরে যাইতে কহিলেন ; এবং বলিয়া দিলেন, কামিনীরা অনুচরবর্গের সমক্ষে বাহির হইবে না। ইহা শুনিয়া আর্কিয়স্‌ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ফিলিডাস্‌ ভৃত্যদিগকে কিছু মদ্যপান করিতে দিয়া ক্ষেত্রপতিদ্বয়কে কল্পিত কামিনীদিগের নিকট লইয়া গেলেন। কামিনীদিগের এক এক জন, এক এক জন পলিমার্কের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। সঙ্কেত ছিল যে, যখন তাহাদের অবগুণ্ঠন খুলিতে আসিবে অমনি নষ্ট করিবে। অনন্তর যখন তাহারা অবগুণ্ঠন খুলিতে উদ্যত হইল, অমনি কল্পিত কামিনীরা ছোরা বাহির করিয়া দুইজন পলিমার্কের প্রাণবধ করিল।

এই ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর তিনজন চক্রান্তকারীকে সঙ্গে লইয়া ফিলিডাস্‌ লিয়ন্টাইডিসের ভবনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পলিমার্কের বিশেষ সংবাদ আছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইলে, লিয়ন্টাইডিস্‌ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, লিয়ন্টাইডিস্‌ আহারান্তে পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, আর তাঁহার সহধর্ম্মিণী কাট্‌না কাটিতেছেন। তিনি প্রবিষ্ট হইয়াই তাহার প্রাণবধ করিলেন, এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার পত্নীকে চীৎকার করিতে না দিয়া দ্বাররুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। যদি দ্বার উদ্ঘাটিত করে তবে ফিরিয়া আসিয়া সপরিবারকে বিনষ্ট

করিবেন; এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কারাগারে গমন পূর্ব্বক কারারক্ষককে বলিলেন যে, "আমি ফিলিডাস, এক ব্যক্তিকে বন্দী করিবার জন্য আসিয়াছি দ্বার উদ্ঘাটন কর।" সে ফিলিডাসের স্বর শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলে, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নগর মধ্যে এই প্রচার করিলেন, "হে নগরবাসিগণ! দুরাত্মারা নিহত হইয়াছে, তোমরা অগ্রসর হও।" কিন্তু নগরবাসীরা সে রাত্রে ভয়ে বাহির হইতে অসমর্থ হইয়া অতি প্রত্যূষে সমরবেশে একত্র সমবেত হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বন্ধু বান্ধবদিগকে এ সংবাদ দিবার জন্য কতকগুলি অশ্বসাদীকে আটিকায় প্রেরণ করিল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র একদল আথীনীয় সৈন্য আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলে, স্পার্টার সেনাপতি শরণাগত হইয়া একটী নির্ব্বিরোধ পথ প্রার্থনা করায় তাহা প্রদত্ত হইল। সে বাহির হইয়া তদ্দ্বারা স্পার্টা প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্পার্টীয়েরা তাঁহার কাপুরুষতানিবন্ধন তাঁহাকে বিনষ্ট করিল।

অনন্তর থীবীয় দেশহিতৈষীরা দেশের এমন কতকগুলি লোককে নিহত করিল, যাহারা পূর্ব্বে ঐ দুর্গ আশ্রয় করিয়া বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। এই হত্যা কার্য্যদ্বারা তাহারা আপনাদের তাদৃশ সমুজ্জ্বল কীর্ত্তিকলাপ একেবারে বিদূষিত করিল। আথীনীয়েরা

স্বভাবতঃ দয়াবান্ ছিল, এজন্য তাহারা কতকগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল।

লিয়কট্রীয সংগ্রাম।

ক্যাড্‌মিয়া উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই লাসিডিমোনীয় এবং থীবীয়দিগের এক সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে আথীনীয়েরা থীব্‌সের সহায়তা করিলে, পিলপিডাস্ এবং ইপামিনণ্ডাস্ দুই জন সমর্থ পুরুষ থীব্‌স্‌বাসীদিগের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। পিলপিডাস্ অতীত রাজবিদ্রোহের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। ইপামিনণ্ডাস্ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কাল যাপন করিতেন। তিনি রাজনীতি, সৈন্যচালনা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সংগ্রাম কিছুকাল চলিলে পর, আথীনীয়েরা আপনাদিগের অতিশয় কষ্ট ও ক্ষতি বিবেচনা করিয়া, পরস্পর সন্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু স্পার্টীয়েরা সমস্ত বিয়োশিয়ার উপর থীবীয়দিগের আধিপত্য প্রদানে অসম্মত হইলে, থীব্‌স্‌বাসীরা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন।

ক্লিয়ম্ব্রোটস্ নামক স্পার্টার অন্যতম রাজা কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে ফোসিসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্পার্টায় লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ জানিলে, তথা হইতে এই সংবাদ আসিল, যদি থীবস্‌বাসীরা বিয়োশিয়ার স্বাধীন নগর সমূহের স্বাধীনতা

প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হয়, তবে স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়া যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্লিয়ম্বোটস্ দূত দ্বারা থীব্‌সে উক্তরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে, থীবীয়েরা তাহা অগ্রাহ্য করিল, একারণ তিনি একাকী সসৈন্যে বিয়োশিয়ায় প্রবেশ করিয়া (খৃঃ পূঃ ৩৭১) লিয়কট্রা-নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলে, থীবীয়েরা তাহার সম্মুখবর্ত্তী উন্নত ক্ষেত্র আশ্রয় করিল। এই যুদ্ধে থীবস্‌বাসীরা যে সাত জন সেনাপতি পাঠায়, তাহাদের মধ্যে ইপামিনণ্ডাস্ সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন। থীবীয় সেনাপতিদিগের সৈন্যবল শত্রুসৈন্য অপেক্ষা অনেকাংশে অল্প থাকায়, এবং যাত্রা কালে যুদ্ধযাত্রার প্রতিকূল দুর্লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায়, থীব্‌স্‌-বাসীরা যুদ্ধ করিতে নিরুৎসাহ হইল। এতদ্দর্শনে ইপামিনণ্ডাস্ হোমর্ বিরচিত যে একটী শ্লোক পাঠ করিয়া, এবং থীব্‌স হইতে যুদ্ধের অনুকূল যে কতক-গুলি শুভসংবাদ আনাইয়া, তাহাদিগের নিরুৎসাহ চিত্তকে প্রোৎসাহিত করিলেন, তাহা এইঃ— পূর্ব্বকালে কতকগুলি থীবীয় কুমারী কতিপয় স্পার্টীয় দূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অপমানিত হইয়া যে স্থানে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেই স্থানে স্পার্টীয়েরা কোনকালে পরাজিত হইবেক; হোমর কবিকৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই। থীবস্ হইতে আগত শুভ সংবাদ যথা— সমস্ত দেবালয়ের দ্বার আপনিই উদ্ঘাটিত হইয়াছে; এবং হার্কিয়ুলিস্‌-দেবের মন্দির হইতে

পবিত্র অস্ত্র শস্ত্র সমূহ অন্তর্হিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্তদেব স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। ইত্যাদি জয়-সূচক সংবাদ শুনিয়া তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল, এবং অল্প সৈন্য লইয়াই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রীকেরা যে প্রণালীতে বলবিন্যাস করিত, তাহার নাম ফালাঙ্ক অর্থাৎ দ্বাদশ সৈন্য গভীর সৈন্যশ্রেণী রচনা। বর্ত্তমান সংগ্রামে স্পার্টীয়েরা দ্বাদশ সৈন্য গভীর সৈন্যশ্রেণীরচনা করিয়া লাসিডিমোনীয় সৈন্য দলকে দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিল, এবং ক্লিয়ম্‌-ব্রোটস্‌ সর্ব্বাগ্রে থাকিলেন; সহকারী সৈন্যদল বাম পার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে থীবীয়েরা অন্যূন পঞ্চাশৎ সৈন্যগভীর সৈন্যশ্রেণী রচনা করিয়া উভয় পার্শ্বে নিযুক্ত করিল; এইরূপ সুগভীর প্রস্থে সৈন্য-বিন্যাস দ্বারা নিজসৈন্যদিগকে বিলক্ষণ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়া পশ্চাৎ বিপক্ষসৈন্যের প্রধান অংশের প্রতি আক্রমণ করা থীবীয়দিগের প্রথা ছিল। ইপা-মিনণ্ডাস্‌ ক্লিয়ম্বোটস্‌কে আক্রমণ করিবার বাসনায় থীবীয় বামকক্ষের অগ্রভাগে থাকিয়া স্পার্টীয়দিগের লাসিডিমোনীয় সৈন্যে বিরচিত এবং রাজরক্ষিত দক্ষিণ কক্ষ আক্রমণ করিলে, রাজা ক্লিয়ম্‌ব্রোটস্‌ এক সাজ্ঘাতিক ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন, তথাচ স্পার্টীয়দিগের বল বাহুল্য প্রযুক্ত থীবীয়েরা এবারে তাড়িত হইল। পরে তাহারা পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া প্রভূত সৈন্য

ব্যূহ ভেদ করিল। স্পার্টীয়দিগের বাম পার্শ্ব সহকারি সৈন্যে সজ্জটিত ছিল, তাহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়া তাহাদের ছাউনির সম্মুখবর্ত্তী একটী পরিখার পশ্চাৎভাগ আশ্রয় করিল, এবং তাহাদেরও অনেক ক্ষতি হইল। এক্ষণে স্পার্টীয়-সেনাপতিরা সমরানল পুনরুদ্দীপিত করিতে ভীত হইয়া, দূতদ্বারা আপনাদের আহত ব্যক্তিদিগের মৃত শরীর প্রার্থনা করিয়া আপনাদের পরাভব স্বীকার করিল। এইরূপ করিয়া মৃত শরীর চাহিয়া পাঠান, গ্রীক্ সামরিক নিয়ম অনুসারে, এক প্রকার পরাভব স্বীকার করা হইত। অনন্তর থীবীয়েরা মৃতশরীর প্রত্যর্পণ করিল, এবং জয়ের সাক্ষীভূত এক মঠ নির্ম্মাণ করিল।

এইরূপে লিয়ক্ট্রীয় সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইল। স্পার্টীয়েরা ইতিপূর্ব্বে কখন কোন সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় নাই; অতএব তাহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ব্যাপক এই প্রথম সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাস্ত হওয়াতে স্পার্টীয়দিগের আয়তির যাদৃশ ক্ষতিবোধ হইয়াছিল, তাহাদের অসংখ্য সৈন্যবিনাশে তাদৃশ নহে। স্পার্টীয়দিগের পক্ষে ইহাকি অল্প আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল যে, স্পার্টীয়দিগকে অজেয় ও অধৃষ্য বলিয়া যাবতীয় গ্রীক্জাতির যে সংস্কার ছিল, আজ তাহা দূরীভূত হইল, এবং স্পার্টীয়দিগের সে অহঙ্কার এবং সমস্ত সম্ভ্রম একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল; এবং সেই দিন হইতে স্পার্টীয় বল ও পরা-

ক্রম চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইল, আর পুনরুত্থিত হইল না।

স্পার্টায় জাতীয় সাধারণ ক্রীড়া মহোৎসবে মত্ত হইয়া সকলে আমোদ প্রমোদ করিতেছে এমন সময় এই সাংঘাতিক পরাভব সংবাদ আসিয়া তাহাদের কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত হইল তথাপি শান্তিরক্ষাধিকরণের প্রধান বিচারপতিরা সেই উৎসব বন্ধ করিতে দিলেন না। শুদ্ধ আত্মীয় ব্যক্তিদিগের, কে মরিয়াছে, কে বাঁচিয়া আছে, এই সংবাদ লইয়া ক্ষান্ত হইলেন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক স্বজনবিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস, যাহাদের আত্মীয়েরা সমরশায়ী হইয়াছিল, তাহারা প্রফুল্লচিত্তে আহ্লাদ প্রকাশ করত সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইল। আর যাহারা দীর্ঘজীবী হইবার অভিলাষে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়গণ সম্পূর্ণ মলিন ও বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর তাহারা সহায়তার নিমিত্ত নিয়কট্রায় সৈন্য প্রেরণ করিল, এবং ওজঃস্বিতা সহকারে সংগ্রাম চালাইবার জন্য অভিনব উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

লেকোনিয়া আক্রমণ।

এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রীক্‌নগর উদাসীনভাবে ছিল, তাহারা এখন থীবীয়দিগের সাহার্য্যার্থ সৈন্য পাঠাইলে, ইপামিনাণ্ডস্ মহান্ বলসমূহে পরিবৃত হইয়া সেই বৎসরেই পিলপনিসসে প্রবেশ করিলেন; এবং তথায়

আর্কেডীয় এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া লেকোনিয়া আক্রমণ করিলেন। ডোরিয়া বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত কোন শত্রুপক্ষের সমাগম না হওয়াতে, তাহারা ইউরোটস্ নদীর উপকূল হইয়া গমন করত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল নষ্ট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করিল। এই নগর প্রাকার বেষ্টিত না থাকিলেও তাহারা সাহস পূর্ব্বক স্পার্টা নগর আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া উপকূলের পথে যাত্রা করত সম্মুখে যে নগর প্রাপ্ত হয় সেই নগর আক্রমণ ও দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে তাহারা মেসীনিয়ায় প্রবেশ করিল। ইপামিনণ্ডাস্ তথাকার লোকদিগকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণের আদেশ করিলেন। এবং মেসীনিয়াবাসী যে সমস্ত লোক ইটালি প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে ছিল, সকলকে স্বদেশে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইটোমি পর্ব্বতের পাদদেশে এক নগর নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে সাহায্য করিলেন, এবং নগর প্রস্তুত হইলে, নগর রক্ষণের নিমিত্ত কতকগুলি থীবীয় সৈন্যও রাখিয়া গেলেন। যাহা হউক লাসিডোমিনীয়েরা তিনশত বৎসর কাল একক্রমে অধিকার করিয়া অবশেষে চিরকালের নিমিত্ত মেসীনিয়ার আধিপত্য হারাইল; এবং প্রজা না হইয়া ভয়ানক অধ্যবসায়শালী শত্রুর করাল কবলে পতিত

হইক। এইগুলি তাহাদের আদিম অন্যায় জয়লাভ-জনিত পাপের যথার্থ পুরস্কার স্বরূপ হইয়াছিল বলিতে হইবেক।

মান্টীনিয়ার সংগ্রাম।

ইহার সাত বৎসর পরে ইপামিনণ্ডাস্ কতকগুলি সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার পিলপনীসসে প্রবেশ করিয়া (খৃঃ পূঃ ৩৬২) আর্কেডিয়ায় শিবির সন্নিবেশিত করিলে, রাজা আজিসিলায়স্ স্পার্টীয়সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। ইপামিনণ্ডাস্ এই সংবাদ পাইয়া বিবেচনা করিলেন, এই সময় নগর প্রায় রক্ষক শূন্য হইয়াছে; এখন হঠাৎ আক্রমণ করিলে অনায়াসেই নগর অধিকার করিতে পারিবেন। মনে মনে এই স্থির করিয়া ইপামিনণ্ডাস্ এক দিন সন্ধ্যার সময় ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদি এক জন বিদ্রুত দ্রুতবেগে গিয়া আজিসিলায়স্‌কে এই সংবাদ না দিত, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়াই তৎক্ষণাৎ স্বসৈন্যের কিয়দংশ লইয়া স্পার্টায় উপস্থিত হইলে ইপামিনণ্ডাসের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এই উদ্যম ব্যর্থ হইলে ইপামিনণ্ডাস্, মান্টীনিয়া আক্রমণ বাসনায় তথা হইতে যাত্রা করিয়া দ্রুতবেগে আর্কেডিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া

দেখিলেন, মান্টীনিয়ার লোকেরা সেই সমস্ত মাঠের শস্য কাটিয়া গৃহানয়নে ব্যাপৃত আছে। তাঁহার হঠাৎ আগমনে সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল; তথাকার লোকেরা সেই সময় শস্যচ্ছেদনে ব্যাপৃত ছিল; কিন্তু তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে আথেন্স হইতে কতকগুলি অশ্বসৈন্য লাসিডিমোনীয়দিগের সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত ও লাসিডিমোনীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক ইপামিনণ্ডাসের অশ্বসৈন্যকে পরাভূত করিল।

এইরূপে সকল উদ্যমেই অকৃতার্থ হইয়া থীবীয় সেনাপতি ইপামিনণ্ডাস্ অতিশয় বিরক্ত হইলেন; এখন জয়লাভ ব্যতিরেকে আর কিছুই তাঁহার সন্তোষজনক হয় নাই; এক্ষণে যদি জয়লাভের জন্য তাঁহার জীবন নষ্ট হয়, তাহাও তিনি তাঁহার পক্ষে খ্যাতিকর বলিয়া বিবেচনা করত সৈন্যদিগকে সমরসজ্জার আদেশ করিলেন। এতৎ শ্রবণে সকলেই বিকসিত নেত্র হইল; এবং প্রফুল্লহৃদয় হইয়া আপন আপন ঢাল, শিরস্ত্রাণ, তরবারি, বর্শা প্রভৃতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। সৈন্যগণ সুসজ্জ হইলে ইপামিনণ্ডাস্ বহির্গত হইলেন। এই সময় শত্রুসৈন্য মান্টীনিয়ায় ছিল; তিনি বিপক্ষাভিমুখে সৈন্য চালনা না করিয়া পর্ব্বতের দিকে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন; এবং যে ক্ষেত্রে এই নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার পশ্চিম ভাগেই যেন শিবির

সন্নিবেশিত করিতে যাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি এই বার শত্রুদিগকে বিলক্ষণ বঞ্চনা করিলেন; এবং যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল; শত্রুগণ, তাঁহার ছলনায় বিমোহিত হইয়া, ইপামিনণ্ডাস্ সে দিবস আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না, এই বিবেচনা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিথিলপ্রযত্ন হইল। এদিকে ইপামিনণ্ডাস্ থীবীয় রীত্যনুসারে আপন সৈন্যর বামকক্ষ গভীর বিন্যাস দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া শত্রুশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক শত্রুর লাসিডিমোনীয় সৈন্যকৃত দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। শত্রুরা এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে বিস্ময়াপন্ন ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বহুক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে পরাভূত হইল। কিন্তু ইপামিনণ্ডাস্ জয় লাভের মধ্যেই বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি প্রথমতঃ আপনার ঢালের অনুসন্ধান করিলেন; পরে তাঁহার ঢাল তাঁহাকে দেখান হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে বর্শা খুলিয়া লইলে, ক্ষণকাল স্বদেশের উন্নতিকর জয়লাভে আহ্লাদ প্রকাশ করত (খৃঃ পূঃ ৩৬২) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিলোপিডাস্ এবং আলেক্জাণ্ডর ফিরী।

কথিত আছে ইপামিনণ্ডাসের সঙ্গে সঙ্গেই থীব্‌সের মহত্ত্ব বিলীন হইয়াছিল। ইহাঁর মৃত্যুর পরেই তাহাদিগের অন্যতর বীর পিলোপিডাস্ কালগ্রাসে পতিত হন। কিছু দিন পূর্ব্বে থেসলীয়েরা, নরপতি আলেক্জাণ্ডর ফিরীর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া থীব্‌স্‌দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, পিলোপিডাস্ থেসলি যাত্রা করিলেন; এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপন অনবধানতা দোষে ঐ ভুরাত্মার হস্তে পতিত হইলেন। কিন্তু থীবীয় প্রভুশক্তির ভয়ে শীঘ্র তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। থেসলীয়েরা পুনর্ব্বার সহায়তা প্রার্থনা করিলে, পিলোপিডাস্ বৈরনির্যাতনপরতন্ত্র হইয়া অল্পমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারেই যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কতকগুলি থেসলীয় সৈন্য তাঁহার সহিত যোগদিলে, তিনি যুদ্ধার্থ শক্রর অসংখ্য সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া সমরক্ষেত্রে শক্রহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সৈন্যেরা জয়লাভ করিল। এখন আলেক্জাণ্ডর্ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

যথেচ্ছাচারী ভুরাত্মাদিগের যেরূপ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, আলেকজাণ্ডারেরও সেইরূপে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার পত্নীর ভুই ভ্রাতা তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিল। তাঁহার পত্নী তাহাদিগকে এই কুমন্ত্রণা দিল যে, "আলেক্জাণ্ডর তোমাদের বিনাশের চেষ্টায় আছেন; তাঁহাকে না মারিলে তোমাদের নিরাপদ হইবার

কোন উপায় নাই” তাহারা সম্মত হইলে সেই কামিনী দিবাভাগে নিজ গৃহের নিকটে তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল। রাত্রে আলেক্‌জাণ্ডর অতিশয় সুরাপান করিয়া শয়নাগারে শয়ন করিতে গিয়া যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী অসিধারণপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করিতে গেলে, তাহারা যখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তখন উক্ত কামিনী তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল যে, “ যদি তোমরা ইঁহাকে নষ্ট না কর তবে এখনি তাঁহাকে জাগাইয়া যাহাতে তোমাদের প্রাণ দণ্ড হয়, এরূপ করিব।” ইহাতে তাহারা অগত্যা সম্মত হইল। কামিনী তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া-দিয়া যে পর্য্যন্ত না হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত স্বয়ং বর্শা হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল। এই নরহত্যা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু যেজন্য প্রশংস-নীয় তাহার কিছুই হইল না। কেবল আলেকজাণ্ডরই হত হইলেন, দৌরাত্ম্য সমানই রহিল। তাহারাও আলেক্‌জাণ্ডরের ন্যায় প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিল।

(নরপতি) আজিসিলায়সের পরিণাম মান্টীনীয় সংগ্রামের পর বৎসরই রাজা আজিসিলায়স্‌ মানব লীলা সম্বরণ করেন। টেকস্‌ নামক এক ব্যক্তি ঈজিপ্টের পারসীক রাজশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া লাসিডিমোনিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা সাহায্যদানে সম্মত হইল। আজিসিলায়সের বয়ঃ-

ক্রম এখন অশীতি বৎসরেরও অধিক হইবেক; তথাপি তিনি প্রেরিত সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক মিশর যাত্রা করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, টেকস্ সমস্ত গ্রীক্ সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সীরিয়া যাত্রা করিল। কিন্তু সেই বৎসরই টেকসের ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঈজিপ্টের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আজিসিলায়স্ এবং টেকসের রণতরীর অধ্যক্ষ কেব্রিয়স্ নামক একজন আথীনীয়কে তাহার সহায়তা করিবার জন্য লওয়াইতে লাগিল; কিন্তু কেব্রিয়স্ একেবারেই তাহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু আজিসিলায়স্ যাহাতে দেশের উপকার হয় তদ্বিষয়ে নিরত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসার জন্য স্পার্টায় লোক প্রেরণ করিলেন। দেশবাসীরা তাঁহার উপর বিবেচনার ভারার্পণ করিলে তিনি বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া টেকসের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করিলেন। জয়লাভের পর বিশিষ্টরূপ পুরস্কার পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল এবং লব্ধ সমস্ত সম্পত্তি মেসীনিয়া বিধ্বংসে সমর্পিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্পার্টা যাত্রা করিলেন। কিন্তু সমুদ্রে আসিতে আসিতে পীড়িত হইলেন। তাঁহার জলযান আফ্রিক উপকূলের বন্দরে উপস্থিত হইলে, তিনি সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে স্পার্টীয়দিগের এই রীতি ছিল যে, তাহাদের রাজা বিদেশে

মরিলে তাঁহার মৃতদেহ মধুদ্রোণে নিমজ্জিত ও দেশে আনীত হইয়া সমাহিত হইত। যে স্থানে আজি-সিলায়সের মৃত্যু হইয়াছিল, তথায় মধু অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে মধূচ্ছিষ্ট আনয়ন করিয়া তদ্দারা রাজকলেবর আচ্ছাদিত করা হইল, এবং স্পার্টায় লইয়া গিয়া সেই মৃতশরীর তদীয় পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের সমাধিমন্দিরে সমাহিত করা হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ফিলিপ্‌।

এ পর্য্যন্ত গ্রীক্‌জাতীর ঘরে ঘরে, এবং পারসীক দিগের সহিত সংগ্রাম চলিতেছিল। এক্ষণে (খৃঃ পূঃ ৩৫৯) মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ্‌ তাহাদিগের নূতন শত্রু আবির্ভূত হইলেন। মাসিডোনিয়া গ্রীসের উত্তর ভাগে অবস্থিত। এই সুযোগ্য নরপতি কি রাজনীতি, কি সৈন্যাপত্য, সকল বিষয়েই পরিমিত ব্যয়সহকারে আথেন্স এবং অন্যান্য নগরের সম্বক্তৃতা-শক্তিসম্পন্ন লোকদিগকে স্ববশে আনয়পূর্ব্বক পরি-শেষে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আথী-নীয়েরা ফিলিপের পরম শত্রুছিল। নরপতি ফিলি-

পের সহিত সংগ্রাম কালে, দেশহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন ডিমস্থিনিস্ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষাবিষয়ে যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা সমুত্তেজিত হইয়া আথেন্সবাসীরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছে; এবং স্বাধীনতার পরমভক্ত ব্যক্তি-মাত্রেই যাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানোন্মত্তের সহিত আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকেন। আথীনীয়দিগের সহিত যে সমস্ত সংগ্রাম এবং পণবন্ধাদি হইয়াছিল, লিপি-বাহুল্যভয়ে এই ক্ষুদ্রপুস্তকে সে সমস্ত সবিস্তর বর্ণন না করিয়া, তাহার কিছু কিছু স্থূল তাৎপর্য্য লেখা যাইতেছে।

পবিত্র সংগ্রাম

ফিলিপ্ গ্রীসের যে সংগ্রামে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তাহার নাম পবিত্র সংগ্রাম। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ছোলনের সময় কার্হীয়েরা যখন পরাজিত হয়, তখন তাহাদিগের সমস্ত নিবাস ভূমি ডেল্‌ফির দেবত্র বলিয়া অকৃষ্ট থাকিবার আদেশ হয়; কিন্তু ফোসী-য়েরা আজ সেই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ দেবত্র-ভূমিতে কর্ষণাদি আরম্ভ করিল। ফোসীয়দিগের সহিত থীবস্‌দিগের বহুকালাবধি বৈরভাব থাকায়, থীবী-য়েরা এই রন্ধ্র পাইয়া আথেন্সের আম্ফিকটিয়নিয় মহা-সভায় তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিলে তাহা-

দিগের বিস্তর অর্থ দণ্ড হইল, কিন্তু ফোসীয়েরা সেই অর্থ দিতে অসম্মত হইলে, সমস্ত ফোসিয়া প্রদেশ ডেল্‌ফির দেবস্ব বলিয়া প্রচার করত তাহা অধিকারের জন্য থীবীয়েরা (খৃঃ পূঃ ৩৫৭) ফোসীয়দিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সমস্ত গ্রীক্‌জাতিকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিল। ফাইলোমিলস্‌ ফোসীয়দিগের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন; তিনি দেশবাসী সমস্ত লোক-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যদি তোমাদের পুরুষকার থাকে, তবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক এই নিবাসভূমি কদাচ অপহরণ করিতে না দিয়া, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে যুগপৎ অস্ত্রধারণ কর; এবং অবিলম্বে যাইয়া ডেলফি নগর এবং তত্রত্য দেবা-লয় অবরুদ্ধ কর" ফোসীয়েরা তথাস্তু বলিয়া, ফাই-লোমিলস্‌কে সৈনাপত্যে বরণ করিলে তিনি নগর অধি-কার করিলেন। ফাইলোমিলস্‌ আপন কার্য্যসৌক-র্য্যার্থে এবং সকলের উপর বিশিষ্টরূপ আধিপত্য বিস্তারের আশয়ে তথাকার পূজয়িত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, "আপনি নিজ পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার প্রতি দেবতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।" তাঁহার সেই প্রস্তাবে পূজয়িত্রী প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ফাইলোমিলস্‌ অশেষবিধ ভয়প্রদর্শন করিলে পূজয়িত্রী ভয়প্রযুক্ত বলিয়া ফেলি-লেন যে, "তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে পারিবে।" ফাইলোমিলস্‌ পূজয়িত্রীর এই আদেশকেই

দেবতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন দিলেন। এদিকে আথীনীয় এবং স্পার্টীয়েরা ফোসীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলে, গ্রীসের অন্যান্য জাতীরাও দেবকার্য্য-চ্ছলে থীবস্‌দিগের পক্ষ আশ্রয় করিল।

অনন্তর যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, তাহাতে ফোসীয়েরা হীনবল থাকায় পরাজিত হইল, এবং ফাইলোমিলস্‌ শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক এক বন্ধুর পর্ব্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন, পলায়নের আর কোন উপায় নাই, তখন সেই উন্নত শিখর হইতে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তদীয় ভ্রাতা অন্‌মার্কস্‌ তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, একালপর্য্যন্ত ডেল্‌ফীর দেবালয়ের চিরসঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার পূর্ব্বক লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু সকল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিলেন; এবং যাবতীয় স্বর্ণ, রৌপ্য, সৈন্যদিগের বেতন দিবার জন্য রাখিয়াদিলেন। ফিলিপ্‌ থেসলীর প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তথাকার যথেচ্ছাচারী সামন্তচক্রের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলে, ঐ যথেচ্ছাচারীরা অন্‌মার্কসের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনিও সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মাসিডোনীয়দিগের উপর জয়লাভ করিলেন; পরিশেষে প্রভূত সৈন্যহানির সহিত পরাস্ত হইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন।

অনন্তর প্রথমোল্লিখিত সেনাপতিদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফেলীকস্ ফোসীয়সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থীবীয়দিগকে এতাদৃশ ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, থীবীয়দিগকে সাহায্যার্থ ফিলিপ্‌কে আহ্বান করিতে হইল। থার্ম্মপাইলি অতিক্রম করিয়া মাসিডোনীয়রাজ তাহাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে, মাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা এই প্রথম থার্ম্মপাইলি অতিক্রম করিল। ফিলিপ্ থীবীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, ফেলীকস্, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার এবং ভৃতিগ্রাহী সৈন্যদিগের রক্ষার নিমিত্ত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন, এবং অন্যান্য ফোসীয়দিগকে তাহাদের ভাগ্যের সহায়তায় নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; সুতরাং অসহায় ফোসীয়দিগকে অগত্যা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। এই সময় কতকগুলি লোক চিরসেবিত বৈরনির্যাতনের বশবর্ত্তী হইয়া যুবকদিগের বিনাশে ব্যাপৃত হইলে, ফিলিপ্ বহুকষ্টে তাহাদিগকে হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত করিয়া ফোসীয়দিগের প্রাণরক্ষা করিলেন। কিন্তু ফোসীয়দিগকে যাবতীয় নগর একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগের নগর হইতে উদ্বাস্ত করিয়া দিল, এবং গ্রামে গ্রামে পঞ্চাশ ঘরের অনধিক একত্র বাস করিবার আদেশ দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে পাঠাইয়া দিল, আর তাহাদের প্রতি এইরূপ কর নির্দ্ধারিত

করা হইল যে, তাঁহারা দেবালয়ের যত সম্পত্তি অপ-হরণ করিয়াছিল, যত দিনে সেই সম্পত্তি পুনঃসঞ্চিত না হইবেক, ততদিন বার্ষিক ষষ্টি ট্যালেণ্ট মুদ্রা করিয়া দেবালয়ে দিতে হইবেক; এবং ততদিন পর্য্যন্ত কেহ ঘোটক বা অস্ত্র শস্ত্র কিছুই ব্যবহার করিতে পারিবেক না। এই রূপে (খৃঃ পূঃ ৩৪৬) পবিত্র সংগ্রাম পর্য্য-বসিত হইল।

চিরোণীয় সমর।

এইরূপে মাসিডোনিয়া রাজ্যের প্রভুশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফিলিপ সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইবার মানসে বহুকালাবধি মনে মনে যে অশেষবিধ উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত সেই সমস্ত উপায় প্রয়োগের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে তাঁহার উপায়প্রয়োগের অনুকূল এমন একটী সুযোগ উপস্থিত হইল, এবং যাহা অবলম্বন করিয়া স্বাভিপ্রায় সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা এইঃ— লোক্রীয়েরা কার্হীয়দিগের নিবাসভূমি অধিকার করিলে, এই দেবস্বাপহরণের দণ্ডবিধানের জন্য অ্যাম্-ফিকটিয়নীয় সদস্যেরা ফিলিপকে পুনরাহ্বান করিয়া-ছিলেন। এই পুনরাহ্বান তাঁহার স্বকার্য্যসাধনের উপায়-ভূত হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কের পদে অভিষিক্ত হইয়া অবিলম্বে লোক্রীয়দিগকে আক্র-মণপূর্ব্বক নিহত করিলেন; পরে ইলেটিয়া-নগর অব-

রুদ্ধ করিলেন। এই নগর দ্বারা ফোসিস্‌ হইতে বিয়োশিয়া যাইবার পথ নির্গত হইয়াছে।

মাসিডোনীয়রাজ ফিলিপের সহিত যে যুদ্ধঘটনা হইবেক, ইহা একপ্রকার আথীনীয়দিগের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু তিনি একেবারেই ইলেটিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছেন; হঠাৎ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ডিমস্‌থিনিস্‌ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে আহ্বানপূর্ব্বক থীবস্‌ প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরণ করিল। এই সকল প্রেরিত দূতেরা এরূপ পরিশ্রম ও নিপুণতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে অন্যূন চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ঐ সমস্ত প্রদেশ হইতে আসিয়া, ফিলিপের আগমন বাধা দিবার জন্য বিয়োশিয়ায় একত্র সমবেত হইয়াছিল। ফিলিপের সৈন্যও ত্রিংশৎসহস্রের ন্যূন ছিল না; কিন্তু গ্রীক্‌দিগের অধিকাংশই মিলীশিয়া অর্থাৎ দেশরক্ষক অতি অপটু সৈন্য ছিল; এবং তাহাদের পক্ষে কেহ উপযুক্ত সেনাপতি ছিল না। মাসিডোনীয় সেনার সকলেই সংগ্রাম কুশল ছিল এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ যোদ্ধারা তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী চিরোণিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে (খৃঃ পূঃ ৩৩৮) ঐ উভয়জাতির যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা চিরোণীয় সংগ্রাম বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রভাত হইলে উভয় পক্ষের সৈন্য বহির্গত হইয়া সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ কার্য্যে আরম্ভ
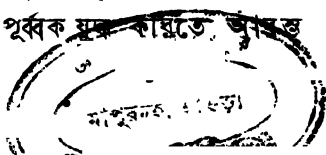
করিল। কিন্তু যে দিকে কৌশল এবং সুশৃঙ্খলা সেই দিকেই জয়শ্রী স্থিরীভূতা হয়েন; সুতরাং এই সমরে থীবীয়দিগের অধিক ক্ষতি হইয়া পরিশেষে জয়শ্রী ফিলিপের পক্ষপাতিনী হইলে, ফিলিপ্ নরহত্যা নিষেধ করিয়া শোণিতস্রোতঃ নিবারণ করিলেন। ফিলিপ্ সন্ধ্যার সময় যাবতীয় কর্ম্মচারীদিগকে আহারার্থ আহ্বান করিলে, সকলে একত্র আহারাদি করিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে বহির্গত হইলেন। থীবীয় সৈন্যের মধ্যে পবিত্রদল নামক যে একদল যুবাপুরুষ পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ ছিল; ইহারা সংগ্রামকালে যে স্থানে ব্যাপাদিত হইয়া একত্র পতিত ছিল, ফিলিপ্ রণস্থল পর্য্যবেক্ষণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সুপুরুষ দিগের একত্র মৃত্যু দর্শনে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের রণ-পাণ্ডিত্য ও সৌহার্দ্দের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণক্ষেত্রের যে অংশে আথীনীয়েরা যুদ্ধ করিয়াছিল, তথায় উপস্থিত ও নিরানন্দ হইয়া তাহাদের যুদ্ধসংরম্ভ পদ্যে বিনিবেশিত করিয়া, সেইস্থানে উপহাসচ্ছলে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়া পরিমিত পণে তাহাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইলেন।

ফিলিপের উপায়সমষ্টি।

গ্রীস্‌ জয়ের পর পারস্য সাম্রাজ্যের জয় সম্পাদন করা ফিলিপের দুরাকাঙ্ক্ষার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। দশ সহস্র গ্রীকের দেশ প্রত্যাগমন অবধি পারস্য জয় অতি সহজ বলিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতীতি ছিল। এক্ষণে তিনি সমস্ত গ্রীক্‌সৈন্য একত্রিত করিয়া স্বয়ং সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক এই ব্যাপারে বিনির্গত হইবার মানসে করিন্থ্‌ গমন করিলেন। তথায় যে এক সভা হইল, তাহাতে সমস্ত গ্রীক্‌জাতি একত্র হইয়া পারস্য আক্রমণ করিবেক, এবং ফিলিপ্‌ তাহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, এই পরামর্শ স্থির হইল। এই বৃহৎ অভিযানে কেবল লাসিডিমোনীয়েরা সম্মত হয় নাই; সুতরাং এই সভায় তথাকার প্রতিনিধিও প্রেরিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় যে, বিধাতা ফিলিপের ভাগ্যে পূর্ব্বদেশ বিজয়ের লিপি করেন নাই; কারণ পারস্য যাত্রার সমুদ্যমেই গূঢ় বৈরনির্যাতন দ্বারা তাঁহার প্রাণ নাশ হইল। আলেক্‌জাণ্ডরের জননী অলিম্পিয়স্‌ জীবিত থাকিতে থাকিতেই, ফিলিপ্‌ আটেলাস্‌ নামক কোন নিজ প্রধান অধ্যক্ষের ভ্রাতৃকন্যা ক্লিয়োপেট্রার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিবাহের দিবস আটেলাস্‌ পসেনিয়স্‌ নামক কোন মাসিডোনীয় কুলীনকে কটূক্তি করিলে, তিনি তাহার প্রতিকারার্থ ফিলিপের নিকট আবেদন করেন; ফিলিপ্‌ তদ্বিষয়ে কিছুই মনো-

যোগ না করায় পসেনিয়স্ তাহার হিংসায় বিরত হইয়া ফিলিপের বিনাশের সুযোগ অনুসন্ধানে নিরত থাকিল।

ফিলিপের মৃত্যু।

ইপিরসের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ কালে উৎসব প্রিয় ফিলিপের রাজভবন, ক্রীড়া, নৃত্য গীত, এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ফিলিপ্ সকলের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিবার জন্য পরিণয়োৎসবের যাবৎকাল নিজ শরীর রক্ষকদিগকে দূরে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি একদা বন্ধু বান্ধবদিগকে অগ্রে করিয়া নাট্যশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়, পসেনিয়স্ সুযোগ পাইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া ফিলিপের শরীরে তরবারি বিদ্ধ করিয়াদিল। রাজা পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন (খৃঃপূঃ ৩৩৬)। হত্যাকারী, যেখানে তাহার পলায়নের জন্য অশ্ব প্রস্তুত ছিল, দ্রুত বেগে তথায় গমন করিল; অশ্বের লাগাম দ্রাক্ষালতায় জড়াইয়া যাওয়াতে তাহা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় পার্ডিকস্ নামক একজন রাজশরীর রক্ষক আসিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডর্‌।

ফিলিপের লোকান্তর গমনের পর মাসিডোনিয়ার রাজাসন শূন্য হইলে, তদীয় পুত্র আলেক্‌জাণ্ডর্‌ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিত্রসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এতাদৃশ অল্পবয়স্ক ব্যক্তি তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের গুরুতর শাসনকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন, এই ভাবিয়া সকলেরই বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা; কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডর্‌ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিজ সমস্ত সাম্রাজ্যের সুন্দররূপ সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া, পরিশেষে যে সমস্ত জনপদ ইতিপূর্ব্বে কোন রাজাই আক্রমণ করিতে পারেন নাই, এমন অনেকানেক দেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাকার্য্য তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ আরিষ্টটল্‌ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

তিনি প্রথমতঃ, পিতার সমাধিকার্য্য যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন করিয়া, অনুসন্ধান দ্বারা পিতৃহত্যাকারীদিগের সমুচিত শাস্তিবিধানে যত্নবান হয়েন, এবং তাহা সম্পন্ন করিয়া তদনন্তর কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রীসে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থীবীয়েরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার

উদ্যোগে আছে। কিন্তু তাহারা সহসা আলেক্জাণ্ডর্কে উপস্থিত দেখিয়া সে উদ্যোগ হইতে বিরত হইল। তিনি তথা হইতে করিন্থ্ যাত্রা করিলেন। করিন্থের সাধারণ সভার সদস্যেরা ফিলিপের স্থানে তাঁহাকে পারসীক অভিযানের প্রধান সৈনাপত্যে বরণ করিলে, তিনি মাসিডোনিয়ায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তথাকার উত্তরবর্ত্তী অসভ্যজাতিরা তাহাদের অভ্যস্ত আক্রমণ পুনর্ব্বার নবীকৃত করিয়া প্রজাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, তিনি সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিঃসারিত করিয়া অতঃপর পূর্ব্বদিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে বিনির্গত হইলেন; হেমস্ গিরি অতিক্রমপূর্ব্বক ডানিয়ুব নদীর অভিমুখে যাত্রা করত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন; এবং ডেরায়সের সময় হইতে এপর্য্যন্ত পশ্চিম রাজ্যের কোন রাজা যে নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তিনি আজ্ সেই নদী সুখে উত্তীর্ণ হইয়া নদীতীরবর্ত্তী জিটন্দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভপুরঃসর ইলীরিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রদেশ মাসিডোনিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত; এখানকার অধিবাসীরা সর্ব্বদাই নিকটবর্ত্তী অধিবাসিদিগকে অতিশয় পীড়া দিত, এজন্য ইলীরীয়দিগকে উৎসন্ন ও বন্দীভূত করিলেন।

থীবসে পুরধ্বংস।

আলেক্জাণ্ডর্ এইরূপে নানা স্থানের বিদ্রোহ নিবারণে ব্যাপৃত থাকায়, বহুকালাবধি তদীয় কোন

সংবাদ গ্রীসে পায় নাই ; এজন্য আলেক্‌জাণ্ডর মরিয়াছেন, এই কিংবদন্তী দক্ষিণ গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, নির্ব্বাসিত থীব্‌স্‌বাসীরা, ইহা যথার্থ জ্ঞান করিয়া, রাত্রিযোগেই থিব্‌সে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুর্গ রক্ষক মাসিডোনীয় সেনাপতিদিগকে সহসা আক্রমণ ও বিনষ্ট করিয়াছিল। পরে স্বাধীনতা সংস্থাপনার্থ অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তত্রত্য দুর্গ ক্যাডমিয়া অবরোধ করিল। এই সুযোগে সুপ্রসিদ্ধ ডিমস্থিনিস্‌ নিজ বক্তৃতাশক্তি প্রভাবে আথীনীয়দিগকে বিলক্ষণ সমুত্তেজিত করিয়া থীবীয়দিগের সম্পূর্ণ সাহায্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পরামর্শ দিলে, সমাজমধ্যে একটী সাধারণ সংগ্রাম উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে সমাজ অরাজকবৎ বিশৃঙ্খল হইল, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। এই সংবাদ ষষ্ঠ দিবসে ইলীরিয়াস্থ যুবরাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া ছয়দিনে থেসলি উপস্থিত হইলেন ; তথায় অন্যূন ত্রিংশৎসহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ছয়দিনের মধ্যে একারেক বিয়োশিয়ায় উপস্থিত হই। থীবীয়দিগের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করিলেন. কিন্তু তাহারা অসম্মতি প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইলে, তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে থীবীয়েরা প্রচুর সাহসিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলে, বিজয়ী সৈন্যগণ নির্দ্দয়রূপ

হত্যা আরম্ভ করিল; যাহারা সেই হত্যা হইতে পরিত্রাণ পাইল, তাহারা পণ্যদ্রব্যের ন্যায় পণ্যবীথিকায় বিক্রীত হইতে লাগিল; নগরের সমস্ত অট্টালিকাই ভূমিসাৎ হইল; শুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ থীবীয় কবি পিণ্ডারের ভবন অবশিষ্ট রহিল। তদীয় আত্মীয়দিগকে এই সাধারণ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য সকলেই বিশেষ যত্ন পাইয়াছিল।

আথীনীয়েরা, থীব্‌সের এই সাংঘাতিক সংবাদ শ্রবণমাত্র, তাহাদেরও পাছে এই দুর্দশা ঘটে, এই ভয়ে কম্পবান হইতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি যুবরাজের মনকে শান্ত করিতে পারে, এই আশয়ে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলে, আলেকজাণ্ডর্, প্রথমতঃ ডিমস্থিনিস্ প্রভৃতি আথেন্সের সদ্বক্তাদিগকে এবং তত্রত্য অন্যান্য সেনাপতিদিগের মধ্যে দুইজনকে তাঁহার শরণাগত হইবার আদেশ করিলেন। তাহা শুনিয়া ডিমস্থিনিস্ আথীনীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “যেমন মেষগণ ব্যাঘ্রের পরামর্শে তাহাদের রক্ষকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তেমনি তোমরাও যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।” তাঁহার এই কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হইল। অবশেষে আলেকজাণ্ডর্‌ও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কারিডামস্ ভিন্ন আর সকলকেই ক্ষমা করিলে, কারিডীমস্ আথেন্স্ পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যরাজের শরণাগত হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডরের আশিয়া গমনের পথ।

অনন্তর আলেক্‌জাণ্ডর্‌ মাসিডোনিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত শীতকাল অতিবাহিত করিলেন; এবং বসন্তের আবির্ভাবে ত্রিংশৎসহস্র সুনিপুণ পদাতি সৈন্য, চারি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়াই জয় সাধনে স্থিরনিশ্চয় হইয়া (খৃঃ পূঃ ৩৩৪) স্থলপথে পারস্য বিজয়ে বিনির্গত হইলেন; এবং হেলেস্পন্টের তীরে উপস্থিত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক স্বহস্তে দাঁড় বাহিয়া হেলেস্পন্টের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র দেবতা পসীডন্‌ বা নেরীডিস্‌ দেবীর উদ্দেশে বৃষ বলি প্রদানপূর্ব্বক ক্রমে আশিয়ার উপকূলে পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং কূলে অবতীর্ণ হইলে, পরে সৈন্যগণ নামিল। তিনি যে স্থানে নৌকারোহণ করেন, তথায় এক দেবালয় স্থাপিত করিয়া আইসেন; এবং যেস্থানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেই স্থানেও এক দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া ট্রয় নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং মিনর্ব্বাদেবীর মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনাদি সম্পন্ন করিয়া দেখিলেন, তথায় যে কতকগুলি বর্ম্ম লম্বমান আছে, তাহা হোমর-কবি বর্ণিত যোদ্ধাদিগের বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সেই সকলের মধ্য হইতে এক সাট্‌ গ্রহণ করিয়া আপন বর্ম্ম তথায় ঝুলাইয়া রাখিলেন। তথা হইতে আচিলিসের সমাধিমন্দিরে গমনপূর্ব্বক তদুদ্দেশে বিবিধ ক্রীড় মহোৎসব বিস্তার করিয়া আচিলিসের প্রতি যৎপরো

নাস্তি সম্মান ও গৌরব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন “ আচি-লিসের বংশ মদীয় মাতামহ বংশ, তাঁহার কীর্ত্তিকা-লাপ হোমরের গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে; তাঁহার জীবদ্দশায় সেই প্রসিদ্ধ পেট্রোক্লস্ তাঁহার পরম বন্ধু থাকায় আমি তাঁহাকে জগতের মধ্যে পরম সুখী বীর পুরুষ বলিয়া গণ্য করি।”

গ্রানিকসের সংগ্রাম।

মহাবীর আলেক্জাণ্ডর্ এবম্বিধ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় শুনিলেন, পারস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা তদীয় আগমন প্রতি-রোধের জন্য ফ্রীজিয়া প্রদেশে সমবেত হইয়া সৈন্য সংগ্র করিতেছে; অতি ত্বরায় আসিয়া সংগ্রামে তাঁহার সম্মুখীন হইবেক। এজন্য তিনি হেলেস্পন্টের ধারে ধারে সৈন্য চালনা করত বিপক্ষশিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে কিরূপ সংগ্রাম পদ্ধতি অব-লম্বন করিলে ভাল হয়, এই লইয়া পারসীক প্রধান সৈনিক পুরুষদিগের অতিশয় বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। রোডস্ দ্বীপের অধিবাসী মেম্নন্ নামা পুরুষ, যিনি বহুকালাবধি পারসীক সৈনাপত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “কদাচ যুদ্ধের ঝোঁক্ ঘাড়ে লওয়া হইবেক না, কিন্তু নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল লুণ্ঠনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ দ্বারা দগ্ধ করিয়া পলায়ন করিতে হইবেক; তাহা হইলে,

মাসিডোনীয় সৈন্য আহারাভাবে, হয় পলায়ন করিবেক, নয় আমাদিগের শরণাগত হইবেক।” কিন্তু ফীজিয়ার শাসনকর্ত্তা কহিলেন, “আমি প্রাণ থাকিতে অগ্রেই মদীয় শাসিত প্রদেশের একমাত্র গৃহও দগ্ধ করিতে দিব না।” অন্যেরা, আপন ওজঃস্বিতাবশতঃই হউক; বা মেম্‌ননের প্রতি অসূয়াপ্রযুক্তই হউক, ফ্রীজীয় রাজপুরুষের মতের অনুমোদন করিলে, গ্রানিকসের পথ রুদ্ধ করিয়া থাকাই স্থিরনিশ্চয় হইল।

আলেক্‌জাণ্ডর্ (খৃঃ পূঃ ৩৩৪) গ্রানিবস্-নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিম্নগার অপরপারে বিংশতি সহস্র তুরঙ্গমসৈন্য বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র আবৃত করিয়া আছে; এবং ভৃতিগ্রাহী পদাতি গ্রীক্‌সৈন্য তীরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া তদীয় আগমনের বাধা দিতে প্রস্তুত আছে। ইহা দেখিয়া আলেক্‌জাণ্ডর গ্রীক্‌রীত্যনুসারে বলবিন্যাস করিলেন। বামকক্ষে পদাতিসৈন্য, দক্ষিণকক্ষে তুরগসৈন্য বিন্যস্ত করিয়া স্বয়ং দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেন, এবং পিতার সমর্থ সেনানী পার্মীনিয়োকে বামপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে সমস্ত সুসজ্জিত হইলে তূরীধ্বনি আরম্ভ হইল, এবং রণধ্বনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে, উত্তীর্ণ হইবার মানসে আলেক্‌জাণ্ডর্ অশ্বসৈন্য সমভিব্যাহারে নদীতে প্রবেশ করিলেন। নদীর তটপ্রদেশ উন্নত ও বন্ধুর ছিল, তীর হইতে পারসীকদিগের কতকসৈন্য তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল, কতক

বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জলে নামিয়া, কতক বা দাঁড় বাহিয়া গিয়া আক্রমণকারীদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ; তথাপি তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া মাসিডোনীয় অশ্বসাদীরা নদীর অপর-পারে উত্তীর্ণ হইল ; এবং ক্রোধভরে শত্রুদিগের সহিত হস্তাহস্তি আরম্ভ করিল। পারসীকরাজের জামাতা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দল অশ্বসৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মাসিডোনীয় সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলে, সম্রাট্ প্রবলবেগে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ; এবং তাঁহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ বর্শা প্রয়োগ করিলেন যে, তিনি আহত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর আর এক জন পারসীক আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অসি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলে তাঁহার শিরস্ত্রাণের পক্ষ ও তাহার কিয়দংশ মাত্র উড়িয়া গেল ; অবশেষে আলেক্‌জাণ্ডর গতি বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক পারসীক-যোদ্ধার বক্ষঃস্থলে বর্শা মারিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলে, সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আয়োনীয় শাসনকর্ত্তা স্পিথ্রিডেটিস্ আলেক্‌জাণ্ডরের মস্তকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ অসি উত্তোলন করিতেছেন এমন সময়, রাজশরীর রক্ষক আলেক্‌জাণ্ডরের ধাত্রীর ভ্রাতা ক্লাইটস্ আসিয়া তাঁহাকে এমন অস্ত্রা-

ঘাত করিলেন যে, তাঁহার হস্ত উড়িয়া গেল, নচেৎ আলেক্‌জাণ্ডরের পঞ্চত্ব হইত। এই সময়ে সম্রাটের বামভাগের অশ্বসেনাও নদীপার হইয়া পড়িল, এবং ত্বরায় আসিয়া পারসীক সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আর এক দল সৈন্য বিপক্ষীয় গ্রীক্‌ ভৃতিগ্রাহীসৈন্যের অভিমুখে প্রেরিত হইল, এদিকে যাবতীয় অশ্বসাদীরা আসিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। যে দুই সহস্রমাত্র লোক হতাবশিষ্ট থাকিল, তাহারা কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

এই সংগ্রামে মাসিডোনীয়দিগের যে অল্পমাত্র সৈন্য হানি হইয়াছিল; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতি রাজ-শরীর-রক্ষক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আলেক জাণ্ডর, প্রসিদ্ধ ভাস্কর লিসিপস্‌কে এই আহত ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন, তিনি টিন্‌ গালাইয়া ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া দিলে, সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি মাসিডোনীয় ডায়ম্‌ নগরে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। পরে বিশ্বাপহারক রোমকেরা আসিয়া ঐ সকল প্রতিকৃতি লইয়া যায়। যে সকল পারসীক সৈন্য রণে হত হইয়াছিল, সকলেই সমুচিত সম্মানপুরঃসর সমাহিত হইয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডর্‌ স্বয়ং যাইয়া নিজ আহত ব্যক্তিদিগকে দেখিতেন, এবং ক্ষত পরীক্ষা করিতেন। তাহাদের ক্ষতবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা উপাখ্যানবৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। তিনি তিন্‌ শত পারসীক বর্ম্ম বাছিয়া মিনার্ব্বা

দেবীর মন্দিরে রাখিবার মানসে আথেন্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং সেই সকল বর্ম্মে এই লিখিয়া দিয়াছিলেন। " ফিলিপের পুত্র আলেক্জাণ্ডর, এবং লাসিডিমোনীয় গ্রীক্ ভিন্ন অন্যান্য গ্রীকেরা আশিয়ার অসভ্য জাতীর নিকট হইতে আনিয়াছেন।

আলেক্জাণ্ডরের শ্রীবৃদ্ধি।

গ্রানিকস্ সংগ্রামে জয়লাভের পর আলেক্জাণ্ডর্ উপকূল হইয়া যাত্রা করিলেন। উপকূলবর্ত্তী যাবতীয় নগর অবাধে তাঁহার বশীভূত হইল ;- কেবল মিলিটস্ সহজে তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল না। সম্মুখে শীতকাল নিকটবর্ত্তী হওয়াতে আলেক্জাণ্ডর সেনা সমবেত যাবতীয় কৃতদার পরিগ্রহ ব্যক্তিদিগকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। আর তিনজন প্রধান কর্ম্মচারীকেও তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, শীত কয়েক মাস আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিয়া বসন্তের প্রারম্ভেই আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবেক তাহার যেন অন্যথা না হয়।

শীত কয়েক মাস আলেক্জাণ্ডর্ যে কিছুই না করিয়া শুদ্ধ বসিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি উপকূলবর্ত্তী অনেকস্থান এবং দেশের মধ্যভাগের কোন কোন প্রদেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বসন্তের প্রারম্ভেই যাহারা গৃহগমন করিয়া-

ছিল, সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সকলে একত্র হইলে, আলেক্জাণ্ডর্ পারস্থ সাম্রাজ্য বিজয়ার্থ সসজ্জ হইলেন। এই সময়ে ফ্রীজিয়ার অন্তর্বর্ত্তী গর্ডিয়স্ নগর তাঁহার প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। এখানে থাকিয়া তিনি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা পরে লেখা যাইতেছে।

গর্ডীয় গ্রন্থি।

ফ্রীজিয়ার লোকপরম্পরাগত এই বার্ত্তা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বকালে ফ্রীজিয়ায় গর্ডিয়স্ নামা একজন সামান্য লোক বাস করিত। তাহার কিঞ্চিৎ ভূমিসম্পত্তি ছিল, এবং যে চারিটী বৃষ ছিল, তাহাদের দুইটী ভূমি কর্ষণ করিত, আর দুইটী গাড়ি টানিত। এক দিবস গর্ডিয়স্ লাঙ্গল করিতেছে, এমন সময় একটা চীল আসিয়া লাঙ্গলের জোয়ালের উপর বসিল; এবং যেপর্য্যন্ত না ভূমিকর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হইল, সেপর্য্যন্ত বসিয়াই থাকিল। কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া দিলে চীল উড়িয়া গেল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া গর্ডিয়স্ বিস্মিত হইল। টেল্মেসস্ নামক গ্রামের সকলেই দৈবগণনায় বিলক্ষণ পটু ছিল; ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য গর্ডিয়স্ সেই গ্রামে গমন করিল। গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটী স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য গ্রাম হইতে বহির্গত হইতেছে। সেই স্ত্রীলোকটীর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট ব্যক্ত করিলে, সেই স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "তুমি ফিরিয়া যাও, যেস্থানে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, সেই স্থানে জুপিটরের উদ্দেশে বলি প্রদান কর।" গর্ডিয়স্ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিল "তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবেক, এবং কিরূপে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবেক, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবেক।" স্ত্রীলোকটী যাইতে সম্মত হইলে উভয়ে গমন করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিল। পরে গর্ডিয়স্ তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, তাহার গর্ব্ভে গর্ডিয়সের যে সন্তান জন্মিল, তাহার নাম মাইডাস্ রাখিল। মাইডাস্ দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত ছিল না কিন্তু উদার চিত্ত ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময় অরাজক হওয়াতে ফ্রীজিয়ার অধিবাসীরা সামাজিক বিশৃঙ্খলানিবন্ধন অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে ছিল। একদা তাহাদের প্রতি এই আকাশবাণী হইল যে, শকটারোহণে তাহাদের রাজা আসিবেন; এবং তিনিই তাহাদিগকে এই সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। তাহারা এই বিষয়ের আন্দোলন করিতেছে, এমন সময় মাইডাস্ এবং তাহার মাতা, শকটারোহণে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এতদ্দর্শনে সকলে মনে করিল যে, আকাশবাণী যাহা বলিয়াছেন তাহা এই। এই স্থির করিয়া মাইডাস্‌কেই রাজা করিল। মাইডাস্ সদ্বিচার ও বুদ্ধি কৌশলে

সমাজের বিদ্রোহীদলের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিয়া বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিল। মাইডাস্‌ পিত্রশকট জুপিটর্‌কে উৎসর্গ করিয়া সেই শকট দুর্গমধ্যে রাখিয়া দিল; এবং তাহাতে সাধারণের এই বিশ্বাস ছিল যে, যে ব্যক্তি এই শকটের যুগ-গ্রন্থি খুলিতে সমর্থ হইবেক, সেই সমস্ত আশিয়ার অধীশ্বর হইবেক। প্রবাদ আছে যে, কর্ণেল বৃক্ষের ছালে ঐ যুগ এরূপ দৃঢ় বদ্ধ ছিল, এবং এরূপ কৌশলে ইহার গ্রন্থি সংঘটিত ছিল যে, সেই গ্রন্থি কোন্‌স্থানে আছে তাহা কেহই আবিষ্কৃত করিতে পারিত না। অনেকেই সেই গ্রন্থি খুলিবার প্রয়াস পাইয়া ছিল; কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আলেক্‌জাণ্ডর্‌ গর্ডিয়ন গ্রন্থি যুক্ত সেই সুপ্রসিদ্ধ শকট দেখিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সেই গ্রন্থি খুলিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যুগমধ্যে যে প্রেক বিদ্ধ ছিল, তহা উদ্ধৃত করিয়া পরে গ্রন্থির মুখ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তিনি গ্রন্থি খুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া পরিশেষে যখন বিফল প্রয়াস হইলেন, তখন নিজ অসিদ্বারা বন্ধন চ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন; ইহা হইতেই “গর্ডিয়ন্‌ গ্রন্থিচ্ছেদন” এই উদাহরণ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে। যে দিবস আলেক্‌জাণ্ডর্‌ এই ব্যাপার সম্পন্ন করেন, সেই রাত্রে অতিশয় বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ হইলে, তৎকালে লোকেরা

এই বিশ্বাস করিয়াছিল যে, দেবতারা তাঁহাকে রাজা হইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সেই দিন অবধি আলেক্জাণ্ডর্ আশিয়ার অধীশ্বর বলিয়া স্থিরীকৃত ও অভিহিত হইলেন।

আলেক্জাণ্ডরের শারীরিক অসুস্থতা।

আলেক্জাণ্ডর্ সৈন্যসামন্ত লইয়া তথা হইতে সিলীসিয়ায় যাত্রা করিলেন, সিলীসিয়া প্রদেশ সমুদ্র এবং টরস্ ও আর্মেনস্ পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত; এবং তথায় প্রবেশ করিবার তিনটী মাত্র পথ অর্থাৎ বহির্দ্বার আছে; তন্মধ্যে উত্তরদিগ্‌ভাগে যে পথ আছে, তদ্দ্বারা কেপাডোসিয়ার লোকেরা গতিবিধি করে; এবং পূর্ব্বদিকে যে তুইটী পথ আছে তদ্দ্বারা সীরিয়া প্রদেশের অধিবাসীগণ গতায়াত করে। আলেক্জাণ্ডর উত্তর-বহির্দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া, এই পথে কোন রক্ষক না থাকায়, এবং সমুদ্রতীর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী না হওয়ায়, দ্রুতবেগে সিলীসিয়ার রাজধানী টার্সসে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের পার্শ্বদেশে প্রসিদ্ধ শীতল স্বচ্ছসলিলা সিড্নস্ নাম্নী স্রোতঃস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। আলেক্জাণ্ডর ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন ও রুদ্ধনিশ্বাস হইয়াছিলেন, এজন্য যখন সেই নদী তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শীতল জলে স্নান করিবার ইচ্ছা এরূপ বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি সেই ইচ্ছা কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া

সেই জলে স্নান করিলেন; এবং স্নান করিয়া উঠিবা মাত্র তাঁহার এরূপ কম্প হইয়া জ্বর হইল যে, সেই জ্বরকে সাংঘাতিক বলিয়া সকলের বোধ হইয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কেবল তাহাদের মধ্যে ফিলিপ্ নামা একজন চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে ঔষধির মাত্রা প্রস্তুত করিয়া দিব তাহা যদি সেবন করেন তাহা হইলে আমি আরোগ্য করিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" সম্রাট্ তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি ঔষধি প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময় পার্মীনিয়োর নিকট হইতে যে এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল, তাহাতে তিনি আলেকজাণ্ডরকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে, কোন মতে যেন ফিলিপ্‌কে বিশ্বাস না করেন। তিনি শুনিয়াছেন ফিলিপ্ পারসীক্ সম্রাটের প্রেরিত, সে বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিবে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। ফিলিপ্ ঔষধপাত্র লইয়া আলেক্‌জাণ্ডরকে সেবন করাইতে আসিলে আলেক্‌জাণ্ডর তাঁহাকে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে দিলেন; এবং ফিলিপের হস্ত হইতে ঔষধপাত্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। পত্রপাঠ করিয়া ফিলিপের কোন আকার বৈলক্ষণ্য হইল না। ফিলিপ্ সম্রাটকে নিঃশঙ্ক থাকিতে আদেশ করিয়া পরে যাহা ব্যবস্থা করেন তদনুসারে চলিতে উপদেশ দিলেন। এবং বলিলেন "আপনার আরো-

গ্যের আর কোন সন্দেহ নাই। পরে যখন রাজা আরোগ্যলাভ করিলেন তখন তাঁহার আরোগ্যই ফিলিপের বিশ্বস্ততা ও নিপুণতার বিচার করিয়া দিল। যাহা হউক, আলেকজাণ্ডর আরোগ্যলাভ করিয়া ত্বরায় সৈন্যের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন।

কারিডিমনের দুরবস্থা ও আইসসের যুদ্ধ।

আলেকজাণ্ডর এইরূপে পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব-ভাগ জয় করিতেছেন শুনিয়া রাজা ডেরায়স্ অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ইয়ুফ্রেটিস্ নদী পার হইয়া সীরিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় মন্ত্রণা করিবার জন্য একটী সভা হইল; তাহাতে নির্ব্বাসিত আথীনীয় সেনাধিপতি কারিডিমস্ পারসীক সেনার প্রতি অসম্মান প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন যেপর্য্যন্ত না প্রচুর গ্রীক্‌সৈন্য সঙ্কলিত হয়, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাকা উচিত। ইহা শুনিয়া ডেরায়স্ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার প্রাণবধের আদেশ করিলেন। কি নৃশংসের কাজ, তাঁহাকে রক্ষা করা যাহার কর্ত্তব্য, সেই তাঁহার বিনাশ সাধন করিল কি আশ্চর্য্য! সীরিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্র ডেরায়সের অসংখ্য অশ্বসেনার পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল ছিল। ডেরায়স্ তথায় না থাকিয়া সীরিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সিলীসিয়ায় প্রবেশ করিয়া নিজরাজ্য আক্রমণকারীদিগের অনুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া পূর্ব্বদিগের প্রবেশ দ্বার দিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

ঠিক্ এই সময় আলেক্জাণ্ডর সীরীয় বহির্দ্বার হইয়া সীরিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ডেরায়স্ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আলেক্জাণ্ডর বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া ডেরায়সের অভিমুখে চলিলেন; এবং আইসস্ নগরের নিকটে ডেরায়সের অসংখ্য সৈন্য অবলোকন করিলেন।

এই স্থানে (খৃঃ পূঃ ৩৩৩) যে ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার নাম আইসস্-সংগ্রাম। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আলেক্জাণ্ডর এই সংগ্রামে আপনার অত্যন্ত বীরত্ব ও প্রচুর রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সুশিক্ষিত ও সমরদক্ষ থাকায় পূর্ব্বদেশীয় অশিক্ষিত সৈন্যদিগের প্রতি আপনাদিগের স্বাভাবিক উৎকৃষ্টতা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছিল; এবং উজ্জ্বল জয়লাভ দ্বারা মাসিডোনীয় অস্ত্র সকল মুকুটিত করিয়াছিল। ডেরায়স্ নিজরথে আরোহণ করিয়া পলায়ন করত যখন বন্ধুর পথে রথ চলিবার অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন ধৃত হইবার আশঙ্কায় রথ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজপরিচ্ছদ পরিহার পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ না পুনর্ব্বার ইয়ুফ্রেটিস্ পার হইতে পারিলেন, ততক্ষণ একবারও বিশ্রাম করেন নাই।

আলেক্‌জাণ্ডরের উদারতা।

আলেক্‌জাণ্ডরও বিদ্রুত ডেরায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সন্ধ্যার সময় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পারসীক সেনানিবেশ অধিকার করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ আমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে অতএব এস ডেরায়সের স্নানশালায় গিয়া শ্রমাপনয়ন করি"। ইহা শুনিয়া তাহার এক বন্ধু উত্তর করিলেন, "এস আমরা আলেক্‌জাণ্ডরের স্নানাগারে বিশ্রাম করি, একথা বলিতেও কোন দোষ নাই, কারণ তাড়িত ব্যক্তির সম্পত্তি বিজেতারই অধিকৃত।" সম্রাট ডেরায়সের স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র সকল, এবং পটভবনের সমুজ্জ্বল ও পরম মৃদ্ধ দ্রব্যসামগ্রী অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন. "হায়! কোথায় বা ডেরায়স্ আর কোথায় বা তাঁহার এই সম্পত্তি। অতএব বুঝিলাম রাজা হইলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে"।

আলেক্‌জাণ্ডর কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি সহসা তদীয় কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। কোথা হইতে এই ক্রন্দনধ্বনি আসিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, কোন ব্যক্তি আসিয়া নিবেদন করিল। "মহারাজ ডেরায়সের অস্ত্র শস্ত্র এবং সমস্ত পরিচ্ছদ অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তদীয় পরিবারবর্গ ডেরায়সের মৃত্যু

স্থির করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।” ইহা শুনিয়া আলেক্‌-জাণ্ডর তৎক্ষণাৎ নিজ শিক্ষক লিয়োনিটস্‌ দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, “ডেরায়স্‌ পলায়ন করিয়াছেন প্রাণে বিনষ্ট হন নাই, তাঁহারা যে যেমন ব্যক্তি তিনি তেমনিই সম্মান প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই; কারণ যখন আমার সঙ্গে ডেরায়সের আশিয়া সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ চলিতেছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই, তখন কোন ব্যক্তিকে সমুচিত সম্মান না দিয়া তাহার প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করার কোন কারণ নাই।” এই বলিয়া ডেরায়সের পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা করিয়া পাঠাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আলেক্‌জাণ্ডর স্বয়ং যাইয়া রাজপরিজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পরমবন্ধু হিপস্‌টিয়ন্‌কে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, হিপস্‌টিয়ন্‌ বয়ঃক্রমে আলেক্‌জাণ্ডরের সমান ছিলেন, এবং চিরকাল একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; দেখিতে উভয়েই প্রায় তুল্য রূপই ছিলেন; কেবল হিপস্‌টিয়ন্‌ আলেকজাণ্ডর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘকায় ছিলেন এইমাত্র। ডেরায়সের মাতা সাই-সাগাম্বিস্‌ হিপসটিয়ন্‌কে আলেক্‌জাণ্ডর মনে করিয়া অত্যন্ত প্রাচীন রীত্যনুসারে তাঁহার অগ্রে পতিত হইলে হিপস্‌টিয়ন্‌ পেঁচিয়া গেলেন। এক জন অনুচর সংজ্ঞাদ্বারা আলেকজাণ্ডরকে দেখাইয়া দিল। সাইসাগাম্বিস্‌ অপ্রতিভ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। আলে-

কজাণ্ডর বলিলেন হিপস্টিয়নও আলেকজাণ্ডর, অতএব তাঁহার অন্যায় হয় নাই। তিনি ডেরায়সের মাতাকে সর্ব্বপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া বলিলেন যে, সমর ঘটনাবশতঃ কখন তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবেক না; এখনও যেমন আছেন, চিরকাল তেমনিই থাকিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে ডেরায়সের পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে, যখন সেই বালক বাহুপ্রসারণ করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন আলেকজাণ্ডর্ হিপস্টিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এই বালকের যেরূপ স্বভাব দেখিতেছি, ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি ডেরায়সের থাকিত, তবে কি রমণীয় হইত! যাহা হউক, আলেকজাণ্ডর্ ডেরায়সের সহধর্ম্মিণীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে ভরসা করিলেন না। ইনি তৎকাল পূর্ব্বদেশের পরমাসুন্দরী কামিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু আলেকজাণ্ডর যাহাতে কোনরূপে তাঁহার এবং তাঁহার দুই কুমারী দুহিতার সতীত্বভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া তাহাদিগকে অতিশয় সাবধানে রাখিয়া দিলেন।

আব্‌ডল্‌নিমস্‌।

পারসীক সৈন্যের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, ডেরায়সের এবং পারসীক সংভ্রান্তদিগের যে সমস্ত সম্পত্তি ডামস্কস্ নগরে পড়িয়াছিল, সে সমস্তই আলেকজাণ্ডরের হস্তগত হইল। অনন্তর তিনি উপকূল হইয়া

গমন করিতে করিতে পরিশেষে সিডন্‌ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজা ডেরায়সের অনুগত থাকায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন; এবং তাহার পদে অন্য রাজা নিযুক্ত করিবার ভার হিপস্‌টিয়নের উপর সমর্পণ করিলেন। হিপস্‌টিয়ন যাহাদিগের গৃহে বাসা লইয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষপাতী হইয়া সেই বাড়ীর কএকজন যুবককে রাজা করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা এই বলিয়া তাহা অস্বীকার করিল যে, তাহাদের দেশে রাজবংশীয় ভিন্ন অন্যের রাজা হইবার প্রথা প্রচলিত নাই। হিপস্‌টিয়ন্‌ তাহাদের এইরূপ উদারতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির অনুসন্ধানের ভার তাঁহাদের উপর সমর্পণ করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, আব্‌ডালনিমস্‌ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও আমাদের চক্ষে লাগে না, এই ব্যক্তি যদিও রাজবংশীয় বটেন, কিন্তু এত দরিদ্র যে স্বহস্তে একটী বাগান তৈয়ারী করিয়া তাঁহার উপস্বত্বে দিনপাত করেন। হিপস্‌টিয়ন তাহাকেই রাজা করিতে সম্মত হইলেন; এবং রাজপরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় উদ্যানে গমন করিয়া দেখিলেন, উদ্যানপতি বৃক্ষাদির পরিপাটী কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পরে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিতে কহিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই ব্যাপার

স্বপ্নদর্শনবৎ হইল ; এবং এইরূপ করিয়া কেন তাঁহাকে উপহাসের বিষয় করিতেছেন এই বলিয়া বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে ইহা যে বাস্তবিক অলীক নহে, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, রাজবেশে আলেকজাণ্ডরের সম্মুখে লইয়া গেলে, আলেক্‌জাণ্ডর্‌ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; "তোমার অবয়ব দেখিয়া, তোমার যে বংশে জন্ম শুনা যাইতেছে, তাহা নয় বলিয়া কখনই বোধ হয় না। কিন্তু তুমি কি করিয়া এই দারিদ্র দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে"। তিনি উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজত্ব লাভ হইল উত্তম ; কিন্তু আমার যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমার এই হস্তই তাহা আনিয়া দেয় ; আর যখন আমার কিছুই না থাকে তখন কিছুরই অভাব হয় না"। আলেকজাণ্ডর্‌ তাঁহার এই উত্তর বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া পূর্ব্ব রাজার গুপ্ত সম্পত্তি সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন ; এবং সীডন্‌ সাম্রাজ্যের সীমা সমধিক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

টায়র্‌ নগরের অবরোধ।

আলেক্‌জাণ্ডর্‌ সীডন্‌ হইতে যাত্রা করিয়া টায়রাভিমুখে গমন করিলেন ; এই নগর এক দ্বীপে অবস্থিত। সেই দ্বীপটী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত এবং দ্বাদশ হস্ত গভীর এক প্রণালী দ্বারা প্রধান দ্বীপ হইতে বিভক্ত

হইয়াছে ; ঐই দ্বীপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং টায়র্ নগর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী এবং সংগ্রামোপযোগী যন্ত্র সকলে পরিপূর্ণ। নগরবাসীরা সর্ব্ব প্রকারে প্রচুর বলশালী হইলেও প্রথমতঃ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রাকার মধ্যে প্রবেশ দিতে অস্বীকার করিলে, আলেকজাণ্ডর্ উক্ত নগর অবরুদ্ধ করিবার মানস করিলেন ; এবং বিবেচনা করিলেন, যদি এই নগর আক্রমণ করিতে পারেন তাহা হইলে, তিনি অনায়াসে সমস্ত ফিনীশীয় রণতরী অধিকার করিয়া সমুদ্র যুদ্ধে অসীম বলশালী হইতে পারিবেন। এই স্থিরকল্পনা করিয়া ঐ প্রণালীতে সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় যন্ত্র বসাইয়া অনায়াসেই নগর-প্রাকার ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবেন।

সেতু নির্ম্মাণের উপযোগী বাহাদুরী কাষ্ঠ, মাটি এবং প্রস্তর যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল; ক্রমশঃ নির্ম্মিত হইয়া যখন ঐ সেতু নগর প্রাকারের সমীপস্থ যন্ত্র সকলের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন টায়রীয়েরা ভয়ঙ্কররূপে ঐ যন্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া সেতু নির্ম্মাণের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। রণতরী আরোহণপূর্ব্বক দুই দিকের কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিল, এবং যাহাজ হইতে কামন দাগিয়া ঐ সেতুর উভয় পার্শ্বের দুইটী কাষ্টমঞ্চও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অবশেষে আলেক্জাণ্ডর্ প্রচুর রণতরী একত্র করিয়া সমুদ্রের অধীশ্বর হইলেন এবং কাষ্ট-

ফলকস্থিত কামান্‌, এবং অন্যান্য কৌশল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে টায়র আক্রমণ করিলেন। অবরুদ্ধেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাত দ্বারা জাহাজ সকল নষ্ট করিতে লাগিল; এবং দগ্ধ বালুকারাশী জাহাজের উপর নিঃক্ষিপ্ত করত লোক সকলকে ব্যতিব্যস্ত ও নষ্ট করিয়া ফেলিল। অধিকাংশ লোককে উষ্ণ লৌহ গোলক নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চত্ব পাওয়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহাদিগের এই সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল। অবরোধের সপ্তম মাসে দৈবাৎ বাত্যাক্রান্ত হইয়া নগর অধিকৃত হইলে ৮০০০ হাজার অধিবাসীর প্রাণনাশ হইল, এবং ৩০০০০ সহস্র লোক বিক্রীত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

গাজার অবরোধ।

টায়র পতনের পর আলেক্‌জাণ্ডর জলপথে রণতরী প্রেরণ করিয়া ঈজিপ্‌টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং অপ্রতিহত সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। কোথাও কোন নগরই আলেক্‌জাণ্ডরের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী গাজানামক একটী সুদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা প্রায় তিন চারিমাস তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। বেটিস্‌ নামক একজন সাহসী বর্ব্বর গাজার শাসনকর্ত্তা ছিলেন: ইনি ডেরায়সের তুল্য দৃঢ়কায় ছিলেন। ইনি আরোবিয়ার

মরুভূমি নিবাসী কতকগুলি সৈন্যকে বেতন স্বীকার করিয়া টায়র্‌ বিজেতার আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ বৃথা হইল। এই অবরোধে আলেক্‌জাণ্ডর্‌ সম্পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া অবশেষে স্কন্ধদেশে ক্লেশকর এক আঘাত প্রাপ্ত হন্‌, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জয়-লাভের কোন অন্তরায় ঘটে নাই। তিনি অনায়াসেই নগর অধিকার করিলেন। কতকগুলি লোক দুর্গ অধিকার করিতে দিতে অস্বীকৃত হইয়া ক্ষণকাল সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া শেষে সকলেই আহত হইল; কেবল এক জন মাত্র অবশিষ্ট থাকিল। তৎকালের রীতি অনুসারে স্ত্রীলোক এবং বালকেরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। বেটিস্‌ সাধারণ নরহত্যার স্রোতে পতিত হইয়াছিলেন। কোন কোন প্রাচীন লেখক বলেন, তেমনি আলেক্‌জাণ্ডর্‌ ও পূর্ব্বপুরুষ আচিলিসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া বেটিসের কলেবর নিজ শকটের চাকায় বান্ধিয়া গাজা প্রাচীরের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যেমন আচিলিস্‌ প্রাপ্ত হেক্‌টরকে নিজ শকটের চাকায় বান্ধিয়া ট্রয়নগরের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই কাহিনী আপাততঃ গল্প বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি আলেক্‌জাণ্ডরের আঘাত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে, ইহাতেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

গাজা তৎকালের একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল।

এখানে ধুনা প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য অবলোকন করিয়া যুবরাজের বাল্যবৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তিনি বাল্য কালে একদা কতকগুলি ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া, দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষক লিয়নেটস্ তদ্দর্শনে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ আলেকজাণ্ডর তুমি যখন নানাবিধ অধিবাসন দ্রব্য পরিপূর্ণ দেশ জয় করিবে, তখন প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিব; এক্ষণে মিতব্যয়ী হও।" এই কথা তাঁহার মনে পড়াতে তিনি কতকগুলি অধিবাসন দ্রব্য লিয়নেটসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; এবং এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, "অতঃপর দেবতাদিগের নিকট অধিকতর বদান্যতা প্রকাশ করিতে হইবেক।

জেরুজেলমের বৃত্তান্ত।

আলেকজাণ্ডরের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত মহোদয় দিগের কাহাকেও জেরুজেলম্ নগরের উল্লেখ করিতে দেখা যায় না; ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ এই নগর অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বদেশে যে সকল নগর আছে, সকলের অপেক্ষা এই নগরই ইতিহাস লিখিবার পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। আলেকজাণ্ডর যে এ নগর না দেখিয়া অমনি গিয়াছিলেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। জুইস্ পুরাবৃত্ত লেখক জোছিফস্ বলেন, মহাবীর এই পবিত্র নগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথাকার প্রধান পূজক জাডুয়স্, নাগরীক-

দিগকে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত স্বীয়ংস্বীয় অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিতেআদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবতারা স্বপ্নে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়া এই বলিয়াছিলেন "আহ্লাদে থাক, কোন চিন্তা করিও না, নগর সুশোভিত কর, বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত কর, এবং সুপরিচ্ছন্ন অন্যান্য পূজক, শ্বেতপরিচ্ছদ লোক সমূহে অনুধাবিত হইয়া বিজেতার সাক্ষাৎ কারে অগ্রসর হও।"

প্রধান পূজক দেবতার আদেশমত কার্য্য করিলেন, আলেক্‌জাণ্ডর্ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, এবং পূজকের শিরোলিখিত পবিত্র জিহোবাদেবের নামসম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পার্মীনিয়ো এবং অন্যান্য লোকেরা প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এই উত্তর করিলেন, "আমি যুদিগের দেবতাকে প্রণাম করিলাম, প্রধান ধর্ম্মযাজককে নহে; কারণ যে সময় আমি আশিয়া জয়ের মানসে আশিয়ায় আসিবার পথ চিন্তা করিতে ছিলাম; তখন উক্ত দেব স্বপ্নে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, " তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে হেলেস্পণ্ট পার হইয়া যাত্রা কর, আমি স্বয়ং পারস্যযুদ্ধে তোমার সহায় হইব"। আলেক্‌জাণ্ডর্ প্রধান পূজককে দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া পবিত্র নগর জেরুজেলমে প্রবিষ্ট হইলেন: এবং জুইস্ রীত্যনুসারে জিহোবা দেবের উপাসনাদি করিলেন। ডেনিয়ালের গ্রন্থে এই ভাবী কথার উল্লেখ ছিল

যে, এক জন গ্রীক পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। আলেকজাণ্ডরও ডেনিয়ালের এই বার্ত্তা স্মরণ হওয়াতে এবং গ্রীক পারস্যের সম্রাট হওয়াতে মনে মনে এই বলিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, ডেনিয়ালের পূর্ব্বে তাহারই নাম উল্লিখিত ছিল।

আলেকজাণ্ড্রিয়া সংস্থাপন।

আলেকজাণ্ডর গাজা নগর হইতে ঈজিপ্টে উপস্থিত হইলেন। ঈজিপ্টের লোকেরা পূর্ব্বাবধি পারস্যের অধীনতা পরিহার করিবার চেষ্টায় ছিল, এক্ষণে আলেকজাণ্ডর উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, তিনি তথাকার প্রাচীন নগর মেমফিস্ অবলোকন করিয়া পরিশেষে জাহাজে আরোহণ করিয়া জলপথে যাত্রা করিলেন, এবং এই নদীর মোহানাস্থিত ফেরস্ নামক ব দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এই দ্বীপ অবলোকন করিয়াই হটাৎ তাঁহার মনে এই জ্ঞান প্রভিভাত হইল যে, এই স্থানে একটী নগর নির্ম্মাণ করিলে অতিশয় রমণীয় হইবে, এবং বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উন্নতি দ্বারা দেশেরও বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া স্বীয় ইঞ্জীনিয়রদিগকে একটী নক্সা চিত্রিত করিতে আদেশ করিলেন; তাঁহারা নক্সা চিত্রিত করিবার আর কোন উপাদান না পাইয়া গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথিত আছে পক্ষী সকল দলবদ্ধ

হইয়া আসিয়া ঐ গোধূম চূর্ণ সকল ভক্ষণ করিয়াছিল। এতদ্দর্শনে তৎকালীন দৈবগণকেরা গণনা দ্বারা এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কালে ইহা এক প্রসিদ্ধ নগর হইবে, এবং যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীর আকর হইবেক; তিনি ইহার নাম আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া রাখিলেন। তিনি এই নগর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে যাহা যাহা স্থির করিয়া ছিলেন, এই নগর প্রতিষ্ঠাপনের কিয়ৎকাল পরেই ইহাতে সেই সমস্তই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় সমৃদ্ধিশালী ও বৃহত্তম নগরের মধ্যে প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; এবং যৎকালে পোর্টুগিজরা উত্তমাশা-অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত করে; সেই সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ক্রমাগত অষ্টাদশ শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজ্যের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এই নগর অদ্যাপি মিসরদেশের রাজধানী, এবং পূর্ব্ব রাজ্যের যাবতীয় সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যে একটী প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত।

আলেক্‌জাণ্ডরের আমনদেবের দেবালয় দর্শন যাত্রা।

ঈজিপ্টের পূর্ব্বভাগস্থ বালুকাময় মরুভূমিতে সুপ্রসিদ্ধ আমন্‌-দেবের মন্দির ছিল; গ্রীকেরা ইহাঁকে আপনাদিগের জুস্‌ এবং রোমীয়দিগের জুপিটর, অর্থাৎ দেবরাজ তুল্য জ্ঞান করিত। এই দেবালয়

বালুকাময় মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী দ্বীপবৎ উর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত, এবং দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বে পুরোহিতদিগের বাসস্থান। সেই ভূমি দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ এবং প্রস্থেও ঐরূপ হইবেক; এইস্থানে তাল, অলিভ প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইত; এবং অসংখ্য উৎস থাকায় তথায় বিলক্ষণ জলসম্পোষ্য ছিল। এই স্থানে যে এক বিস্ময়কর পদার্থ ছিল, তাহার নাম সৌর্য্য-প্রস্রবণ; সূর্য্যদেবের উত্তাপের সহিত ইহার জলের শৈত্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তুষারশিলাবৎ শীতল হইত, এবং মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের উত্তাপ যত হ্রাস হইতে থাকিত, ইহার জলেরও শৈত্য ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া নিশীথ রাত্রে ভয়ানক উষ্ণ হইত। আবার নিশীথ হইতে ক্রমশঃ উষ্ণতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইত।

আলেক্‌জাণ্ডর সেই দেবালয় দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। ঈজিপ্ট্ জয় করিয়া পারসীকরাজ কাম্বাইসিস্ যেরূপ এই দেবালয় আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, এবং সমস্ত সৈন্য হারাইয়া ছিলেন; তাঁহারও সেই দশা না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া সৈন্যদিগের পানোপযোগী প্রচুর জল ও পথদর্শক লইয়া সেই দেবালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তদীয় অনুচরগণের মতে তাঁহার যাত্রাকালে জগদীশ্বর আশ্চর্য্যরূপ তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিলেন যথা;—যে মরুভূমিতে বৃষ্টির সহিত

প্রায়ই সন্দর্শন হয় না; তাঁহার যাত্রাকালে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল, যখন দক্ষিণ বায়ু উত্থিত হইয়া দৃষ্টি পথ রুদ্ধ করিল; এবং তাহাতে সৈন্যগণ কোথায় যায় কি করে তাহার ঠিক রহিল না, তখন দুইটী বায়স্ (কেহ বলেন দুইটী সর্প) আবির্ভূত হইয়া দেবালয়ের পথ দর্শক হইল। আলেক্‌জণ্ডর্ দেবতার আদেশ জানিলে, তাঁহার প্রতি দেবাদেশ অনুকূল হইল। কথিত আছে, যখন তিনি প্রধান পূজকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন পূজক, দেবরাজসুত বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন; কারণ এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একটী দীর্ঘাকায় সুশ্রী সর্প তদীয় জননী অলিম্পিয়সের ভবনে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। উক্ত সর্পকে লোকে জুপিটর অর্থাৎ দেবরাজ বলিয়া জ্ঞান করিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সন্ধি প্রস্তাব।

আলেক্‌জাণ্ডর্ এইরূপে ফিনীশিয়া এবং ইজিপ্ট বিজয়ে ব্যাপৃত আছেন, এদিকে বিক্রত ডেরায়স্ স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষণে পুনঃ কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাবিলনের বিস্তৃত

ক্ষেত্রে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। ডেরায়স্ প্রথমতঃ যে সন্ধি-প্রস্তাব করেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আইসসের পরাভবের পর তিনি আলেকজাণ্ডরের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে, আলেকজাণ্ডর ডেরায়স্কে স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে আদেশ করেন; কিন্তু ডেরায়স্ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। টায়র অবরোধের সময় আলেকজাণ্ডর তদীয় মাতা এবং পরিজনের প্রতি যেরূপ ভদ্রতা এবং উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া ডেরায়স্ পুনর্ব্বার এই বলিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পরিজনদিগের উদ্ধারের পণস্বরূপ দশ সহস্র ট্যালেণ্ট মুদ্রা, এক কন্যা এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিমবর্ত্তী সমস্ত আশিয়িক প্রদেশ প্রদান করিবেন। রাজ-দূত রাজ-দরবারে যাইয়া রাজসমক্ষে উক্ত পণে সন্ধিপ্রস্তাব করিলে, পার্ম্মীনিয়ো কহিলেন, "যদি আমি আলেক্জাণ্ডর্ হইতাম, তাহা হইলে এই দণ্ডেই এবম্বিধ পণে সন্ধি করিতাম।" ইহা শুনিয়া আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, "যদি আমি পার্ম্মীনিয়ো হইতাম, তবে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতাম; কিন্তু আমি আলেক্জাণ্ডর, এ জন্য এ প্রস্তাবে কদাচ সম্মত হইতে পারি না; ইহাতে আমার ভিন্নপ্রকার উত্তর দেওয়াই উচিত" এই বলিয়া দূতকে কহিলেন যে, "ডেরায়স্ সন্ধি স্থাপনের জন্য যে ভূমি এবং যে মুদ্রা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই

আমার অধিকৃত হইয়াছে। আর যদি আমার ডেরায়সের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে ডেরায়সের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাহা করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নহে।” এই বলিয়া দূতকে বিদায় করিলেন। দূত ফিরিয়া যাইয়া এই সংবাদ জানাইলে, ডেরায়স্‌ সন্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া রণসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে আলেকজাণ্ডর মিশর হইতে যাত্রা করিয়া সীরিয়ার মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করত, থাপ্‌সেকস্‌ নামক স্থানে ইউফ্রেটিস্‌ নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ডেরায়স্‌ পার হইয়া টাইগ্রীসের অপর পারে আছেন, জানিতে পারিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর নদীর বাম উপকূল হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতে করিতে চতুর্থ দিবসে একদল শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহীসৈন্যের সম্মুখে পতিত হইলেন; এবং তদ্দর্শনে, ডেরায়স্‌ যে নিকটেই আছেন, তাহা স্থির করিলেন। তিনি সৈন্যদিগের বিশ্রামার্থ চারি দিনকাল একস্থানে অবস্থিতি করিলেন, এবং সেই অবকাশে পীড়িতসৈন্যদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য একটী দৃঢ়তর ছাউনি নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রবাদ আছে, ডেরায়সের পত্নী শোকে, এবং নানা কষ্টে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মাসিডোনীয় স্কন্ধাবারে মানবলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু এই বৃত্তান্ত যে কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; কারণ

আলেক্‌জাণ্ডর্ যে ডেরায়সের পরিজনদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা কখনই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা হউক ডেরায়সের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আলেক্‌জাণ্ডর্ তদীয় মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত ক্রন্দনপূর্ব্বক উপবাস করিয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার অনুতাপ করিয়া পূর্ব্বদেশের রীত্যনুসারে রাজপত্নীর সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে অন্তঃপুরচর একজন বর্ব্বর পলায়ন পূর্ব্বক ডেরায়সের নিকট উপস্থিত হইয়া, তদীয় পত্নীর মৃত্যুসংবাদ দিলে, ডেরায়স্ প্রথমতঃ এই বিবেচনা করেন, রাজমহিষী আলেক্‌জাণ্ডরের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু বর্ব্বর তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে, অবশ্যই তাহার ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছিল, নচেৎ আলেক্‌জাণ্ডর তাঁহার জন্য এত অনুতাপ করিবেন কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বর্ব্বর, রাজপত্নীর চরিত্র যে কোনরূপেই দূষিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণরূপে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে, ডেরায়স্ পত্নীকে স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন করত হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দেবগণ! প্রথমে আমার রাজ্যে হয় আমাকে পুনঃ সংস্থাপিত করুন; আর যদি আমার ভোগসুখ ফুরাইয়া থাকে, তবে আমার এই প্রার্থনা যে, এইরূপ ন্যায়বান্ ও তাদৃশ দয়াবান্ বিজেতা ব্যতিরেকে আর কেহ

যেন আশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ না করেন।” ইহা কহিয়া ডেরায়স্ পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে, আলেকজাণ্ডর পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন।

আর্বেলার যুদ্ধ।

ডেরায়সের এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, ভাইসসের সংগ্রামে তাঁহার অসংখ্য সৈন্য স্থানের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত রীতিমত সমর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে পারে নাই, এই জন্যই তাহারা উক্ত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিল। এই বিবেচনায় তিনি এক অতি বিস্তৃত ক্ষেত্র মনোনীত করিলেন, এবং সেই ক্ষেত্রের উন্নত স্থান সমস্ত কাটিয়া সমতল করাইলেন। পরে পারসীক সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে সৈন্য আসিয়া তথায় মিলিত হইল। বর্ণিত আছে, ইহাতে দশ লক্ষ পদাতি সৈন্য এবং চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য একত্র সমবেত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত হস্তি সৈন্য, শকট এবং গ্রীক্ ভৃতিগ্রাহী সৈন্য ও প্রচুর ছিল। যাহা হউক প্রথমে যেরূপ সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ আছে, বোধ হয় তাহার চতুর্থাংশের সমাগম যথার্থ হইতে পারে।

মহাবীর পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পরেই রণকর্ম্মে ব্যাপৃত হইবেন। কিন্তু ছাউনি হইতে সমর ক্ষেত্র যত

দুর স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক দূর-বর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। মাসিডোনীয় সৈন্যগণ কোন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইল, ডেরায়সের অসংখ্য সৈন্য ব্যূহীভূত হইয়া রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছে। অনন্তর মন্ত্র-ণার্থ যে একটি সভা হইল, তাহাতে পার্মীনিয়োর উপ-দেশানুসারে সে দিবস যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া, পরদিবস সম্মুখীন হইবার পরামর্শ স্থির হইল। রজনী উপস্থিত হইলে, পার্মীনিয়ো শত্রুবল অপেক্ষা আপনাদিগকে নিতান্ত হীনবল বিবেচনা করিয়া আলেকজাণ্ডরের পটভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রাত্রিযোগেই আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডর্ এইরূপ প্রতারণা দ্বারা জয়-লাভ করা অতিশয় লজ্জার বিষয় বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। কথিত আছে, ঐ দিবস আলেক-জাণ্ডর্ অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়া ছিলেন, এজন্য পার্মীনিয়ো তদীয় পট ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিয়া বলিলেন সৈন্যগণ সসজ্জ হইয়া আপনার অপেক্ষা করিতেছে। আপনার এই সময়-বিরুদ্ধ প্রগাঢ় নিদ্রা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।” তখন আলেকজাণ্ডর্ বলিলেন, বোধ হয় এতক্ষণ ডেরায়স্ সংগ্রামে সজ্জীভূত হইয়াছেন, অতএব এই সংগ্রামযাত্রার প্রকৃত সময়। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া রণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুখ

বিকাশ এবং ঔৎসুক্য দর্শনে সৈন্যগণ অসন্দিগ্ধ জয়লাভের আশায় পরিপূর্ণ হইল।

যদিও আর্বেলা নগর রণক্ষেত্র হইতে অন্যূন বিংশতি ক্রোশ অন্তর, তথাপি সেই সংগ্রাম আর্বেলা সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রাম (খৃঃ পূঃ ৩৩১) আরম্ভ হয়। এই সংগ্রামের প্রকৃত অবস্থা অতিশয় জটিল, এজন্য ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে চেষ্টা করা বৃথা বিবেচনায়, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত মাত্র লেখা যাইতেছে। আলেক্‌জাণ্ডর্‌ রণমদে মত্ত হইয়া অশ্ব সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে হতাহত করিতে আরম্ভ করিলে, ডেরায়স্‌ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাগ্রেই পলায়ন করিলেন; সুতরাং আলেকজাণ্ডর অবাধে জয় লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে পারসীকদিগের তিন লক্ষ লোক সমরশায়ী ও তদপেক্ষাও অধিক লোক বন্দীকৃত হইলে, বিজয়ী সৈন্যের এক্ষণত মাত্র লোক ও একসহস্র অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। ডেরায়স্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া যতক্ষণ না মীডিয়ার রাজধানী একবাটানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ কোথাও বিশ্রাম করেন নাই। আলেকজাণ্ডর্‌ তাঁহার অনুসরণ না করিয়া পুনর্ব্বার টাইগ্রীস্‌ উত্তীর্ণ হইয়া বাবিলনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, বাবিলনের সমস্ত বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আসীরিয়ার সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া, পুনর্ব্বার টাইগ্রীস্‌ অতিক্রমপূর্ব্বক পার-

স্যের রাজধানী সূসানগর অধিকার করিলেন। এখানে তিনি স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পঞ্চাশত সহস্র ট্যালেন্ট্ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত পারসীক্ সম্রাট্দিগের বহু কাল সঞ্চিত নানাবিধ বহু মূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হই-লেন। এখন তিনি সৈন্য লইয়া প্রকৃত পারস্য জয়ে কৃতসংকল্প হইলেন। সূসার দক্ষিণ ভাগকে প্রকৃত পারস্য স্থান কহে। ইহার উত্তর ভাগ উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণীতে অবরুদ্ধ। শুদ্ধ তাহারই মধ্য দিয়া যে কতক গুলি সংকীর্ণ পথ আছে, পর্ব্বতবাসীরা এবং পারসীক সৈন্যেরা, সেই সকল পথ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আসিতে দিবেক না, এই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আলেক্জাণ্ডর্ স্বীয় সতর্কতা, দ্রুতগামিত্ব এবং পারসীক পথ দর্শকদিগের সাহায্যে সেই সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, যথায় পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিস্ বিরাজমান ছিল, এবং এক্ষণে যথায় সীরাজ নগর বর্ত্ত-মান আছে, সেই সুবিস্তৃত উর্ব্বর উপত্যকা বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন।

পার্সিপোলিসের রাজভবন দাহ।

আলেক্জাণ্ডর্, রাজধানী পার্সিপোলিস্, সৈন্য-দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তন্নগর লুণ্ঠনের আদেশ করিলেন; পূর্ব্বে জার্ক্সিস্ আথেন্স নগর এবং যে সকল গ্রীক্ দেবালয় দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-শোধস্বরূপ সুরম্য পার্সিপোলিসের রাজভবন স্বয়ং

অগ্নিসংযোগ দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। কথিত আছে, আলেক্‌জাণ্ডর্ যখন সর্ব্ব সাধারণকে উৎসব প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সৈন্য সমবেত থাইস্ নামক একটী স্ত্রীলোক (বারাঙ্গনা) মদ্য পানে মত্ত হইয়া আলেক্‌জাণ্ডরকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়াছিল যে, “রাজন্ আপনি পার্সিপোলিসের রাজভবন ভস্মসাৎ করিয়া গ্রীক্‌দিগের যত প্রীতিসম্পাদন করিলেন এত আর কিছুতেই নহে। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও অতিশয় মদমত্ত হইয়া, তাহার এই বাক্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডর্‌ও সুরাশক্তিপ্রভাবে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আলেক্‌জাণ্ডরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত করত শীঘ্র শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই উপাখ্যান সুপ্রসিদ্ধ কবি ড্রাইডেনের ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্যের প্রধান বিষয়।

ডেরায়সের পরিণাম।

পারস্যে চারিমাস অবস্থিতির পর, আলেক্‌জাণ্ডর্ ডেরায়সের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। ডেরায়স্ সসৈন্যে এক্‌বাটানা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নিজ সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে পলায়ন করত অধিক দূর না যাইতে যাইতেই ব্যাক্‌ট্রিয়ার বিচারপতি বেসস্ এবং তাঁহার আর দুই জন কর্ম্মচারীর ষড়্‌যন্ত্রে

পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই, আলেক্জাণ্ডর নিজ অশ্বসৈন্য এবং সংগ্রামনিপুণ কতকগুলি পদাতিক সৈন্যের অগ্রেসর হইয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যাত্রাকালে শুদ্ধ আপন আপন অস্ত্র এবং দুই দিবসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী মাত্র সৈন্যদিগের পথের সম্বল ছিল। সৈন্যেরা ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি এবং পর দিবস মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তৃতীয়দিবস প্রত্যূষে আলেক্জাণ্ডরের লোকেরা, ডেরায়সকে যে স্থানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলে, আলেক্জাণ্ডর জানিতে পারিলেন যে, অন্যান্য চক্রান্তকারীরা, সসৈন্যে গিয়া বেসসকে তাহাদের প্রধান সেনানী করিয়া, দুঃখিতচিত্ত ডেরায়সকে আবৃত শকটে অবরুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা যাত্রাকালে এ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিল যে, যদি আলেকজাণ্ডর তাহাদের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে ডেরায়সকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেক। যদি তাহা না করেন তবে, সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বাধীনতা সংস্থাপনের চেষ্টা পাইবেক। এই সম্বাদে আলেক্জাণ্ডর, সাহসের সহিত ক্রমাগত তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু তাঁহার লোকেরা এবং অশ্ব সকল অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া, সে দিবস নিরস্ত থাকিলেন। রাত্রি শেষ

হইলে পুনর্ব্বার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে, পূর্ব্ব দিবস বেসস্ যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই গ্রামে উপস্থিত হইলে, তথায় বসিয়া এইংস্থির করিলেন, "যদি মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় তবে অতি শীঘ্রই পলাতকদিগকে ধরা যাইবেক।" এই বলিয়া তুরঙ্গম সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং সেই পথে যাত্রা করিলেন; এবং সেনানীদিগকে সৈন্য লইয়া প্রকৃত পথ দ্বারা যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।

আলেক্জাণ্ডর্ ঠিক্ সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া প্রাতঃকাল হইবার কিছু পূর্ব্বেই বিদ্রুতদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহারা তৎকালে বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। সে সময় হঠাৎ যে কেহ আক্রমণ করিবেক, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সুতরাং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছিল। আলেক্জাণ্ডরের এই হঠাদাক্রমণে প্রথমতঃ তাহারা পলায়ন করিল। বেসস্ এবং তাঁহার সঙ্গীগণ আপনাদিগকে দোষী বিবেচনা করিয়া ডেরায়স্কে লইয়া দ্রুত বেগে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। যখন দেখিল আলেক্জাণ্ডরের হস্তগত হয় হয় হইয়াছে, তখন ডেরায়স্কে আহত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। শুদ্ধ তাঁহাকে মারিয়াই বিরত হয় নাই, শকটের অশ্বদিগকেও হত করিয়া গিয়াছিল। ঘোটক সকল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া শকট সহিত পথের নিকটবর্ত্তী উপত্যকায় যে প্রস্রবণ

ছিল তাহাতে জল পান করিতে গিয়াছিল। পলিস্‌ট্রে-টস্‌ নামক এক জন মাসিডোনীয় হঠাৎ তথায় জল পান করিতে আসিয়া ঐ শকট এবং ডেরায়স্‌কেও মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল। মুমূর্ষু সম্রাট সেই মাসিডোনীয়কে এই বলিয়া দিয়াছিলেন, "আলেক্‌-জাণ্ডর, যে আমার পরিজনের প্রতি তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; আর তিনি যে আমার শ্রীবৃদ্ধিও সুখবৃদ্ধির শুভানুধ্যান করিয়াছেন ইহার জন্য আমি তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছি"। এই সকল কথা বলিয়া পরে তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন। পলিস্‌ট্রেটস্‌ জল আনিয়া যখন তাঁহাকে পান করিতে দিল তখন ডেরায়স্‌ তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই উপকা-রের জন্য আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে পারি না; কিন্তু আলেকজাণ্ডরই পুরস্কার পাইবার যোগ্য পাত্র; তাঁহার ভদ্রতা ও উদারতা নিবন্ধন দেবতারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবেন।" এই বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আলেকজাণ্ডর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ডেরায়সের মৃতদেহ অবলোকন করিলেন এবং ক্ষণকাল নেত্রজল পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় গাত্র বস্ত্র দ্বারা ডেরায়-সের মৃতশরীর আচ্ছাদিত করিয়া এই অভিপ্রায়ে সেই মৃতশরীর ডেরায়সের জননীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, পারস্যের সম্রাটদিগের সমাধিক্রিয়া

যেরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সেই রূপেই সম্পন্ন হয়।

[illegible]ের প্রতি ক্রান্ত।

একণে আলেক্জেণ্ডর কাস্পিয়ান্ সাগরের পূর্ব্ব দক্ষিণবর্ত্তী জাতি দিগের জয়ের নিমিত্ত অসি উদ্যত করিলেন। যদিও এই সকল দেশে শত্রু-প্রতিরোধের উপযুক্ত অনেক স্থান ছিল, তথাপি তিনি শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল প্রদেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর বেসস্ আর্টাজর্ক্সিস্ নাম রাজপদবী অধিগত হইয়াছে শুনিয়া তাহার দমনার্থ তথায় যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন শান্তিরক্ষার প্রধান বিচারপতি, যে ইতিপূর্ব্বে আলেক্জাণ্ডরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, একণে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার সে উদ্যম ভঙ্গ হইল। তিনি এই সকল গোলযোগে ব্যাপৃত থাকিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার প্রাণ বধের ষড়যন্ত্র করিবার উদ্যোগ পাইতে ছিল। এই সকল বিষয় অতিশয় অস্পষ্ট বলিয়া ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরিহার পূর্ব্বক ইহার স্থূল তাৎপর্য্য গুলি পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল।

সৈন্য সংক্রান্ত একজন সামান্য কর্ম্মচারী ডিম্নস্ স্বয়ংই হউক, বা অন্যের সহিত মিলিত হইয়াই হউক, রাজার প্রাণবধের চেষ্টায় ফিরিতে ছিল, ডিম্নস্, নিকোমেকস্ নামক যে একটী যুবককে

অতিশয় ভাল বাসিত, তাহার নিকট স্বাভি-প্রায় ব্যক্ত করিলে, সেই যুবক ডিমনসের এই অসদ-ভিপ্রায় অবগত হইয়া বিস্মিত হইল ; এবং এই বৃত্তান্ত আলেক্জাণ্ডরের কর্ণগোচর করিবার মানস করিল। কিন্তু স্বয়ং যাইয়া বলিতে সাহস না করিয়া তাহার সহোদর সিবালিনস্কে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিল। সিবা-লিনস্ আবার পার্মীনিয়োর পুত্র ফিলোটাস্কে উক্ত বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিল। ফিলোটাস্ একজন উচ্চপদবীস্থ কর্ম্মচারী ছিল, এবং সর্ব্বদাই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত, এজন্য ফিলোটাস্ তাহাতে সম্মত হইল ; কিন্তু ফিলোটাস্ উক্ত বিষয় আলেক্জাণ্ডরকে জানায় নাই শুনিয়া সিবালিনস্ বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার ফিলোটাসের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, "রাজার নিকট দিবাভাগে সর্ব্বদাই লোক থাকে; এজন্য বলিবার অবকাশ পাই নাই, অদ্য নিশ্চয়ই এই বিষয় আলেক্জাণ্ডরকে নিবেদন করিব।" পরে যখন জানিতে পারিল যে, সেদিবসও সেই কথা রা কর্ণগোচর করে নাই, তখন ফিলোটাসের প্রতি ভ্রাতৃ-দ্বয়ের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তখন তাহারা একজন রাজ ভৃত্যকে উক্ত বিষয়ে নিযুক্ত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ যাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ইহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ডিমনস্কে ধরিবার জন্য একদল রাজ শরীর রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এদিকে

ডিমন্‌স্‌ নিজ রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।

অতঃপর তদ্বিষয়ের আর কোন অনুসন্ধান হয় নাই। কেবল ফিলোটাসের চরিত্রের উপর সন্দেহ হওয়াতে আলেক্‌জাণ্ডর্‌ প্রাচীন মাসিডোনীয় রীতি অনুসারে তাহাকে সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার দোষাদোষ বিচার করিবার মানস করিলেন। রাজা তাহার প্রতি দোষারোপ করিলে, সে নানা প্রকার প্রমাণ দ্বারা নিজদোষ খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সংগ্রামিক বিচারপতিরা ফিলোটাস্‌কে দোষী বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ শর দ্বারা তাহার প্রাণ বধ করিল। বিবেচনা করিতে গেলে, এই বিচার অন্যায় নাই। কারণ ডিমন্‌স্‌ শুদ্ধ ফিলোটাসের প্রতিপোষক ছিল; কিন্তু মাসিডোনীয় সম্ভ্রান্তদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা রাজাকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে অভিলাষ করিয়া থাকে। ফিলোটাস্‌ও বোধ হয় সেই অভিপ্রায় করিয়াছিল। তাহার যেরূপ সুবিধা ছিল। সে যদি আলেক্‌জাণ্ডরকে মারিতে পারিত তাহা হইলে, সে প্রধান সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিল, অনায়াসেই সৈন্যদিগকে আপনার বশীভূত করিতে পারিত, এবং পিতার সাহায্যে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিত।

পার্মীনিয়োর মৃত্যু।

পার্মীনিয়ো স্বপুত্রের এই অভিপ্রায়ে সংসৃষ্ট ছিলেন কি না যদিও তাহা কেহই জানিত না তথাপি পার্মীনিয়োর জীবন নাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিচার-সিদ্ধ হইল। তৎকালে পার্মীনিয়ো মীডিয়ায় ছিল। এজন্য, একজন কর্ম্মচারীকে কতকগুলি শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে মীডিয়ায় প্রেরণ করা হইল, এবং তাহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে, যাহাতে সে ব্যক্তি তথায় পৌঁছিতে পারে, এজন্য কতকগুলি উষ্ট্র দ্বারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে আদেশ করা হইল। ইহার সহিত যে দুইখানি পত্র প্রেরিত হইল, তাহার এক খানি রাজার লিখিত, আর এক খানি ফিলোটাসের স্বাক্ষরিত; যেন ফিলোটাস্ই লিখিয়াছে। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নামে আরও কতকগুলি পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে এই মাত্র লিখিত ছিল যে, প্রেরিত ব্যক্তির মতানুসারে সকলে কর্ম্ম করিবেক। যদিও উভয় স্থান ন্যূনাধিক ২৮০ ক্রোশ অন্তর ছিল, তথাপি প্রেরিত ব্যক্তি দেশীয় লোক দ্বারা একাদশ দিনের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া পার্মীনিয়োর অপেক্ষা করিতে লাগিল। পার্মীনিয়ো রাজভবনের বৃক্ষবীথিকায় ভ্রমণ করিতেছে এমন সময় আলেক্জাণ্ডরের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিল, "এক্ষণে রাজা অন্য যুদ্ধযাত্রায়

ব্যাপৃত হইবার উদ্যোগে আছেন; তাঁহার অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচানও রাজার কর্ত্তব্য।” অনন্তর ফিলোটাসের পত্র পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে সৈন্যেরা তরবারি দ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিল। পার্মীনিয়ো দোষী এই জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, এই রাজপত্র তাহাদের নিকট পঠিত হইল।

বেসস্ ধৃত এবং মৃত।

অনন্তর আলেক্‌জাণ্ডর পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং যাহাকে এখন কাবেল্ কহে, সেই দেশ স্ববশে-আনয়ন করিয়া, তথায় কাবেল্ নামে নগর প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। শীত ঋতু প্রায় শেষ হইলে, কাবেল্ এবং বাকটিয়ার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। তথায় সৈন্যগণ বরফের আতিশয্যে এবং খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেও আলেকজাণ্ডরের গতিরোধ হয় নাই; তিনি অনায়াসেই ঐ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলেন। এদিকে বেসস্, পাছে ধৃত হয়, এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে জাইহুন্ নদী অতিক্রম করিয়া সগ্‌ডিয়ানায় উপস্থিত হইল। জাইহুন্ এবং সাইহুনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে সগ্‌ডিয়ানা কহে। সমস্ত বাক্‌ট্রিয়া প্রদেশ আলেকজাণ্ডরের বশীভূত হইলে, তিনি বেসসের অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। জাইহুন্ নদী প্রায় অর্দ্ধ

মাইল প্রশস্ত থাকায় সহজে পার হওয়া কঠিন হইল, এজন্য বৃক্ষের ত্বকের ভিতর শুষ্ক তৃণ পুরিয়া কাছি প্রস্তুত করা হইল; এবং তদ্দ্বারা ভেলা বান্ধিয়া সৈন্যেরা পাঁচ দিনে উক্ত নদী উত্তীর্ণ হইল। ইহার কিছু পরেই তাহার দুই জন সহকারী বেসস্কে মাসিডোনীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিল। আলেকজাণ্ডর সাধারণ সমক্ষে কশাঘাত দ্বারা উত্তমরূপ শাস্তি দিয়া আপাততঃ বেসস্কে ব্যাক্ট্রিয়ায় প্রেরণ করিলেন। কিছুদিন পরে একবাটানায় প্রেরিত হইল; এবং ডেরায়সের পরিবারের হস্তে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, তাহারা যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া তাহার প্রাণবধ করিল।

সীথীয় সংগ্রাম।

সগ্ডিয়ানা পৃথিবীর যাবতীয় প্রদেশ অপেক্ষা উর্ব্বরা এবং প্রীতিকর স্থান, আলেকজাণ্ডর এই প্রদেশের স্বভাবসিদ্ধ উপকারিতা অবলোকন করিয়া সাইহুন্ নদীর উপকুলে একটী নগর নির্ম্মাণ করিবার আশয়ে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সগ্ডিয়ানা এবং ব্যাক্-টিয়ার অধিবাসীরা তন্নিবারণের জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া যাবতীয় মাসিডোনীয় সৈনিকপুরুষদিগকে হতাহত করিতে লাগিল। আলেকজাণ্ডর নিজ স্বাভাবিক ওজঃস্বিতা ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তিন দিনের মধ্যে বিদ্রোহীদিগের পাঁচটী নগর অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সগ্ডিয়ানার রাজ-

ধানী সাইরোপোলিস্‌ বিধ্বস্ত করিলেন। সীথীয় বা তুরস্কবাসীরা সাইহুনের অপর পারে বাস করিত। তাহারা সগ্‌ডিয়ানার অধিবাসীদিগের সাহায্য করিবার আশয়ে অপর পারে প্রভূত অশ্বসৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডর্‌ কাষ্ঠফলক এবং ত্বক্‌ অবলম্বন করিয়া সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং তাহাদের সহস্র লোককে হতাহত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন; পরে কতক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়া, অবশেষে কদর্য্য জলপান দ্বারা তাঁহার পীড়া তাঁহার উপস্থিত হইল। লোকেরা তাঁহাকে লইয়া সাইহুনের তীরে ফিরিয়া আসিল। ইহার কিছু পরেই সীথীয়েরা সন্ধি প্রার্থনা করিলে, আলেক্‌জাণ্ডর তাহাতে সম্মত হইলেন; এবং সাইহুন্‌ নদীর অপর পারে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আশিয়ায় প্রবেশ করা অবধি তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। সগ্‌ডিয়ানাবাসী এবং ব্যাক্‌ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম ক্রমাগত দুই বৎসর চলিয়া, অবশেষে যদি এই সংগ্রাম সন্ধি দ্বারা নিরস্ত না হইত, তাহা হইলে মাসিডোনীয়দিগের সাধারণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, হয় তো মাসিডোনীয় শক্তি একেবারেই সমুন্মূলিত হইয়া যাইত।

প্রণিপাত-প্রথা।

আলেক্‌জাণ্ডর বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচীন পারসীক রীতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রবর্ত্তিত না করিলে, শুদ্ধ বল দ্বারা তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষা হইবেক না। এজন্য তিনি প্রথমতঃ পারসীক রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। পারস্যের প্রাচীন আচারের মধ্যে সম্রাট্‌কে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা অধিক প্রচলিত ছিল; কিন্তু দেবতাকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হয়, এই সংস্কার গ্রীক্‌দিগের বদ্ধমূল থাকায় এই প্রথা প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ইয়ুরোপীয়দিগকে সন্তুষ্ট করা আলেক্‌জাণ্ডরের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, এ প্রথা সর্ব্ব সাধারণে প্রচলিত করিবার বিষয়ে মাসিডোনীয়দিগের কখনই মত হইবেক না; এবং ইহা ব্যতিরেকেও তিনি পারসীক প্রজাদিগের নিকট প্রকৃত সম্রাট্ বলিয়া অবলোকিত হইবেন না। অতএব তিনি উভয় দিক বজায় রাখিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন; ইহাও ভাবিলেন, গ্রীকদিগকে এবিষয়ে লওয়াইতে হইলে, বেকস্ হার্কিয়ুলিস্ এবং অন্যান্য দেবপ্রতিম ব্যক্তিদিগের প্রতি তাহাদের যেরূপ ভক্তি আছে, তাঁহার প্রতিও তদনুরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে হইবেক, তবে অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক। এই স্থির করিয়া সেই প্রথা

কোন মহোৎসব উপলক্ষে প্রচারিত করিবার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডর এই অভিপ্রায় সংসিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, আনাক্‌সার্কস্‌ নামক এক জনকে অভিপ্রেত বিষয়ের অনুকূল উপদেশ দিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। উৎসবের দিবস সকলেই যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া আসিল, সেই সময় আনাক্‌সার্কস্‌ বলিয়া উঠিলেন, "ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে, রাজা বেকস্‌ বা হার্কিয়ুলিস্‌ অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইবার যোগ্য। যখন রাজার লোকান্তর হইলে অবশ্যই মাসিডোনীয়েরা ইহাঁকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবেক, তখন ইহাঁর জীবিতাবস্থায় ইহাঁকে তাহা অপেক্ষা অধিক সম্মান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া অধিকাংশ লোকেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলে, বিজ্ঞান শাস্ত্র বিশারদ ক্লিস্‌থিনিস্‌ বলিলেন; "আনাক-সার্কস্‌ যাহা বলিলেন তাহা খোসামোদ মাত্র; আর উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত করা রাজনীতির সম্পূর্ণবিরুদ্ধ বৃথা আড়ম্বর মাত্র।" মাসিডেনীয়েরা ইহাঁর মতে মত দিলে, রাজা সে অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ প্রথা প্রচলিত করা বন্ধ রহিল, তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমস্ত পারসীক সম্ভ্রান্তেরা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দেশের প্রচলিত প্রথার উদাহরণ প্রদর্শন করিলে, লিয়নেটস্‌

তাহাদিগকে উপহাস করিলেন। তাহাতে আলেক-জাণ্ডর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন।

ক্লাইটসের মৃত্যু।

আলেক্‌জাণ্ডর্‌ ব্যাক্‌ট্রিয়ায় শীত ঋতু যাপন করিতেছেন এই সময় বেকস্‌-দেবের মহোৎসবের দিন উপস্থিত হইল। তিনি তাহা কাস্‌টর্‌ এবং পাল-ক্সের মহোৎসবের দিন বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু কি কারণে এরূপ করিলেন তাহা বলা যায় না। কি পারসীক কি মাসিডোনীয় সকল লোকেই সুরা-পানে মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যমজদ্বয় এবং হার্কিয়ুলিসের অবদান বিষয়ক কথোপকথন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আলেকজাণ্ডরের অবদানের নিকট ইহাঁ-দের অবদান কিছুই নহে। ইহা শুনিয়া ক্লাইটস্‌, যিনি গ্রানিকসে আলেক্‌জাণ্ডরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন; সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা যে সকল অবদানের কথা ব্যক্ত করিতেছ তাহাতে আলেক্‌জাণ্ডরের পৌরুষ কিছুমাত্র নাই। মাসিডোনীয়দিগের পৌরুষই তাহার কারণ।" কেহ কেহ আলেকজাণ্ডরের সহিত তুলনা করিয়া ফিলিপের কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়াও ক্লাইটস্‌ পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল এবং ফিলিপের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। আলেকজাণ্ডরকে গ্রানিকসের

বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল "আলেকজাণ্ডর! এই হস্ত সে দিবস তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল।" আলেক্‌জাণ্ডর্‌ও সুরাপানে মত্ত ছিলেন। ক্লাইটসের এই গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বেগে ক্লাইটসের দিকে যাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে নিবারণ করিল। অনন্তর কতকগুলি লোক ক্লাইটস্‌কে তথা হইতে সরাইয়া দিল। কিন্তু আলেক্‌-জাণ্ডর্‌ ক্রোধভরে ক্লাইটস্‌কে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ শ্রবণে ক্লাইটস্‌, অগ্রসর হইয়া বলিল, "আলেক্‌জাণ্ডর্‌! দেখায় ক্লাইটস্‌, অগ্রসর হও।" আলেক্‌জাণ্ডর্‌ শরীররক্ষকদিগের এক ব্যক্তির হস্ত হইতে এক গাছা বর্শা লইয়া জনতার মধ্য দিয়া দ্রুত-বেগে গমন করিয়া ক্লাইটস্‌কে এমন আঘাত করিলেন যে, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার বিনাশ সাধন করিয়া আলেক্‌জাণ্ডরের চৈতন্য হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বর্শার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীরে বিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা আপ-নার প্রাণবধের চেষ্টায় উদ্যত হইলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিয়া তাঁহার বাস-গৃহে লইয়া গেল। তথায় তিন দিবস এক বিন্দু জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই, কেবল এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। "হা ধাত্রি! তুমি আমাকে কেন প্রতিপালন করিয়াছিলে? যদি আমাকে প্রতি-পালন না করিতে, তাহা হইলে এই নৃশংস ব্যাপার কখনই সাধিত হইত না। হায়! আমি কেন জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে শিশুকালাবধি লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই ভ্রাতার প্রাণ বধ করিলাম। আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ ও যারপর নাই নরাধম।” অবশেষে তাঁহার বন্ধুরা নানা প্রকার বুঝাইয়া তাঁহার শোক নিবারণ করিলে, তিনি পূর্ব্ববৎ স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

পার্ব্বতীয় দুর্গ আক্রমণ।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে আলেকজাণ্ডর সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ দেশের পার্ব্বতীয় দুর্গ সকল আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ঐ সমস্ত দুর্গের মধ্যে অক্সিয়ার্টিস্ নামক এক জন সেনাপতির একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গ এরূপ একটী পর্ব্বতময় স্থানে অবস্থিত যে, তাহা সহজে আক্রমণ করা সুকঠিন, এবং অসংখ্য রক্ষক এবং খাদ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আলেকজাণ্ডর সেই দুর্গ আক্রমণ করিলে, দুর্গবাসীরা কহিল, যদি তাঁহার সেই স্থান গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তিনি পক্ষধারী সৈন্য সকল আনয়ন করুন। এই অপমান-জনক বাক্যে সঙ্কুচিত হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যাহারা এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেক, তিনি তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক দিবেন। অনন্তর সমস্ত সৈন্যের মধ্য হইতে তিন সহস্র লোক সঙ্কলিত হইল। পর্ব্বতটী বরফে আচ্ছন্ন। স্থানে

স্থানে মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য তাহারা প্রথমতঃ ঘনীভূত বরফের উপর লৌহকীল প্রোথিত করিয়া তাহাতে কঠিন ও স্থূল রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। অনন্তর রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া অতিশয় দুরারোহ প্রদেশ সকল রজ্জু এবং লৌহকীল অবলম্বন করিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল। এই সকল দুরারোহ স্থানে প্রহরী কি রক্ষক কিছুই ছিল না; সুতরাং তাহারা অবাধে সেই সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিল। পর্ব্বতের শিখরদেশে অধিরোহণ কালে তাহাদের চল্লিশ জন পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা আলেক্‌জাণ্ডরের আদেশানুসারে পতাকা সকল উড্ডীন করিল। পরে আলেক্‌জাণ্ডর্‌ এক জন দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আলেক্‌জাণ্ডর্‌ পক্ষবিশিষ্ট সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা এখন তাঁহার শরণাগত হও। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গবাসীরা মস্তকোপরি সৈন্যদল দেখিতে পাইল। এবং ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ সহিত তাঁহার শরণাগত হইল। আলেক্‌জাণ্ডর্‌ অক্‌সিয়ার্টিসের সমস্ত পরিবারকে বন্দীকৃত করিয়া আনয়ন করিলেন। তিনি অক্‌সিয়ার্টিসের কন্যা রক্‌সানার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া অবিলম্বে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

হার্মোলায়স্‌ এবং ক্লিস্‌থিনিসের মৃত্যু।

এই সকল প্রদেশে থাকিয়া আলেক্‌জাণ্ডর্‌ মৃগয়া

দ্বারা আমোদে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তথায় রাজার অসংখ্য উদ্যান ছিল; এবং তাহাতে সিংহ প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু থাকিত। একদা এক পশুরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে লক্ষ করিয়া ক্রমসজ্জা করিতে ছিল, এমন সময় তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী লিসিমেকস্ তাহা দেখিতে পাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেই ইয়ুফ্রেটিসের উপকূলে একটা সিংহকে নষ্ট করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আলেক জাণ্ডর সর্ব্বপ্রকার যশোলিপ্সু হইয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আমিও তোমার মত একটা সিংহ নষ্ট করিব।" এই বলিয়া বর্শা লইয়া সিংহের সম্মুখে ধরিলেন। সিংহ যেমন আক্রমণ করিল অমনি তদ্দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। একদা মৃগয়া গমন কালে একটা বন্য বরাহ আলেক্‌জাণ্ডরকে আক্রমণ করাতে হার্ম্মোলায়স্ নামক একজন রাজভৃত্য সেই বরাহকে নিহত করিলে, আলেক্‌জাণ্ডর্ তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত রাজ ভৃত্যের সম্মুখে তাহাকে কশাঘাত করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাহার অশ্ব কাড়িয়া লইলেন। হার্ম্মোলায়স্ অতিশয় তেজস্বী ছিল; এজন্য সে রাজশোণিত দ্বারা এই অপমান ক্ষালিত করিতে কৃতসংকল্প হইলে, তাহার কয়েকজন বন্ধু এই কর্ম্মে তাহার সহিত ব্যাপৃত হইল। এবং তাহারা পরামর্শ করিল, রাজা যৎকালে নিদ্রা যাইবেন, সেই সময় তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেক। সেই রাত্রে আলেক-

ক্‌জাণ্ডর আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ বিশ্রাম ভবনে গমন করিতেছেন এমন সময় একজন সীরীয় কামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই কামিনী সৈন্য-দিগের সহিত সীরিয়া হইতে আসিয়াছিল। বোধ হয় রাজা তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। সে অবশিষ্ট নিশাভাগ তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া অতিবাহিত করিবার অনুরোধ করিলে, আলেক্-জাণ্ডর্ সম্মত হইয়া সে রাত্রি তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক জন সহচর হার্মোলায়সের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া রাজার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। অনন্তর চক্রান্ত কারীদিগকে ধরিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহারা আপনাদের দোষ স্বীকার করিলে, বিচারার্থ তাহাদিগকে সাংগ্রামিক বিচারসভায় আনীত হইল। বিচারপতিরা বিচার দ্বারা তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করা হইল।

হার্মোলায়স্ ক্লিস্থিনিসের নিকট বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাঠ স্বীকার করিয়াছিল, একারণ তাঁহার সহিত হার্মোলায়সের বিশেষ আনুরক্তি ছিল। এই সূত্রে হার্মোলায়স্ এবং তাহার সঙ্গীগণ সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে এই ব্যক্ত করিল যে, ক্লিস্থিনিসের আদে-শানুসারে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রণিপাত প্রথা প্রচলিত হইবার সময় ক্লিস্থিনিস্

তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি তাহার প্রতি আলেক্‌জাণ্ডর জাতক্রোধ ছিলেন। এই সুযোগে আলেকজাণ্ডর তদীয় বিপক্ষতাচরণের প্রতি-শোধ স্বরূপ সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে, তিনি লৌহে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। কেহ বলেন তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যে বলেন নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষ আক্রমণ।

এক দেশর পর অন্য দেশ এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্য জয় করিয়া অবশেষে, সমস্ত পৃথীবীর অধীশ্বর হইব, এই দুরাশা মাসিডোনিয়ার নবযৌবনগর্ব্বিত নরপতির দুর্নিবার বাসনা হইয়া উঠে, এজন্য আলেক্‌-জাণ্ডর্ সমস্ত ইউরোপ ও পারস্য জয়েও সন্তুষ্ট না হইয়া (খৃঃ পূঃ ৩২৬ ভারতভূমির প্রতি কটাক্ষ করিলেন। ব্যাক্‌ট্রিয়া এবং সগ্‌ডিয়ানার সংগ্রাম সমাপ্ত হইলে, মহাবীর আলেকজাণ্ডর্ দুরাকাঙ্ক্ষাপরতন্ত্র হইয়া ম্লেচ্ছ-জাতির অপ্রবিষ্টপূর্ব্ব পরম সমৃদ্ধ ভারতভূমি আক্র-

মণার্থ সসৈন্যে নির্গত হইলেন, এবং হিন্দুকুস গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক আফ্‌গানিস্থানের মধ্য দিয়া অবাধে সিন্ধুতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রয়াণকালে অনু-সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসীরা আপন আপন নগর রক্ষার্থ প্রচুর সাহসিকতা সহকারে তাঁ সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহা-দের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং একাদিক্রমে পরিশেষে তাঁ বিষম ক্লেশকর এক আঘাত প্রাপ্ত হয়েন।

ইতি পূর্ব্বে সিন্ধুর পূর্ব্ব পারস্থ তক্ষশিল নামক কোন নরপতির সহিত আলেক্‌জাণ্ডরের এক সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল। এজন্য নদী অতিক্রমকালে তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই, অবাধে সসৈন্যে নৌসেতু দ্বারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলের রাজধানীতে উপ-স্থিত হইলেন। এবং কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া পাশা অতিক্রমণাভিলাষে তদভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইহার পূর্ব্ব পারের ভূমি ভাগ পোরস্[১] নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অধীন ছিল। আলেক্‌জাণ্ডর্ আসিতেছেন শুনিয়া এবং আক্রমণ-কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, পোরস্ তাঁহাকে নদী পার হইতে দিবেন না, এই আশয়ে নদীর অপরকূলে হস্তি, অশ্ব,

১ গ্রীস্ ইতিহাসে এই নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু বোধ হয়, পৌরব বংশীয় কোন নরপতির উপাধি এই রূপে অপভ্রংশিত হইয়া থাকিবেক।

রথ, পদাতি সম্বলিত চতুরঙ্গবল সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। আলেকজাণ্ডর্ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার নদী অর্দ্ধক্রোশের অধিক বিস্তৃত, ভীষণ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ, এবং অতলস্পর্শ দর্শনে নিতান্ত দুস্তর বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিদধিক শত বৎসর পরে হ্যানিবল্ রোন্ উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ ভাবিলেন নিজ সৈন্যের একাংশ মাত্র সঙ্গে লইয়া, বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে নদীর ঊর্দ্ধভাগে গমন করিয়া শত্রুশিবির আক্রমণ করিবেন। এদিকে সেই সুযোগে অপরাপর সৈন্যেরা আপনাদের পথ করিয়া লইবে। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। পোরস্ যথাকালে তাঁহার এই অভিসন্ধির উদ্দেশ পাইয়া সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আলেকজাণ্ডরের প্রতিকূলে সৈন্য চালনা করিলেন। তথায় ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষীয়েরা প্রথমতঃ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আলেক্জাণ্ডর্ জয় লাভ সুকঠিন বিবেচনা করিতেছিলেন; ইত্যবসরে ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তিসৈন্য উন্মত্ত হইয়া তাহাদেরই অনেক লোক সংহার করিল, এবং অবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইউরোপীয়েরা সুশৃঙ্খলা ও কৌশলের বলে সম্পূর্ণ জয় লাভ করিল। এতদ্দর্শনে পোরস্ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ শরীর লৌহবর্ম্মে আবৃত করিলেন, এবং সমরনিপুণ এক হস্তি-

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বংশোচিত অক্ষুব্ধ পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আলেকজাণ্ডর্ তাঁহার সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা এবং ভয়ঙ্কর পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন পোরস্ আহত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণরক্ষার মানসে তক্ষশিলের দ্বারা তাঁহাকে শরণাগত হইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পোরস্ তাঁহাকে প্রতারক বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইলে, তক্ষশিল পলায়ন করিলেন। আলেকজাণ্ডর্ লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে হিন্দুরাজ আলেকজাণ্ডরের সমক্ষে নীত হইলে, আলেকজাণ্ডর্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মনে মনে কোন অভিপ্রায় আছে কি না? রাজা বলিলেন, "আমাকে রাজার মত সম্মান কর আমি এই চাই" আলেকজাণ্ডর্ তাহাতেই সম্মত হইয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কিছু আছে? পোরস্ বলিলেন, "উহাতেই যথেষ্ট হইবেক।" আলেকজাণ্ডর পোরসের এই উন্নতাশয়তা অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার বন্দীভাব মোচন করিয়া দিলেন। এবং স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা বাড়াইয়া দিলেন।

আলেকজাণ্ডর্ ভারতবর্ষের যে ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন, পারসীকেরা তাহাকে পঞ্জাব বা পঞ্চনদ কহিত (অর্থাৎ যে প্রদেশ দিয়া পাঁচটী নদী প্রবা-

হিত হইতেছে) দুইটী মাত্র অতিক্রম করিবার পর ঐ সকল ঘটনা ঘটে। অনন্তর তিনি আর দুইটী পার হইয়া অবশেষে শতদ্রুতীরে উপনীত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইহার অপর পারেই এক প্রবলপ্রতাপ ভারতবর্ষীয় হিন্দু সম্রাটের অধিকার। এই সংবাদে তাঁহার সাহস অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর প্রসিদ্ধ অনুগঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং ইহা অতিক্রম করিয়াই, যে সমুদ্র ধরণীমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে, সেই মহা সমুদ্র প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিল। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় সৈন্য এদেশে প্রবেশ করিয়া অবধি ক্রমাগত দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সংবাদে ভীত হইয়া আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল, এবং আর যাইবেনা বলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। তিনি অশেষবিধ বক্তৃতা দ্বারা এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। তিনি তিন দিবস কাল শিবিরে বদ্ধ থাকিলেন, এবং সৈন্যদিগকেও থাকিতে হইল। অবশেষে অসাধ্য দেখিয়া প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। এই আজ্ঞা জয় জয়কার করিয়া সর্ব্ব সাধারণে অভিনন্দন করিল।

নদী অবরোহণ

পঞ্জাবের মহতী নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। আলেক্‌জাণ্ডর সিন্ধুতে পোতারোহণ করিয়া সমুদ্র দর্শনে যাত্রা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তথায় কতকগুলি জাহাজ সংগ্রহের আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে ফিরিয়া যাইবার সময় সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া নিজ সৈন্যের কিয়দংশ সমভিব্যাহারে পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যকে নদীর ধারে ধারে যাইতে আদেশ করিয়া গেলেন। গমন কালে আলেকজাণ্ডর নদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান সকল উৎসন্ন করিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে ঐ তীরবর্ত্তী মালিয়ান্ নামক জাতির একটী নগর আক্রমণ করিলে, তাহাদের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে হঠাৎ আলেক্‌জাণ্ডর সর্ব্বাগ্রে একাকী দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ করিলে, বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে তাঁহার শরীররক্ষকেরা আসিয়া প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিলে অনেকে একেবারে আরোহণ করাতে প্রাকারে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সংস্থাপিত অধিরোহণী ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তাহারা তাঁহাকে নামিয়া আসিতে কহিলে, তিনি তাহা না করিয়া একেবারে দুর্গের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া দুর্গের প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে যে চারি জন আসিয়া

তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেন। তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া অবশিষ্ট লোকেরা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ সংগ্রাম করিতেছে এমন সময় তাঁহার তিন জন কর্ম্মচারী প্রাচীরের উপর উঠিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অভ্যন্তরে লাফাইয়া পড়িলে এক জন বিপক্ষ এরূপ বেগে এক বাণ ত্যাগ করিল যে, তাহা আলেকজাণ্ডরের ঢাল ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল, তিনি সেই আঘাতে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার অগ্রে ঢাল ধারণ করিল। এই সময় তাঁহার যাবতীয় সৈন্য যদি চারি দিক দিয়া আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে সকলেরই প্রাণ সংহার হইত। এইরূপে গ্রীকেরা বলাৎকারে সেই নগর হস্তগত করিল এবং তত্রত্য সকল লোকেই তরবারির তীক্ষ্ণধারার করাল-কবলে পতিত হইল।

অনন্তর আলেকজাণ্ডর পোতারোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া সিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়া নদীমুখে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের বিস্তার প্রায় ন্যূনাধিক ছয় ক্রোশ হইবেক। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ এক ঝড় আসিয়া উপস্থিত হইলে যাবতীয় সৈন্য পোতসমূহ লইয়া একটী দ্বীপ আশ্রয় করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে দেখিল সমস্ত নাবী চড়ায় পড়িয়াছে। নদী সেখান হইতে অনেক দূরবর্ত্তী

দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার নদীর জল প্রবলবেগে আসিয়া সমস্ত স্থান জলপূর্ণ করিল। এবং জাহাজ সকল ভাষিয়া উঠিয়া পরস্পর আহত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সৈন্যেরা সমধিক বিস্মিত হইল। কারণ ভূমধ্যসাগরে জোয়ারের তাদৃশ প্রভাব নাই; সুতরাং জোয়ার ভাটার বৃত্তান্ত গ্রীকেরা বিশেষ অবগত ছিল না। অনন্তর যখন সমস্ত নাবীর পুনঃসংস্কার হইল, আলেক্জাণ্ডর পুনরায় যাত্রা করিয়া অবশেষে পূর্ব্ব সমুদ্রে পালভরে যাইতে যাইতে আহ্লাদে পুলকিত হইতে লাগিলেন। এবং এই বলিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, এরূপ জলযাত্রা করিতে আমি বৈ আর কেহই সাহস করে নাই।

মরুভূমি অতিক্রম।

আলেক্জাণ্ডর রণপোতের কিয়দংশমাত্র নিয়ার্কস্ নামক কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সিন্ধুনদী হইয়া ইয়ুফ্রেটিসের মোহানায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া পদাতিসৈন্যের কিয়দংশ সুগমপথে পারস্য বিদায় করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে উপকূলবর্ত্তী জিড্রোসিয়া বা নেকান্ নামক ভয়ঙ্কর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন কালে কোন সৈন্য এই মরু অতিক্রম করিতে সাহস করে নাই।

সেই দুস্তর মরু অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ছয় দিন কাল তাঁহার সৈন্যগণ যেরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং কষ্ট ভোগ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহাতে অসংখ্য মানব এবং বিস্তর ভারবাহী পশু কালগ্রাসে পতিত হয়। আলেকজাণ্ডর সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করত সেই ভয়ঙ্কর ও দুঃসহ ক্লেশের অংশ ভোগ করিয়াছিলেন। এক দিবস সকলেই তৃষ্ণায় কাতর হইলে একজন এক গেলাস মাত্র জল পাইয়া জলপূর্ণ গেলাসটী আলেকজাণ্ডরকে পান করিতে দিল। তিনি সেই জল পান না করিয়া ফেলাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, সকলে মিলিয়া যে সামগ্রী উপভোগ করা হইবেক না, এমন সামগ্রী আমি একাকী কখনই ভোগ করিতে পারি না। যাহাহউক তাঁহার এই ঔদার্য্য দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অবশেষে অবশিষ্ট সৈন্যেরা সেই মরুর অপর প্রান্তে কার্মেনিয়া প্রদেশ প্রাপ্ত হইল। এই স্থানে তাহারা আর আর সৈন্যের সহিত মিলিত হয়। কিছু কাল তথায় বিশ্রাম করিয়া পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলে, বিজেতা বিশ্রামার্থ সুসার রাজ ভবনে গমন করিলেন।

বিবাহ।

সুচতুর আলেকজাণ্ডর, মাসিডোনীয় প্রজাবর্গের সহিত নূতন পারসীয় প্রজাগণের পরস্পর সদ্ভাব সম্পা-

দনার্থ উভয়জাতির বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ স্বয়ং রক্সানার পাণিগ্রহণ করিলেন। ম্যাসিডোনিয়ায় বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকায় ডেরায়সের দুহিতা স্পেটীরাকেও বিবাহ করি-লেন। পরে স্পেটীরার ভগিনীর সহিত মিত্রবর হিফ-ষ্টিয়নের বিবাহ দিয়া দিলেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে অন্য অশীতি জন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী প্রভুর মতানুসারী হইয়া পারসীক সম্ভ্রান্তদিগের মহিলাগণের পাণিগ্রহণ করিল। এইরূপে প্রায় দশসহস্র মাসিডোনীয় সৈনিক পারসীক কামিনী পরিগ্রহ করিয়া আলেকজাণ্ডরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। রাজা ইহাতে এত সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন যে, প্রত্যেক বর বধূর প্রভূত যৌতুক নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। এবং যে সমস্ত বিবাহের কথা উল্লিখিত হইল সেই সমস্ত বিবাহই এক কালে মহাসমারোহে রাজভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

হিফষ্টিয়নের মৃত্যু।

যাহাতে বাণিজ্য বহুবিস্তৃত হয়, আলেকজাণ্ডর এখন তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া, যে সকল নদী পারসীক উপসাগরে পড়িতেছে, স্বয়ং যাইয়া তাহাদের গমন-পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবকাশে তিনি নিজ সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে নিজ সৈন্যের মধ্যে প্রজ্বলিত বিদ্রোহানল শান্তি করিয়া স্বয়ং মীডিয়ায় প্রস্থান পূর্ব্বক একবাটানায় অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন। একদা তিনি মহাসমারোহে তথায় একটী মহোৎসব করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে সর্ব্ব-প্রকার আমোদ আহ্লাদ চলিতেছিল এবং সুরাপান বিষয়ে বিস্তর যথেচ্ছাচার ঘটিয়া উঠিল। হিফষ্টিয়ন্ এই সমারোহে অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বারো দিনের পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সম্রাট্ যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি বন্ধুবিয়োগশোকে এত কাতর হন যে, তিন দিন জলগ্রহণ করেন নাই। অবশেষে হিফষ্টিয়নের সদ্গতির নিমিত্ত আলেক্‌জাণ্ডর দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেন। এবং এই আদেশ করিলেন যে, হিফষ্টিয়নকে সকলে মহাবীরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবেক।

আলেক্‌জাণ্ডরের শেষ দিবস।

আলেক্‌জাণ্ডর বাবিলন গমনের মানসে এক্-বাটানা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাবিলনের নিকট বর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, বেলস্‌দেবের পুরোহিত দিগের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহারা আলেক্‌জাণ্ডরকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ছিলেন “বাবি-লনে প্রবেশ করিলে আপনার অকল্যাণ ঘটিবেক। অতএব আপনি এইখান হইতেই নিবৃত্ত হউন। আলেক্‌জাণ্ডর নাকি আশিয়িক সাম্রাজ্যের রাজধানী বাবিলনেই প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ছিলেন, এজন্য তিনি,